শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামি প্রভুপাদ-প্রণীত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ

[শ্রীদশম-চরিতম্]

❋ শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ❋

১। শ্রীকৃষ্ণস্য কথাসূত্রং যথাভাগবতক্রমং।
লিখ্যতেঽষ্টোত্তরশত- প্রণামানন্দ-সিদ্ধয়ে ॥
২। ব্রহ্মব্রহ্মন্নমামি ত্বামাত্মন্নন্দীশ্বরেশ্বর।
নানাবতারকৃৎ কৃষ্ণ মধুরানন্দ-পূরদ ॥

এবমাদৌ যথাবদারম্ভে নমস্কার একঃ ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়

শ্লোক-তাৎপর্য্য

(১) একশত আট প্রণাম করিয়া মহানন্দ প্রাপ্তির জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণকথার সূত্র লিখিত হইতেছেন।

(২) হে ব্রহ্মব্রহ্মন্ অর্থাৎ প্রজাপতিপতি, কিম্বা বেদপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম! তোমাকে নমস্কার করি অর্থাৎ আমার স্বাধীনতা, আমার যাবতীয় সত্ত্বা তোমাকেই সমর্পণ করিলাম। হে আত্মন! (প্রিয়তম) হে নন্দীশ্বরের ঈশ্বর (নন্দগ্রামের সর্বপ্রধান্য বিশিষ্ট) ব্রজনবযুবরাজ! অথবা নন্দী শিব দ্বারপাল বা দূর্গা তাঁহাদের প্রভু বা পতি মহাদেব তাঁহারও ঈশ্বর (সর্ব পুরুষার্থ প্রদান কারিন্!) তুমি মৎস্যকূর্মবরাহাদি অবতার ধারণ কর; তোমার পরম মুখ্যনাম

৩। জয় কৃষ্ণ পরব্রহ্মন্ জগত্তত্ত্ব জগন্ময়।
অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশাখিলাশ্রয় ॥
৪। নির্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ নিরঞ্জন।
অব্যক্ত সত্য সন্মাত্র পরম জ্যোতিরক্ষর ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ। তুমি মধুরানন্দপূরদ অর্থাৎ নিজ প্রিয়তম ভক্তগণকে মধুররস প্রবাহ দান কর বা তাঁহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ কর, অথবা মধু শ্রীমতি রাধার বা নিজের মুখকমল মকরন্দ শ্রীরাধা হইতে তুমি তাহা স্বয়ং গ্রহণ কর অথবা তাঁহাকে তুমি প্রদান কর। [এস্থলে প্রথম নমস্কার]।

(৩) ‘একই পরতত্ত্ব উপাসনাভেদে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন এই ন্যায়ানুসারে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মরূপে আবির্ভাব কীর্ত্তন করিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক। অথবা ‘জয়’ শব্দের অর্থ সর্বদাই সকল উৎকর্ষের সহিত সুবিরাজমান! তুমি পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য দেবগণেরও তুমি বিধাতা অথবা পরম বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত তুমি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত বস্তু, তুমি একাংশে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ বলিয়া জগন্ময়, অদ্বৈত অর্থাৎ তোমার সমান বা অধিক আর কেহই হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সন্ধিনী সম্বিদ্-হ্লাদিনীশক্তি বিশিষ্ট, স্বয়ং প্রকাশ এবং প্রথম পুরুষাদি সকল তত্ত্বেরই মূল আধার একমাত্র তুমি।

(৪) তুমি নির্বিকার অর্থাৎ চিন্তামণি প্রভৃতিবৎ নিজ অচিন্ত্যশক্তি বলে জগদ্রূপে পরিণত হইলেও সদাকালের জন্য স্বরূপ সংপ্রাপ্ত। অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা ইয়ত্তার অতীত (অসীম)। নির্বিশেষ অর্থাৎ প্রাকৃত হেয়গুণ বর্জিত। নিরঞ্জন অর্থাৎ ক্লেশ শূন্য অথবা স্বরূপচ্যুতি রহিত কিংবা নিজ ভক্ত ব্যতিরেকে অন্যত্র স্বরূপাবরক। অব্যক্ত—অস্ফুট প্রকাশ অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর অথচ সত্য (যথার্থ স্বরূপ) অথবা ত্রিকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে, স্থিতি কালে ও প্রলয়াবসানে) সর্বদাই তুমি অব্যভিচারে বর্তমান বলিয়া সত্য।

৫। পরমাত্মন্ বাসুদেব প্রধান-পুরুষেশ্বর।
সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদাত্রে তুভ্যং নমো নমঃ ॥
৬। হৃৎপদ্মকর্ণিকাবাস গোপাল পুরুষোত্তম ।
নারায়ণ হৃষীকেশ নমোঽন্তর্য্যামিণেঽস্তু তে ॥ ৩ ॥

তুমি সন্মাত্র স্বরূপেই স্থিতিশীল। পরম-আদ্য বা সর্বোৎকৃষ্ট কিংবা 'পর' শব্দে ঈশ্বর এবং মা শব্দে লক্ষ্মী বা স্বরূপ শক্তিকে বোঝায়—এই উভয় বিগ্রহ একাত্মা হইয়া যে স্বরূপে বিরাজমান আছেন, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত বিগ্রহ। তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, অথবা পরমজ্যোতি (একনাম)—স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং অক্ষর অর্থাৎ যাঁহার প্রাপ্তি হইলে আর পতন হয় না, কিম্বা প্রণবস্বরূপ। [দ্বিতীয় নমস্কার] ॥ তাৎপর্য্য এই যে ভগবানের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য থাকিলেও যদি কোনও সাধকের চিত্তে তাহার গ্রহণ (স্ফুরণ) না হয় অথবা সামান্যতঃ স্ফুরণ হয়, কিম্বা স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্যবিশিষ্ট শ্রীভগবান স্ফুরিত হইলেও যদি শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্বই বাহুল্যতঃ প্রতিপাদিত হয়, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব আবার সর্ব্ববৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবির্ভাববশতঃ যাহা অখণ্ডতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়—তাহা ভগবান্ । আর ব্রহ্মতত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে অপ্রকটিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রীভগবানেরই অসম্পূর্ণ আবির্ভাব।

(৫) [অতঃপর ঐ ভগবানের সর্বান্তর্যামিতাহেতু **পরমাত্ম** স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন] হে পরমাত্মন্ (সর্বান্তর্যমনশীল), তুমি বাসুদেব অর্থাৎ যাঁহার রোমকূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিবাস সেই প্রথম পুরুষেরও তুমি দেবতা। তুমি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, তুমি সর্বজ্ঞান, সর্বক্রিয়া ও সর্বশক্তি প্রদান কর—তোমার চরণে নমস্কার।

(৬) তুমি হৃদয়পদ্মের কর্ণিকায় (অনাহতচক্রে) বাস কর, তুমি বাক্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলক্ষিত সর্বেন্দ্রিয়ের পালক বলিয়া তোমার নাম

৭। পরমেশ্বর লক্ষ্মীশ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ।
সর্ব্বসল্লক্ষণোপেত নিত্যনূতনযৌবন ॥
৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্নিগ্ধঘনশ্যামাব্জলোচন ।
পীতাম্বর সদা স্মেরমুখপদ্ম নমোঽস্তু তে ॥
৯। পরমাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যজিত-ভূষণ ।
সদাকৃপাস্নিগ্ধদৃষ্টে জয় ভূষণ-ভূষণ ॥

গোপাল। তুমি পুরুষোত্তম, জীব সমূহের আশ্রয় বলিয়া বা অখিল লোক-সাক্ষী বলিয়া তোমার নাম নারায়ণ। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর এবং অন্তঃকরণের নিয়ামক বলিয়া অন্তর্যামী। তোমাকে নমস্কার। [তৃতীয় নমস্কার]

(৭) [**বিষ্ণু** স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন] হে পরম অর্থাৎ তোমাতে সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্মীরূপা শক্তিত্রয় বর্ত্তমান, হে ঈশ্বর (সর্ব্ববশয়িতা) হে লক্ষ্মীপতি! হে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ (সন্ধিনী সম্বিদ্ হ্লাদিনী নামক শক্তিত্রয়ের যুগপৎ প্রাধান্যে পরতত্ত্বময় মূর্ত্তি-ধর!) [ব্রহ্মনিরূপণ প্রসঙ্গে অস্পষ্ট আবির্ভাববশতঃ 'সচ্চিদানন্দময় বলা হইয়াছে, এস্থলে কিন্তু সেই তত্ত্বেরই পরিপূর্ণ আবির্ভাবতাবশতঃ বিগ্রহ বলা হইল]। তুমি অত্যুত্তম সর্ব্ববিধ (দ্বাত্রিংশ) লক্ষণ যুক্ত, নিত্যকালই তোমার কৈশোরে স্থিতি।

(৮) চরণের নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গই তোমার পরম মনোরম। চিক্কণ জলধরের ন্যায় তোমার বর্ণ শ্যামল, তুমি পদ্মপলাশনয়ন ও পীতাম্বর। তোমার মুখপদ্মে সদাই মৃদুমধুর হাস্য বিরাজমান তোমাকে নমস্কার করি।

(৯) তোমার সৌন্দর্য্য পরম অদ্ভুত, তোমার অঙ্গ-মাধুর্য্যে ভূষণকে পরাজয় করে; সদাকালের জন্য তোমার নয়নযুগল কৃপাতে স্নিগ্ধ। হে ভূষণেরও ভূষণ (শোভা সম্পাদক!) তোমার জয় হউক।

১০। কন্দর্প-কোটিলাবণ্য সূর্য্যকোটি-মহাদ্যুতে ।
কোটীন্দু জগদানন্দিন্ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়ক ॥
১১। শঙ্খপদ্মগদাচক্রবিলসচ্ছ্রীচতুর্ভুজ ।
শেষাদি-পার্ষদোপাস্য শ্রীমদ্গরুড়বাহন ॥
১২। স্বানুরূপ-পরীবার সর্ব্বসদ্গুণসেবিত।
ভগবন্ হৃদ্বচোঽতীত মহামহিমপূরিত ॥
১৩। দীননাথৈকশরণ হীনার্থাধিক-সাধক।
সমস্তদুর্গতিত্রাতর্বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ ॥ ৪ ॥

---

(১০) অপ্রাকৃত মহামদনের বিলাস স্বরূপ বলিয়া তুমি কোটি কোটি কাম হইতেও সমধিক লাবণ্যধারী! কোটি কোটি সূর্য্য হইতেও অধিকতর জাজ্বল্যমান তোমার কান্তি, তুমি কোটি কোটি চন্দ্র হইতেও অতি সুন্দররূপে জগৎকে আনন্দ দান কর—তুমি শ্রীমান্ (সর্বশোভা সম্পত্তি নিষেবিত বা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠের নাথ)।

(১১) তোমার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র বিরাজমান, শেষ, বিষ্কক্সেন প্রভৃতি পার্ষদগণ কর্ত্তৃক তুমি উপাসিত। তুমি শ্রীমান্ গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হইয়া থাক।

(১২) তোমার পরিকরগণও সকলে তোমারই তুল্য অর্থাৎ পদ্মপলাশ নয়ন, পীতবসন, কিরীটকুণ্ডল মাল্যধারী, নূতন বয়স্ক, চতুর্ভুজ ইত্যাদি। তুমি নিখিল কল্যাণ গুণরাজি দ্বারা সেবিত, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যাদি ছয় 'ভগ' তোমাতে বর্ত্তমান বলিয়া তুমি ভগবান্ শব্দ বাচ্য; তুমি ত্রিপাদ বিভূতিতে নিত্য বিরাজমান বলিয়া বাক্য মনের অগোচর, অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মোহোৎপাদক মহান ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ।

(১৩) তুমি দীন নিষ্কিঞ্চন জনগণের প্রভু এবং তাহাদেরই একমাত্র আশ্রয়; তুমি ঐ দীন-হীন জনগণে চতুর্বর্গ তিরস্কারকারী প্রেমরূপ অর্থ সমধিক বিতরণ

১৪। সর্ব্বাবতারবীজায় নমস্তে ত্রিগুণাত্মনে।
ব্রহ্মণে সৃষ্টিকর্ত্রেঽথ সংহর্ত্রে শিবরূপিণে ॥
১৫। ভক্তেচ্ছাপূরণব্যগ্র শুদ্ধসত্ত্বঘন প্রভো।
বন্দে দেবাধিদেবং ত্বাং কৃপালো বিশ্বপালক ॥
১৬। সর্ব্বধর্ম্মস্থাপকায় সর্ব্বাধর্ম্মবিনাশিনে।
সর্ব্বাসুরবিনাশায় মহাবিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥
১৭। নানামধুররূপায় নানামধুরবাসিনে।
নানামধুরলীলায় নানাসংজ্ঞায় তে নমঃ ॥ ৫ ॥
১৮। শ্রীচতুঃসনরূপায় তুভ্যং শ্রীনারদাত্মনে।
শ্রীবরাহায় যজ্ঞায় কপিলায় নমো নমঃ ॥

কর। তুমি সমস্ত লোককে সমস্ত তাপত্রয়াদি দুর্গতি হইতে ত্রাণ কর; এবং তাহাদের বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদাতা। তোমাকে নমস্কার । [চতুর্থ নমস্কার]

(১৪) **[মহাবিষ্ণুরূপে স্তব করিতেছেন]** তুমি মৎস্য কূর্মাদি অবতার সকলের মূলীভূত কারণ, তোমা হইতেই সত্ত্বঃ রজঃ ও তমো গুণ প্রকাশ পায়, তুমি সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহার-কর্ত্তা শিব এবং

(১৫) ভক্তগণের ইচ্ছাপূরণে ব্যগ্রচিত্ত ও শুদ্ধ সত্ত্ব গুণাশ্রয়ে (বিষ্ণু স্বরূপে) মূর্ত্তি প্রকটনশীল, তুমি দেবাদিদেব, কৃপালু ও বিশ্বপালক; তোমাকে নমস্কার।

(১৬) তুমি সর্বধর্ম স্থাপক, সর্ব অধর্ম বিনাশক, সর্ব অসুর-বিঘাতক, হে মহাবিষ্ণো! তোমার চরণে নমস্কার।

(১৭) ভক্ত-চিত্ত বিনোদন জন্য তুমি বিবিধ মাধুর্য্যময় রূপ ধারণ করত দাস্য সখ্যাদি বিবিধ মধুর রস আস্বাদন কর। বহুবিধ তোমার সংজ্ঞা (নাম)। তোমাকে নমস্কার। [পঞ্চম নমস্কার]

(১৮) [চতুর্দ্দশ **মন্বন্তর** ও **লীলাবতার** রূপে স্তব করিতেছেন—] তুমি

১৯। দত্তাত্রেয় নমোস্তুভ্যং নরনারায়ণৌ ভজে।
হে হয়গ্রীব হে হংস ধ্রুবপ্রিয় নমোঽস্তু তে ॥

২০। পৃথুং ত্বামৃষভঞ্চৈব বন্দে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
দ্বিতীয়ে বিভুনামানং তৃতীয়ে সত্যসেনকম্ ॥

২১। চতুর্থে শ্রীহরিং বন্দে বৈকুণ্ঠং পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠেঽজিতং মহামীনং শেষং চ ধরণীধরম্ ॥

২২। শ্রীনৃসিংহঞ্চ কূর্ম্মঞ্চ স-ধন্বন্তরি-মোহিনীম্।
সপ্তমে বামনং বন্দে নমঃ পরশুরাম তে ॥

চতুঃসন অর্থাৎ সনৎকুমার, সনাতন, সনক, সনন্দনরূপে অবতার কর; তুমি **নারদ, বরাহ,** (স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মন্বন্তরে কলিপাবনাবতার হইয়াও মন্বন্তরাবতাররূপে) **যজ্ঞ** এবং **কপিলরূপে** অবতার কর। তোমাকে নমস্কার।

(১৯) হে **দত্তাত্রেয়** তোমাকে নমস্কার। হে **নর নারায়ণ**! তোমাদিগের ভজনা করি। হে **হয়গ্রীব,** হে **হংস,** হে **ধ্রুবপ্রিয়**! তোমাকে নমস্কার করি ॥

(২০) হে **পৃথু**! তোমাকে এবং হে **ঋষভ**! তোমাকে বন্দনা করি। এই বার মূর্ত্তি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবতার দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তর **বিভু,** তৃতীয়ে (ঔত্তমীয়ে) **সত্যসেন;**

(২১) চতুর্থে (তামসীয়ে) **হরি,** পঞ্চমে (রৈবতীয়ে) **বৈকুণ্ঠ** [ইহাঁরা মন্বন্তরাবতার। এই সময়ে কল্পাবতার হয় নাই] ষষ্ঠে (চাক্ষুষয়ে) **অজিত** মন্বন্তরাবতার এবং **মহামীন,** ধরণীধর **শেষ,**

(২২) **শ্রীনৃসিংহ, কূর্ম, ধন্বন্তরি,** ও **মোহিনী** কল্পাবতার। এই সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে **বামন**— মন্বন্তরাবতার এবং **পরশুরাম,**

২৩। শ্রীরামচন্দ্র হে ব্যাস নমস্তে শ্রীহলায়ুধ।
হে বুদ্ধ কল্কিন্ মাং পাহি প্রপন্নাশনিপিঞ্জর ॥ ৬ ॥

২৪। অষ্টমে সার্ব্বভৌমস্ত্বমৃষভো নবমে ভবান্।
বিষ্বকসেনশ্চ দশমে ধর্ম্মসেতুস্ততঃপরম্ ॥

২৫। সুধামা দ্বাদশে ভাবী যোগেশস্তু ত্রয়োদশে।
চতুর্দ্দশে বৃহদ্ভানুঃ সপ্তত্রিংশত্তনো জয় ॥

২৬। শুক্লঃ সত্যযুগে যঃ স্যাদ্রক্তস্ত্রেতাযুগে তথা।
দ্বাপরে তু হরিদ্বর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণো মহাপ্রভো ॥

২৭। তং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণ! বন্দেঽহং জগদেকদয়ানিধে।
নিজভক্ত-বিনোদার্থলীলানন্তাবতারকৃৎ ॥ ৭ ॥

---

(২৩) **রামচন্দ্র, ব্যাসদেব, বলদেব, বুদ্ধ** ও **কল্কি**—কল্পাবতার। হে শরণাগত জনের পক্ষে বজ্রবৎ (সুদৃঢ়) দেহ-ধারিন তোমাকে নমস্কার। [ষষ্ঠ নমস্কার]

(২৪) [ভবিষ্য মন্বন্তরাদি বলিতেছেন—] অষ্টম (সাবর্ণীয়) মন্বন্তরে তুমি **সার্বভৌম,** নবমে (দক্ষসাবর্ণীয়ে) **ঋষভ** দশমে (ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে) **বিষ্বকসেন** একাদশে (ধর্ম সাবর্ণীয়ে) **ধর্ম্মসেতু,**

(২৫) দ্বাদশে (রুদ্র সাবর্ণীয়ে) **সুধামা** ত্রয়োদশে (দেবসাবর্ণীয়ে) **যোগেশ্বর** এবং চতুর্দশে (ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে) **বৃহদ্ভানু** মন্বন্তরাবতার, এইরূপে ২৩ মূর্ত্তি কল্পাবতার ও ১৪ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার মিলিয়া ৩৭ দেহে অবতার প্রকটনশীল হে প্রভু! তোমার জয় হউক।

(২৬-২৭) [**যুগাবতার** স্তব করিতেছেন—] সত্যযুগে তুমি **শুক্ল;** ত্রেতায় **রক্ত,** দ্বাপরে **হরিদ্বর্ণ** ও কলিকালে কৃষ্ণ হইয়া যুগাবতার কর। হে মহাপ্রভো! হে কৃষ্ণ! জগতের একমাত্র দয়ানিধান হে! তোমাকে বন্দনা করি। তুমি ভক্তের

২৮। প্রহ্লাদসংহ্লাদক ভক্তবৎসল, ভক্তিপ্রভাব-প্রকটিন্নৃসিংহ হে।
স্বদ্বেষ্টৃবক্ষঃস্থলপাটন প্রভো, শিষ্টেষ্টমূর্ত্তে জয় দুষ্টভীষণ ॥
২৯। অন্তঃকৃপাতিমৃদুল বহিরাটোপসুন্দর।
প্রহ্লাদাঙ্গাবলেহোৎক স্ফুটদ্ব্রহ্মাণ্ডগর্জ্জিত ॥ ৮ ॥
৩০। সীতাপতে দাশরথে রঘূদ্বহ, শ্রীরাম হে কোশলজাসুতাব্জদৃক্।
শ্রীলক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ হনূমদীশ্বর, সুগ্রীববন্ধো ভরতাগ্রজ প্রভো ॥
৩১। হে দণ্ডকারণ্যচরার্য্যশীল হে কোদণ্ডপাণে খরদূষণান্তক।
বদ্ধাব্ধিসেতোঽয়ি বিভীষণাশ্রিত, লঙ্কেশঘাতিন্ জয় কোশলেন্দ্র হে ॥ ৯ ॥

বিনোদন জন্য লীলা-ক্রমে অনন্ত অবতার প্রকটন কর। তোমাকে বন্দনা করি। [সপ্তম নমস্কার]

(২৮-২৯) [এক্ষণে তাঁহার শ্রীনৃসিংহদেব ও রামচন্দ্র—এই স্বরূপদ্বয়কে স্তব করিতেছেন—] হে প্রহ্লাদের গভীর আনন্দদায়ক! হে ভক্তবৎসল! ভক্তিপ্রভাবে প্রকটনশীল হে নৃসিংহদেব! হে প্রভো! তুমি শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছ। তুমি শিষ্টজনের অভীষ্ট পূর্ণকারী করুণ-মূর্ত্তি অথচ দুষ্টজনের ভয়প্রদ, তোমার হৃদয় কৃপাধারায় অতি স্নিগ্ধ হইলেও বাহিরে তুমি আটোপ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ। শ্রীপ্রহ্লাদের অঙ্গ অবলেহন করিতে উৎকণ্ঠান্বিত হইতেছ অথচ তোমার গর্জ্জন ধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তোমার জয় হউক। [অষ্টম নমস্কার]

(৩০-৩১) [পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতেছেন] হে সীতাপতি! হে দাশরথি! হে রঘুকুলমণি! হে রামচন্দ্র! হে কৌশল্যানন্দন! হে পদ্মপলাশ-লোচন! হে লক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ! হে হনুমানের প্রভু! হে সুগ্রীবের বন্ধু! হে ভরতের অগ্রজ! হে দণ্ডকারণ্যচারিন্ উত্তম চরিত! হে ধনুর্বান-ধারিন্! হে খরদূষণ-

৩২। শ্রীকৃষ্ণ-জীয়ান্মথুরাবতীর্ণ, স্বপ্রেমদানৈক-নিতান্তকৃত্য।
নানাসুমাধুর্য্য-মহানিধান, সু-ব্যঞ্জিতৈশ্বর্য্যকৃপামহত্ত্ব ॥
৩৩। পরীক্ষিৎপৃষ্টচরিত সর্ব্বসেব্যকথামৃত।
কৃতপাণ্ডবনিস্তার পরীক্ষিদ্দেহগোপন ॥
৩৪। বহিরন্তঃস্থিতাসাধুসাধুদুঃখসুখপ্রদ।
শুশ্রূষাকৃষ্টরাজান্তর্নানাশঙ্কানুপৃষ্ট হে ॥

নাশন! হে সমুদ্রবন্ধনকারিন্! হে বিভীষণের আশ্রিত বা বিভীষণের আশ্রয়দাতা! হে লঙ্কেশ বিঘাতক! হে কৌশলেন্দ্র! তোমার জয় হউক। [নবম নমস্কার]

(৩২) [এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাংশবতারাদির স্তব করিয়া সংপ্রতি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেশতনয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্তব করিতেছেন—] হে মথুরাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! তুমি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাক। কেবলমাত্র নিজ প্রেমদানই তোমার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন ; তুমি নানাবিধ সুমাধুর্য্যের নিধান তোমার ঐশ্বর্য্য, কৃপা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি মহাগুণ তোমার মথুরাবতরণেই সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(৩৩) [এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের লীলা-সূত্র বর্ণনা করিতেছেন] রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে তোমার পবিত্র চরিত-গাথা প্রশ্ন করিলেন, মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী প্রভৃতি সকলেই তোমার পবিত্র কথামৃত পান করিতে পারে; ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহাবীরগণের সহিত দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে তুমিই পাণ্ডবগণকে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে নিস্তার করিয়াছ এবং অশ্বত্থমা কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে মাতৃজঠরে দগ্ধ-বিদগ্ধ পরীক্ষিতের দেহকেও উত্তরার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্রের সাহায্যে রক্ষা করিয়াছ।

(৩৪) বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন অসাধুগণকে তুমি কালরূপে দুঃখ প্রদান কর, অথচ অন্তর্দৃষ্টিশীল সাধুগণকে অন্তর্যামী-স্বরূপে সুখ প্রদান কর। তুমি নিজবৃত্তান্ত

৩৫। ত্যক্তোদান্ননৃপপ্রাণ শুকোদ্গীর্ণ-কথামৃত।
নৃপব্যাজাসুরানীক-ভারার্ত্তক্ষিতি-রোদক ॥
৩৬। ধরার্ত্তনাদ-দুগ্ধাব্ধিগত-ব্রহ্মাদ্যুপস্থিত।
ব্রহ্মধ্যানশ্রুতাদেশকথাপ্যায়িত-ভূসুর ॥ ১০ ॥
৩৭। শূরসেন-মহারাজধানী-শ্রীমথুরাপ্রিয়।
দেবকী-বসুদেবৈক-বিবাহোৎসব-কারণ ॥

শ্রবণেচ্ছায় পরীক্ষিৎ রাজার চিত্তকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়াছ এবং ঐ চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা জাগাইয়া তৎসমাধান কল্পে নিজের কথাই জিজ্ঞাসা করাইয়াছ।

(৩৫) অন্নজল বর্জনকারী পরীক্ষিৎ রাজার প্রাণরূপে তুমিই বিরাজমান আছ এবং শুক-মুখে নিজ কথামৃত ঐ উদ্দেশ্যেই নিষ্কাশিত করিয়াছ। তুমি নৃপতি-ছলে দুষ্ট অসুর-সেনাসমূহের ভারে প্রপীড়িত বসুন্ধরাকে রোদন করাইয়াছ।

(৩৬) ধরিত্রীর গভীর আর্ত্তনাদে ক্ষীরোদ সমুদ্রতীরে সমাগত ব্রহ্মাদি-দেবগণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া থাক এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধ্যানে শ্রুত তোমার প্রত্যাদেশিত আকাশ-বাণীর প্রচার করাইয়া দেবগণকে সম্যক্ সন্তোষিত কর। [দশম নমস্কার]

(৩৭) [ভোজেন্দ্রবন্ধনাগারে অবতারের প্রসঙ্গ করিতেছেন—] যদুরাজ শূরসেনের মহারাজধানী শ্রীমথুরাই তোমার প্রিয় অথবা মথুরার প্রিয় তুমি। দেবকীদেবী ও মহাত্মা বসুদেবের মহামঙ্গলময় বিবাহ উৎসবের মুখ্য কারণ তুমিই।

৩৮। বিয়দ্বাগ্বর্দ্ধিতাত্তাশ্বপাশ-কংসাতিদুর্নয়।
বসুদেব-বচোযুক্তিদেবকী প্রাণরক্ষক ॥
(৩৯) সত্যবাক্-শৌরি-কংসাগ্রনীতপুত্রবিমোচন।
দেবর্ষি-কথিতোদন্ত-কংসজ্ঞাতেহিতাব মাম্ ॥
(৪০) কংস-শৃঙ্খলিতানেক-বসুদেবাদিবান্ধব।
দেবকী-জাতষড়্গর্ভ-তাত-কংসারিঘাতন ॥ ১১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

(৩৮) নবদম্পতির গৃহে শুভাগমনকালে যে আকাশবাণী হইয়াছিল—(হে মূঢ় কংস! দেবকীর অষ্টমগর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন তিনিই তোমার মৃত্যুর নিদান) তাহা শুনিয়া অশ্বরজ্জুধারী কংসের দুর্নীতিকে সমধিক পরিমাণে বাড়াইয়াছ; [তাহাতে দেবকীর প্রাণ-নাশের জন্য কংস সেই রথেই তাঁহার কেশ গ্রহণাদি করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করে,] তখন বসুদেবের স্তব-স্তুতিতে ও প্রবল যুক্তিনৈপুণ্যে তুমিই দেবকীদেবীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছ।

(৩৯) সত্যবাদী বসুদেব কর্ত্তৃক কংস সম্মুখে নীত প্রথম পুত্রের বিমুক্তি ঘটাইয়াছ। দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক তোমার বৃত্তান্ত কথিত হইলে তোমার হত্যার জন্য দেবকীদেবীর সকল পুত্রের নিধনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া কংসকে বিবেচনা করাইয়াছ।

(৪০) কংস কর্ত্তৃক বসুদেব দেবকী প্রভৃতি অনেক বান্ধবকেই শৃঙ্খলিত করাইয়াছ এবং দেবকীদেবীর গর্ভোৎপন্ন তোমারই অগ্রজ ছয়জনকে তোমার সম্বন্ধে কংস কর্ত্তৃক হত্যা করাইয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমাকে রক্ষা কর। [একাদশ নমস্কার]

—০—

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

৪১। কংসাসুর-বলোদ্বিগ্ন-স্বযাদবকুলার্ত্তিবিৎ।
দেবকী-সপ্তমভ্রূণ-ধামন্ মায়ানিয়োজক ॥
৪২। দেবকী-পুত্রতাপ্রাপ্তি-দ্বারোৎসাহিতমায় হে।
রোহিনীপ্রাপিত-স্বাংশ রৌহিণেয়-প্রিয়াব মাম্ ॥
৪৩। বসুদেবোল্লসচ্ছক্তে দেবক্যষ্টমগর্ভগ।
স্বসবিত্রীলসজ্জ্যোতিঃ কংসত্রাসবিষাদকৃৎ ॥
৪৪। সদাকংসমনোবর্ত্তিন্ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যভিষ্টুত।
সত্যাত্মক জগন্নাথ শুদ্ধসাত্ত্বিকরূপভৃৎ ॥

(৪১) প্রলম্ব, বক, চানূরাদি কংসাসুরের সৈন্য সমূহের দ্বারা উদ্বিগ্ন নিজ যাদব বংশের আর্ত্তিবিৎ তুমি, দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভে তোমার **'শেষ'** নামক বিগ্রহ সংস্থাপন করিয়া তাহা হইতে গর্ভ নিষ্ক্রমণ করতঃ রোহিনীর গর্ভে সন্নিবেশ করিতে যোগমায়াকে নিয়োগ করিয়াছ।

(৪২) স্বয়ং দেবকীদেবীর পুত্র-স্বরূপে জন্ম ধারণ করিবে—এই কথা বলিয়া তুমি যোগমায়াকে উৎসাহিত করিয়াছ। অনন্তর যোগমায়া কর্ত্তৃক রোহিনী-গর্ভে নিজাংশ অনন্ত-দেবকে স্থাপন করিয়াছ। হে বলদেব-প্রিয় আমাকে রক্ষা কর।

(৪৩) বসুদেবের মনে তোমার স্বরূপশক্তি নিহিত করিয়া প্রকাশমান হইয়াছ এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভে গমন করিয়াছ। নিজ জননী দেবকীদেবীর দেদীপ্যমান তেজে কংসের ত্রাস ও বিষাদ উৎপাদন করিয়াছ।

(৪৪) কাজেই শয়ন, ভোজন, গমনাদি সর্বাবস্থায় সর্বদা কংসের মনোমন্দিরে বাস করিয়াছ। ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবগণ তোমাকে তখন সর্বতোভাবে স্তব-স্তুতি করেন।

৪৫। ভক্তৈকলভ্য-সর্বস্ব সর্বসর্বার্থকৃদ্বপুঃ।
রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট জন্মমাত্র-ধরার্ত্তিহৃৎ ॥
৪৬। স্বর্ভূভূষণপাদাজ বিনোদৈকার্থজাত হে।
জয় ভূ-ভারহরণ দেবাশ্বাসিতমাতৃক ॥ ১২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

[গর্ভস্তুতি বর্ণনা করিতেছেন] সত্যব্রত সত্যপর ইত্যাদিরূপে তুমি সর্বথাই সত্যাত্মক; সর্ব-সৃষ্ট্যাদির কারণ বলিয়া তুমি চতুর্দ্দশ ভুবনের ঈশ্বর। তুমি জগন্নাথ! তুমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক সজ্জন সুখদ মায়ালেশ শূন্য রূপ ধারণ কর।

(৪৫) কেবলমাত্র ভক্তগণই তোমার সর্বসম্পদের (পাদ-সেবারূপ মহাধনের) অধিকারী। চারিবর্ণ চারি আশ্রমী প্রভৃতির বেদ ক্রিয়া তপঃ যোগ সমাধি ইত্যাদি দ্বারা স্তুত্য সর্বপুরুষার্থ দানকারী তোমার দেহ। যদিও মনের ও বাক্যের অগোচর বলিয়া তোমার নাম ও রূপ গুণ, জন্ম ও কর্মাদি দ্বারা নিরূপনীয় নহে, তথাপি ভক্তগণের উপাসনা সময়ে সাক্ষাৎকার জন্য নাম ও রূপের আশ্রয় কর এবং তাহাতে আবেশও থাকে বলিয়া তুমি রূপ নামাশ্রিতাবিষ্ট। অতএব তুমি প্রকট হওয়া মাত্রই ধরিত্রীর আর্ত্তিভার হরণ হইয়া থাকে।

(৪৬) স্বর্গ মর্ত্তের ভূষণ স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম। তোমার আবির্ভাব যে কেবল বসুন্ধরার ভার হরণ তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখ্যতর প্রয়োজন হইতেছে—ক্রীড়া বিনোদই। মৎস্য কুর্মাদি বহুবিধ অবতার প্রকটনে ত্রিভুবনবাসীকে পালন কর বলিয়া হে ভুভারহরণ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ প্রস্তুত কার্য্য সমাধা কর। 'হে মাতঃ! মহাসৌভাগ্য বশতঃ তোমার গর্ভে লীলা পুরুষোত্তমদেব প্রবেশ করিয়াছেন'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেবগণ কর্ত্তৃক তুমি নিজ মাতাকে আশ্বাস প্রদান কর। তোমাকে নমস্কার ॥ [দ্বাদশ নমস্কার]

—০—

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

৪৭। ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীজাত প্রাজাপত্যর্ক্ষসম্ভব।
মহীমঙ্গলবিস্তারিন্ সাধুচিত্ত-প্রসাদক ॥
৪৮। মহর্ষিমানসোল্লাস সন্তোষিত-সুরব্রজ।
নিশীথসময়োদ্ভূত বসুদেবপ্রিয়াত্মজ ॥
৪৯। দেবকীগর্ভসদ্রত্ন বলভদ্রাপ্রিয়ানুজ।
গদাগ্রজ প্রসীদাশু সুভদ্রাপূর্ব্বজাব মাম্ ॥
৫০। আশ্চর্য্যবাল মাং পাহি দিব্যরূপ-প্রদর্শক।
কারাগারান্ধ কারঘ্ন সূতিকাগৃহভূষণ ॥ ১৩ ॥

---

(৪৭) এখানে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভুবনমঙ্গলময়ী **শুভাবির্ভাব** কাল বলিতেছেন—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে রোহিনী নক্ষত্রে তোমার আর্বিভাব হইয়াছে। তাহাতে পৃথিবীর নিত্য বাস্তব মঙ্গল বিস্তার হইতে লাগিল এবং নিষ্কপট ভক্তসাধুদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

(৪৮) তপস্বী ও মহর্ষিগণের মনের প্রচুর উল্লাস এবং দেবগণ প্রচুর সন্তোষিত হইলেন। গভীর নিশীথ কালেই তুমি বসুদেবপ্রিয়া দেবকীদেবীর গর্ভ হইতে প্রকটিত হইয়াছ।

(৪৯) দেবকীদেবীর উদ্ধারে তুমিই অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীলমণি-স্বরূপ। তুমি শ্রীবলদেবের প্রিয় অনুজ। হে গদের অগ্রজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; হে সুভদ্রার পূর্বজ! আমাকে স্বীয় মধুর লীলাস্ফূর্ত্তি করাইয়া রক্ষা কর।

(৫০) তখন পদ্মপলাশলোচন শঙ্খ-চক্রাদি যুক্ত ভুজচতুষ্টয় এবং শ্রীবৎস কৌস্তুভাদি ধারণ করিয়াছ বলিয়া আশ্চর্য্য অসাধারণ বালক তুমি। মহামূল্য বৈদুর্য্য কিরীট ও কুণ্ডলাদি দ্বারা বিরাজমান হইয়া বসুদেবকে দিব্য মধুর রূপ

৫১। বসুদেবস্তুতং সাক্ষাদদৃশ্যাত্ম-প্রদর্শকং।
সৎপ্রবিষ্টাপ্রবিষ্টং ত্বাং বন্দে কারণ-কারণম্ ॥
৫২। সিদ্ধাকর্ত্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্বং জগৎ ক্ষেমকরোদয়ং।
দৈত্যমুক্তিদকারুণ্যং স্বজনপ্রেমবর্দ্ধনম্ ॥

প্রদর্শন করিয়াছ। নিজতেজে বদ্ধ কারাগারের তিমিরান্ধকার বিনাশ করিয়াছ এবং সূতিকাগৃহের ভূষণরূপে বিরাজমান আছ—আমাকে রক্ষা কর। [ত্রয়োদশ নমস্কার]

(৫১) তোমার শঙ্খপদ্ম গদাচক্র মহৈশ্বর্যরূপ দেখিয়া পুত্র বুদ্ধি অপগত হইলে **বসুদেব** কর্ত্তৃক তুমি স্তুত হইয়াছ। প্রত্যক্ষভাবে অদৃশ্য কেবলানুভাবসিদ্ধ স্বরূপের প্রদর্শক তুমি। '**ব্রহ্ম** জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তঃ প্রবেশ করিয়াছে'—এই শ্রুতি-প্রমাণবলে নিজ প্রকৃতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট সৎশব্দবাচ্য বিশ্বের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অপ্রবিষ্ট (নির্লিপ্ত) অর্থাৎ তাহাতে সৎরূপে প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হও। জগৎকারণ ব্রহ্মারও আদিকারণ তোমাকে প্রেমভরে বন্দনা করি।

(৫২) নিষ্ক্রিয় বলিয়া তুমি অকর্ত্তা, অথচ ঈশ্বর বলিয়া তুমিই কর্ত্তা, যেহেতু বিরুদ্ধধর্ম-সমূহের তোমাতেই সমবায় হয়। সাধুদিগের রক্ষার উদ্দেশ্যে নামে মাত্র রাজাগণের অথচ কার্য্যতঃ অসুরপতিদিগের হত্যাদি দ্বারা তুমি জগতের মঙ্গল জন্য আবির্ভূত হও। মহামহা দানবদিগকে সংহার করিলেও কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া কারুণ্যই প্রকটিত কর। স্বজনদিগের প্রীতিবর্দ্ধনকারী তোমাকে বন্দনা করি।

—o—

৫৩। দেবকীনয়নানন্দ জয় ভীতপ্রসূস্তুত।
নির্গুণাধ্যাত্মদীপাতিলয়-কারক কালসৃক্ ॥
৫৪। স্বপাদাশ্রিতমৃত্যুঘ্ন মাংসদৃগ্‌দৃষ্ট্যযোগ্য হে।
লোকোপহাসভীতাম্বাবৃতাদিব্যাঙ্গ-সংবৃতে ॥ ১৪ ॥
৫৫। পিতৃপ্রাগ্‌জন্মকথক স্বদত্ত-বরযন্ত্রিত।
মহারাধনসন্তোষ ত্রিজন্মাত্মজতাগত ॥
৫৬। মহানন্দ-প্রসূতাত লীলা-মানুষবালক।
নরাকৃতি পরব্রহ্মন্ প্রকৃষ্টাকার সুন্দর ॥

(৫৩) [**দেবকীদেবী** স্তুতি বলিতেছেন]—হে দেবকীদেবীর নয়নানন্দ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষ আবিস্কার করিয়া পিতামাতার শৃঙ্খল ভঙ্গ কর। কংসাসুরের ভয়ে ভীত জননী দেবকীদেবীর পুত্রবুদ্ধি রহিত হইলে তোমাকে স্তব করিয়াছেন। হে গুণাতীত! নির্বিশেষ! অথচ বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের প্রকাশক; তুমি মহাপ্রলয়কারী এবং প্রলয়ঙ্কর কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা।

(৫৪) তুমি নিজপদাশ্রিত ভৃত্যগণের মৃত্যুহারী এবং মাংসচক্ষুদ্বারা অদৃশ্য (যেহেতু ঐশ্বর রূপ ধ্যানগম্য)। প্রলয়াবসানে নিজদেহে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশকারী তুমি যে আমার উদরজাত—এই লোকাপবাদ ভয়ে ভীতা দেবকীদেবী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুত অলৌকিক চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উপসংহার করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। [চতুর্দ্দশ নমস্কার]

(৫৫) মাতাপিতা দেবকীদেবী ও বসুদেবের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছ—তুমি নিজদত্ত-বরেই বশীভূত হইয়াছ। বর্ষা বাতাতপ ইত্যাদি মহাকষ্ট সহ্যরূপ মহা আরাধনে তোমার সন্তোষ হইয়াছিল বলিয়া তুমি তিন জন্মে পৃশ্নিগর্ভ, বামন ও বাসুদেবরূপে ইহাঁদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ।

(৫৬) পূর্বজন্মাদি-স্মরণহেতু মহানন্দিত পিতামাতার সম্মুখেই আবার লীলায় মানুষ-বালকরূপে অবস্থান কর। ইহাতে তুমি যে সর্বদাই প্রাকৃত বালক

৫৭। জনকোপায়নির্দ্দেষ্ট-র্যশোদাজাতমায় হে।
শায়িতদ্বাঃস্থপৌরাদে-র্মোহিতাগার-রক্ষক ॥
৫৮। স্বশক্ত্যুদ্‌ঘাটিতাশেষকবাট পিতৃবাহক।
শেষোরগফণাচ্ছত্র যমুনাদত্তসৎপথ ॥
৫৯। ব্রজমূর্ত্তমহাভাগ্য যশোদাতল্পশায়িত।
নিদ্রামোহিতনন্দাদি-যশোদাঽবিদিতেহিত ॥ ১৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

হইয়া থাক তাহা নহে; কেননা তোমার নরাকৃতি হইলেও তুমি পরব্রহ্মই; সর্বচিত্ত মনোহারী তোমার শ্রীমূর্ত্তি, তুমি অভিনব রূপলাবণ্যের নিধান।

(৫৭) 'যদি তুমি কংসের ভয় কর, তবে আমাকে লইয়া গোকুলে চল'—ইত্যাদি বলিয়া জনক বসুদেবকে নিজ গোকুল-নয়নের উপায় নির্দেশ করিয়াছ। যশোদার গর্ভে নিজাংশভূতা যোগমায়াকে প্রাদুর্ভাবিত করিয়াছ। [তখন যাওয়ার সুবিধাও বলিতেছেন] দ্বারপালগণকে এবং পৌরবাসীগণকে নিদ্রাভিভূত করিয়াছ এবং সূতিকাগৃহের রক্ষকগণকেও মোহিত করিয়া রাখিয়াছ।

(৫৮) নিজশক্তি প্রকটনে কপাট সকলকেও উন্মোচিত করিয়াছ; পিতাকে তুমি বাহক করিয়া গোকুলে যাত্রা করিয়াছ। অনন্তনাগের ফণাসমূহই তখন ছত্র হইয়া বর্ষাবারি নিবারণ করিয়াছিল। অগাধ-জলময়ী ভয়ানক আবর্ত্তসঙ্কুলা যমুনাও তখন তোমার পিতাকে গমনোপযোগী পথ দান করিয়াছিল।

(৫৯) ব্রজের মূর্ত্ত মহাভাগ্য তুমি, বসুদেব কর্ত্তৃক যশোদার শয্যায় তুমি শায়িত থাক; নিদ্রা দ্বারা তুমি নন্দাদি গোকুলবাসীগণকে মোহিত করিয়াছিলে। এমন কি যশোদাও বসুদেব কর্ত্তৃক তোমার আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য কিছুই জানিতে পারেন নাই। তোমাকে নমস্কার। [পঞ্চদশ নমস্কার]

—০—

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

৬০। **কংস-ঘাতিতদুর্গং ত্বাং বন্দে দুর্গোদিতোদ্ভবং ।**
কংসবিস্মাপকং তাত-মাতৃবন্ধ-বিমোচকম্ ॥

৬১। **সভয়-স্মৃতি-সংশুদ্ধচিত্ত-কংস-বিবেকদং।**
কংসাত্মজ্ঞান-সংশ্লাঘি-পিতৃ-মাতৃ-ক্ষমাপ্রদম্ ॥

৬২। **দুর্মন্ত্রিগণ-বাগ্‌জাল-কংস-দুর্মান-বর্দ্ধনং।**
সদতিক্রম-দুর্মন্ত্র-ক্ষয়িতাসুর জীবিতম্ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(৬০) তোমার সম্বন্ধেই কংস দুর্গাকেও মারিবার জন্য আঘাত করিলে কংসহস্ত হইতে সমুৎপতিত হইয়া দুর্গা তোমার আবির্ভাব কথা কহিয়াছিলেন। পূর্বশ্রুতা আকাশবাণীও কিরূপে মিথ্যা হইল—এই ভাবনায় কংসকে তুমি বিস্ময়ান্বিত করিয়াছ এবং তৎপরে বসুদেব ও দেবকীদেবীর বন্ধন বিমোচনের কারণ হইয়াছ।

(৬১) ভয়ের সহিত নিজ শিশুহত্যারূপ অকর্মসমূহের স্মরণে শুদ্ধচিত্ত কংসের চিত্তে তুমি আবার বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানও দান করিয়াছ। কংসের আত্মজ্ঞানের সম্যক্ প্রশংসাকারী নিজ মাতাপিতা দেবকী বসুদেবের সহিষ্ণুতাপ্রদও তুমি।

(৬২) কিন্তু দুষ্টমন্ত্রিগণের বাক্যজালে আবার কংসের দুর্মতিও বৃদ্ধি করিয়াছ। তাহাতে মহদতিক্রমরূপ অসৎ পরামর্শের ফলে অসুর সকলের আয়ুঃক্ষয়ও করিয়াছ। হে তথাবিধ কৃষ্ণ! তোমাকে বন্দনা করি। [ষোড়শ নমস্কার]

—০—

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

৬৩। **অদত্ত-পূর্ব-স্বপদাব্জ-সৌহৃদ,-প্রদান-দীক্ষোচিতদেশসঙ্গত।**
স্বসেবক-ব্রহ্মসুখাধিকোৎসব, প্রেমাকর ক্রীড়নকৃন্নমোঽস্তু তে ॥

৬৪। **নন্দনন্দন-সঞ্জাত-জাতকর্ম্ম-মহোৎসব।**
নানাদানৌঘকৃত্তাত শ্রীমদ্‌গোকুলমঙ্গল ॥

৬৫। **কৃতালঙ্কার-গোপাল-গোপীগণ-কৃতোৎসব।**
গোপীপ্রেমমুদাশীর্ভাক্ ব্রজগোরসকৃন্মহ ॥

---

(৬৩) এক্ষণে গোকুললীলা বর্ণনা করিতেছেন—পূর্ব্বেই বসুদেব কর্তৃক বাহিত হইয়া যে স্থানে নিজ পাদপদ্ম প্রদান করিয়াছ এবং যে স্থলের সুখাবধি দান করিবার জন্য স্বয়ং দীক্ষা বা ব্রতগ্রহণ করিয়াছ—সেই লীলাপযোগী গোকুলে তুমি সম্যক্ অবস্থান করিতেছ। নিজ সেবকগণকে ব্রহ্মানন্দ হইতেও সমধিক উৎসবদায়ক প্রেম সম্যক্ দানকারী লীলাবিনোদী তুমি তোমাকে নমস্কার।

(৬৪) হে নন্দপুত্রে! (শ্রীবসুদেব গৃহে ভগবান একাই আবির্ভূত হইয়াছেন, আর নন্দগৃহে স্বয়ং ও মায়া আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব মায়ার পরিবর্ত্তে নিজ পুত্রকে শয্যায় রাখিলে তখন বসুদেব পুত্র নন্দপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন—ইহাই বৈষ্ণবতোষণীর সিদ্ধান্ত) তখন শ্রীনন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা তোমার জাত কর্মাদি মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। তোমার পিতা ধেনুতিলাদ্রি প্রভৃতি নানা দানকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। শোভা সমৃদ্ধিশীল গোকুলের তুমিই মঙ্গল।

(৬৫) মহামুল্য বস্ত্র আভরণ কঞ্চুক, উষ্ণীষ দ্বারা ভূষিত হইয়া গোপগণ এবং বসন ভূষণ অঞ্জনাদি দ্বারা ভূষিত-দেহ গোপীগণের নন্দালয়ে গমনোৎসব

**৬৬। নন্দব্রজজনানন্দিন্ নন্দসন্মানিত ব্রজ।
দত্তব্রজমহাভূতে শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় ॥**

**৬৭। প্রাপ্তপুত্রমহারত্ন-রক্ষাব্যাকুল-তাত হে।
করদানার্থ-মথুরাগতনন্দগৃহাবিত ॥**

**৬৮। বসুদেব-শুভপ্রশ্ন-সমানন্দিত-নন্দ মে।
প্রসীদ নন্দসদ্বাক্য-বসুদেবাতিনন্দক ॥ ১৭ ॥**

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

সাধনকারী তুমি। গোপীগণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তোমাকে 'চিরজীবি হও' এই আর্শীবাদ করিলেন। ব্রজের দধি, ঘৃত, নবনীতাদি দ্বারা তোমার চিন্ময় দেহ ব্যাপ্ত হইল।

(৬৬) বিচিত্র বাদ্যে, দধি ঘৃত-ক্ষীর-জলাদির সিঞ্চনে এবং নবনীত ক্ষেপণে নন্দ-ব্রজজনগণের প্রচুরতর আনন্দদায়ক তুমি! শ্রীনন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক বসন, ভূষণ ও গো-ধনাদির সম্প্রদানে সূত, মাগধ, বন্দী প্রভৃতিকে সম্মানিত করিয়াছ। তখন তুমি ব্রজমণ্ডলকে সর্বসমৃদ্ধির ক্রীড়াস্থল করিয়াছ। তুমি যশোদার স্তন্যপায়ী।

(৬৭) নন্দ মহারাজ পুত্ররূপ মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্ষা বিধানে (লালনপালনে) অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। কংসের করদান জন্য শ্রীনন্দ মহারাজ মথুরায় যাত্রাকালে তত্রত্য গোপগণের হস্তেই তোমার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

(৬৮) তোমার সম্বন্ধে বসুদেবের শুভপ্রশ্নে নন্দ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। আবার শ্রীনন্দ মহারাজের মুখে সান্ত্বনাবাক্যে বসুদেবকেও তুমি বিপুল আনন্দ দান করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। [সপ্তদশ নমস্কার]

—০—

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

**৬৯। বসুদেবোদিতোৎপাত-শঙ্কানন্দ-শুভাশ্রিত।
ব্রজমোহন-সদ্বেষ-বিষস্তন-বকীক্ষিত ॥**

**৭০। লজ্জামীলিতনেত্রাব্জ পূতনাঙ্কাধিরোপিত।
বকীপ্রাণপয়ঃপায়িন্ পূতনাস্তনপীড়ন ॥**

**৭১। পূতনাক্রোশজনক পূতনা-প্রাণশোষণ।
ষট্‌ক্রোশী-ব্যাপিভীদায়ি-পূতনা-দেহপাতন ॥**

---

(৬৯) 'এস্থলে বেশীদিন থাকা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু গোকুলে উৎপাত হইতেছে'—বসুদেবের এই কথায় উৎপাত হইবার আশঙ্কা সূচিত হইলে শ্রীনন্দ মহারাজ তোমাকেই ব্রজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মনোজ্ঞ হাস্য, কটাক্ষ বিক্ষেপাদি দ্বারা ব্রজজনগণের মনোমোহন এবং কেশ বন্ধনে মল্লিকাদি সংস্বক্ত থাকায় সদ্বেষা অথচ তীব্র বিষযুক্ত স্তন-বিশিষ্টা বকী পূতনা কর্ত্তৃক তুমি দৃষ্ট হইয়াছিলে।

(৭০) তুমি তখন লজ্জায় নয়নপদ্ম নিমীলিত করিয়া পূতনার ক্রোড়দেশে আরোহণ করিয়াছিলে। বকী পূতনার প্রাণের সহিত স্তন পান করিয়াছ এবং তাহার স্তনদ্বয়কে করযুগলে গাঢ় নিপীড়ন করিয়াছ।

(৭১) তাহাতে পূতনা ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, বলিয়া চিৎকার করিতেছিল, তুমি কিন্তু পূতনার প্রাণই শোষণ করিয়াছ। তখন ছয় ক্রোশ ব্যাপিয়া ভয়প্রদ সেই পূতনার দেহখানিকে নিপাত করিয়াছ।

৭২। নানারক্ষাবিধানজ্ঞ-গোপস্ত্রী-কৃতরক্ষণ।
বিন্যস্তরক্ষাগোধূলে গোমূত্র-শকৃদাপ্লুত ॥
৭৩। গোপিকা-বিহিতাজাদি-বীজন্যাসাভিমন্ত্রিত।
দহ্যমান-বকীদেহ-সৌরভ্যব্যাপিত-ক্ষিতে ॥
৭৪। পূতনামোচন দ্বেষ্টৃ-রাক্ষসীসদ্‌গতিপ্রদ।
নন্দাঘ্রাতশিরোমধ্য জয় বিস্মাপিতব্রজ ॥ ১৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(৭২) তৎপরে নানাবিধ রক্ষা বন্ধনে অভিজ্ঞা গোপীগণ গোপুচ্ছ ভ্রমণাদি দ্বারা তোমার রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন। গোরজঃ দ্বারা রক্ষা বন্ধন করা হইলে গোমূত্র ও গোময় দ্বারা তোমার দেহ ব্যাপ্ত করা হইল।

(৭৩) গোপীকাগণ বীজন্যাসাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বিবিধ রক্ষা বন্ধন করিলেন। বকীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলে তখন তাহার সৌরভে বসুন্ধরা সুগন্ধিত হইয়াছিল।

(৭৪) হে পূতনামোচনকারিন্! হে জিঘাংসু রাক্ষসীরও সদ্‌গতিদায়ক! নন্দ মহারাজ তোমার শিরোমধ্য আঘ্রাণ করিলেন, তুমি এবম্বিধ লীলা দ্বারা সমগ্র ব্রজধামকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছ। তোমার জয় হউক। [অষ্টাদশ নমস্কার]

—০—

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

৭৫। ঔত্থানিকোৎসবাম্বাভিষিক্ত সঞ্জাতনিদ্রদৃক্।
মহোচ্চশকটাধঃস্থ-বালপর্য্যঙ্ক-শায়িত ॥
৭৬। অঞ্জনস্নিগ্ধনয়ন পর্য্যায়াঙ্কুরিত-স্মিত।
লীলাক্ষ-তরলালোক মুখার্পিত-পদাঙ্গুলে ॥
৭৭। জয়োৎসব-ক্রিয়াসক্ত-ধাত্রীস্তন্যার্থরোদন।
উৎক্ষিপ্তচরণাম্ভোজ হেঽনো-বিপরিবর্ত্তক ॥
৭৮। ব্রজানির্ণেয়চরিত শকটাসুরভঞ্জন।
দ্বিজোদিত-স্বস্ত্যয়ন মন্ত্রপূত-জলাপ্লুত ॥ ১৯ ॥

---

(৭৫) [তিনমাস বয়ঃক্রম হইলে] উত্তানশায়ী বালকের অঙ্গ পরিবর্ত্তনের সময়ে করণীয় উৎসবে মা যশোদা কর্ত্তৃক তুমি অভিষিক্ত হইয়াছ। তখন তোমার নিদ্রাবেশে নয়ন-যুগল মুদ্রিত প্রায় হইয়াছিল। মা যশোদা দেবী তোমাকে মহা উচ্চ খট্টার নীচে বাল-পালঙ্কে শয়ন করাইলেন।

(৭৬) কজ্জল দ্বারা তোমার নয়ন-যুগল স্নিগ্ধ হইয়াছে এবং সময় সময় তোমার শ্রীমুখকমলে মধুর হাস্য দেখা যাইতেছে। তুমি বাল্যলীলা মাধুরীতে নিমগ্ন হইয়া দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করিতেছ এবং তোমার মুখে নিজ চরণের অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছ।

(৭৭) জয়োৎসব ক্রিয়ায় নিমগ্ন জননীর স্তন্যপানের জন্য তুমি রোদন করিতেছিলে এবং চরণযুগল উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। অহো! তাহাতেই সেই শকটখানি উল্‌টাইয়া গেল।

(৭৮) ব্রজবাসীগণ এই ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, অথচ তুমি শকটাসুরকে বিনাশ করিলে। তখন ব্রাহ্মণগণ তোমার নিত্য কল্যাণের

৭৯। যশোদোৎসঙ্গপর্য্যঙ্কং লীলাবিস্কৃত-গৌরবম্।
মাতৃ-বিস্ময়কর্ত্তারং তৃণাবর্ত্তাপবাহিতম্ ॥

৮০। জননী-মার্গিতগতিং তৃণাবর্ত্তাতিদুর্বহম্।
গলগ্রহণনিশ্চেষ্ট-তৃণাবর্ত্ত-নিপাতনম্ ॥

৮১। তৃণীকৃততৃণাবর্ত্তং রুদদ্‌গোপাঙ্গনেক্ষিতম্।
গোপীধাত্রার্পিতং বন্দে ত্বাং ব্রজানন্দদায়কম্ ॥ ২০ ॥

জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতেছিলেন এবং মন্ত্রপূত জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করান হইয়াছিল। [উনবিংশ নমস্কার]

(৭৯) তুমি যশোদার ক্রোড়দেশ-রূপ পালঙ্কে লালিত পালিত হইতেছিলে—এমন সময় লীলাক্রমে তোমার দেহ গুরুতর হইল। হঠাৎ কেন এত ভার হইল এই ভাবিয়া মা যশোদা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তুমি তৃণাবর্ত অসুর কর্ত্তৃক আকাশে উত্তোলিত হইয়াছিলে।

(৮০) মা যশোদা তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার গতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তোমার দেহ তৃণাবর্ত্ত বহন করিতে পারিল না। তুমি তাহার গলদেশ এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিলে যাহাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্ত্তাসুর ধরাশায়ী হইল।

(৮১) তুমি তৃণাবর্ত্তকে তৃণবৎ বিনাশ করিয়াছ। রোদন পরায়ণা গোপীগণ তোমাকে তৃণাবর্ত্তের সহিত ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিলেন। গোপীগণ তোমাকে লইয়া মা যশোদার কোলে অর্পণ করিলেন। হে ব্রজের আনন্দদায়ক কৃষ্ণচন্দ্র! তোমাকে বন্দনা করি। [বিংশ নমস্কার]

৮২। যশোদাস্তন্যমুদিত যশোদামুখ-বীক্ষক।
যশোদানন্দনাহং তে যশোদালালিতাব মাম্ ॥

৮৩। জননীচুম্ব্যমানাস্যমধ্য-দর্শিতবিশ্ব মে।
প্রসীদ পরমাশ্চর্য্য-দর্শিন্ বিস্মিতমাতৃক ॥

৮৪। পূতনাদিবধালোকি-মাতৃশঙ্কাশতপ্রদ।
স্বভাব-বিবিধাশ্চর্য্যময়তা-তন্নিরাসক ॥ ২১ ॥

ইতি দশমস্কন্দে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

---

(৮২) তুমি যশোদার স্তন্যপানে আনন্দিত হইয়া তাঁহার মুখকমল দর্শন কর। হে যশোদানন্দন! হে যশোদালালিত! আমাকে রক্ষা কর।

(৮৩) মা যশোদা তোমার মুখচুম্বন করিতে থাকিলে তুমি তন্মধ্যে বিশ্বদর্শন করাইয়াছ। তাহাতে পরমাশ্চ্যকর স্থাবর-জঙ্গমাদি দেখাইয়াছ। হে কৃষ্ণচন্দ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

(৮৪) পূতনাদি অসুরগণের বধ দর্শন করাইয়া যশোদাদেবীর মনে শত শত আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছ, অথচ স্বভাবসিদ্ধ নানা চমৎকার-কারিতা দ্বারা সেই শঙ্কাসকলও বিদূরিত করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার। [একবিংশ নমস্কার]

—০—

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

৮৫। গর্গবাক্‌চাতুরী-হৃষ্ট-নন্দনীতরহঃস্থলম্।
প্রশস্তনামকরণং গর্গসূচিতবৈভবম্ ॥

৮৬। সাধুরক্ষাকরং দুষ্টমারকং ভক্তবৎসলম্।
মহানারায়ণং বন্দে নন্দানন্দ-বিবর্দ্ধনম্ ॥ ২২ ॥

৮৭। জয় রিঙ্গণলীলাঢ্য জানুচংক্রমণোৎসুক।
ঘৃষ্টজানুকরদ্বন্দ্ব মৌগ্ধ্যলীলামনোহর ॥

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম-সূচক কথা দেবকীকন্যার মুখে শুনিয়া দেবকীদেবীর অষ্টমগর্ভে কখনও কন্যা হইতে পারেনা—ইহাই কংস নিত্য চিন্তা করিত—কিন্তু সামান্যতঃ ইহা বুঝিয়াছিল যে 'তিনি কোথাও আছেন'! তখন তোমাদের দুইজনের সখ্য চিন্তা করিয়া যদি নন্দের গৃহেই বিরাজমান থাকেন, এই প্রকার সম্ভাবনা করতঃ পরে আবার আমার দ্বারা সংস্কার হইয়াছে এই কথা জানিয়া আশঙ্কাযুক্ত হইয়া যদি তোমার পুত্রের হত্যা করিতে আসে, তবে আমাদের মহানর্থই হইবে—]

(৮৫) আচার্য্য গর্গের এবম্বিধ বাক্যচাতুরী শুনিয়া শ্রীনন্দ মহারাজ হৃষ্টচিত্তে তোমাকে রহঃস্থলে লইয়া নিয়াছিলেন। গর্গাচার্য্য 'শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেব' প্রভৃতি প্রশস্ত নামে তোমার নামকরণ করিলেন এবং তোমার বৈভবের সূচনা করিলেন।

(৮৬) হে সাধুরক্ষক! হে দুষ্টমারক! হে ভক্তবৎসল! নন্দের আনন্দবিবর্দ্ধন মহানারায়ণ! তোমাকে বন্দনা করি। [দ্বাবিংশ নমস্কার]

(৮৭) হে রিঙ্গণ [হামাগুড়ি] লীলাবিনোদন্! তোমার জয় হউক অর্থাৎ মনোহর বাল্যলীলা আবিস্কার করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। তুমি জানুগতি চলিতে উৎসুক হইয়াছ। তোমার জানুদ্বয় ও করযুগল ঘৃষ্ট হইয়াছে। মুগ্ধ

৮৮। কিঙ্কিনীনাদসংহৃষ্ট ব্রজকর্দ্দমবিভ্রম।
ব্যালম্বিচুলিকারত্ন-গ্রীবাব্যাঘ্রনখোজ্জ্বল ॥

৮৯। পঙ্কানুলেপরুচির মাংসলোরুকটিতট।
স্বমুখপ্রতিবিম্বার্থিন্ প্রতিবিম্বানুকারক ॥

৯০। অব্যক্তবল্গু-বাগবৃত্তে স্মিতলক্ষ্য রদোদ্‌গম।
ধাত্রীকর-সমালম্বিন্ প্রস্খলচ্চিত্রচংক্রম ॥ ২৩ ॥

৯১। জয়াঙ্গনাগণ-প্রেক্ষ্য-বাল্যলীলানুকারক।
আবিস্কৃতাল্পসামর্থ্য পাদবিক্ষেপসুন্দর ॥

(অজ্ঞ) ও মহাভীত জনের ন্যায় লীলা প্রকটনে তোমার মাতৃমন্দিরে গমন মনোরম হইয়াছে।

(৮৮) তুমি কিঙ্কিণির নিনাদে পরমানন্দিত হইয়া ব্রজের কর্দমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছ। তোমার লম্বমান চূড়ায় নিহিত রত্নে এবং গ্রীবাদেশে ব্যাঘ্রনখে তুমি উজ্জ্বল হইয়াছ।

(৮৯) তোমার অঙ্গে ব্রজকর্দ্দম চন্দনবৎ লিপ্ত হওয়ায় তুমি মনোমুগ্ধকর হইয়াছ। তোমার উরু ও কটিদেশ এক্ষণে মাংসল (স্থূল) হইয়াছে। নিজমুখ প্রতিবিম্ব ধরিতে বা তৎক্রিয়া করিতে তুমি ইচ্ছা করিয়া প্রতিবিম্বের অনুকরণ করিয়া থাক।

(৯০) তৎপরে তোমার অব্যক্ত মধুর বাক্‌প্রবৃত্তি হইল, তোমার হাস্যকালে মা যশোদা দেখিলেন যে তোমার দন্তোদ্‌গম হইতেছে। জননীর হস্ত ধারণে পুনঃ পুনঃ স্খলিতপদ হইয়াও বিচিত্র চলনচেষ্টা করিতেছ। [ত্রয়োবিংশ নমস্কার]

(৯১) তৎপরে তুমি অঙ্গনাগণ-দর্শনীয় বাল্যলীলার অনুকরণ করিয়াছ—অল্প অল্প সামর্থ্য প্রকট করিয়া পদবিক্ষেপে তুমি সুন্দর হইয়াছ।

৯২। বৎসপুচ্ছ-সমাকৃষ্ট বৎসপুচ্ছ-বিকর্ষণ।
বিস্মারিতান্যব্যাপার-গোপগোপী-প্রমোদন ॥

৯৩। গৃহকৃত্য-সমাসক্ত-মাতৃবৈয়গ্রকারক।
ব্রহ্মাদিকাম্য-লালিত্য জগদাশ্চর্য্য-শৈশব ॥ ২৪ ॥

৯৪। প্রসীদ বালগোপাল গোপীগণমুদাবহ।
অনুরূপ-বয়স্যাপ্ত চারুকৌমার-চাপল ॥

৯৫। অকাল-বৎস-নির্মোক্তৃব্রজব্যাক্রোশ-সুস্মিত।
নবনীত-মহাচোর বানরাহার-দায়ক ॥

---

(৯২) বৎসের পুচ্ছ গ্রহণ করিলে বৎসই তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল অথচ তুমি বৎস-পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণই করিতেছিলে! গোপগোপীগণ অন্যান্য গৃহকৃত্যাদি ব্যাপার ভুলিয়া তোমাতেই আনন্দ লাভ করিতেন।

(৯৩) গৃহকার্য্যে ব্যাপিত মাতার তুমি বড়ই চাঞ্চল্য-সম্পাদক। ব্রহ্মাদিও তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনের কামনা করিতেন। চতুর্দ্দশ ভুবনের বিস্ময়কারক তোমার শৌশব-লীলার মাধুর্য্য। তোমাকে নমস্কার। [চতুর্বিংশ নমস্কার]

(৯৪) হে বালগোপাল! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি গোপীগণের আনন্দজনক; অন্যরূপ বয়স্যগণ সহিত মনোহারী শৈশব-কালোচিত চপলতা প্রকাশ করিয়াছ।

(৯৫) তুমি অসময়ে বৎস মোচন করিয়াছ অথচ ব্রজবাসীগণের হাহাকারে বেশ মৃদু-মধুর হাস্য করিয়াছ। তুমি নবনীতের মহাচোর এবং বানরগণের আহার প্রদানকারী।

৯৬। পীঠোলূখলসোপান ক্ষীরভাণ্ডবিভেদক।
শিক্যভাণ্ড-সমাকর্ষিন্ ধ্বান্তাগার-প্রবেশকৃৎ ॥ ২৫ ॥

৯৭। স্বাঙ্গরত্ন-প্রদীপাঢ্য গোপীধার্ষ্ট্যাতিবাদক।
গোপীব্রাতোক্তিভী-ভ্রাম্যন্নেত্র মাতৃ-প্রহর্ষণ ॥ ২৬ ॥

৯৮। ভক্তোপালম্ভনানন্দ বাঞ্ছাভক্ষিতমৃত্তিক।
রামাদি-প্রোক্তমৃদ্বার্ত্ত হিতৈষ্যম্বাতিভর্ৎসিত ॥

---

(৯৬) হস্তে অগ্রাহ্য শিক্যভাণ্ড সমূহের জন্য তুমি পীঠ (আসন) ও উলুখলাদি দ্বারা সোপান রচনা করিয়াছ ঐ ভাণ্ডসমূহে তৃপ্তিকর কোনও বস্তু না পাইলে ঐ ভাণ্ডগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। উচ্চস্থানস্থ শিক্যভাণ্ডের নীচে ছিদ্র করিয়া তত্রত্য দ্রব্যের আকর্ষণ করিয়াছ। তুমি অন্ধকারময় গৃহেই প্রবেশ করিয়া ঐ চৌর্য্যবৃত্তি সাধন করিয়াছ।

(৯৭) তোমার শ্রীঅঙ্গস্থিত রত্নরাজিই তখন প্রদীপের কার্য্য করিত। গোপীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তুমি নিজধার্ষ্ট্য তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত করিতে অর্থাৎ 'হে গোপী! তুমি চোর, আমি ত গৃহস্বামী' এই কথা বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া থাক। গোপীগণের উক্তিসমূহে জাত (মাতার ওলাহন) ভয়ে তোমার নয়নযুগল ঘুরিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া তোমার জননীর অতি প্রসন্নতা হইত। [পঞ্চবিংশ নমস্কার]

(৯৮) তুমি ভক্তের মুখে তিরস্কার শুনিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ কর—যখন তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলে, তখন বলরামাদি বালকগণ তোমার মাতাকে মৃত্তিকা ভক্ষণের কথা নিবেদন করিল শুভাকাঙ্ক্ষী জননী তোমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন।

৯৯। কৃতক-ত্রাস-লোলাক্ষ মিত্রান্তর্গূঢ়বিগ্রহ।
বলাদিবচনাক্ষেপ্তর্জননী প্রত্যয়াবহ ॥
১০০। ব্যাত্তস্বল্পাননাব্জান্তর্মাতৃ দর্শিত-বিশ্ব হে।
যশোদা-বিদিতৈশ্বর্য্য জয় স্বাচ্ছন্দ্য-মোহন ॥
১০১। সবিত্রীস্নেহ-সংশ্লিষ্ট যশোদাস্নেহ-বর্দ্ধন।
স্বভক্ত-ব্রহ্ম-সন্দত্ত-ধরাদ্রোণ-বরার্থকৃৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

---

(৯৯) কৃত্রিম ত্রাসে তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল হইল। সখাগণের মধ্যে তুমি নিজেকে গোপন করিয়াছ; 'আমি মৃত্তিকা খাই নাই' বলিয়া বলরাম প্রভৃতির বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছ—'যদি তাহাই সত্য হয়, তবে আমার মুখ দেখ' বলিয়া তুমি জননীর বিশ্বাসও উৎপাদন করিয়াছ।

(১০০) তখন তুমি ক্ষুদ্রতম মুখকমল প্রসারিত করিয়াছ এবং তাহাতেই মাতাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছ। যশোদা তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি বিদিত হইয়াছেন, হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য তিরস্কারকারী মাধুর্য্যের জয় হউক। পুনরায় তোমার ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়া তাহাকে বিমোহিত করিয়াছ।

(১০১) মাতার বাৎসল্যোদয়ে তিনি তোমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তুমি যশোদার স্নেহ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছ। নিজভক্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধরা দ্রোণকে প্রদত্ত বরের বলে তুমি এই সব লীলা সম্পাদন করিয়াছ। তোমার জয় হউক। [ষড়বিংশ নমস্কার]

—০—

নবমোঽধ্যায়ঃ

১০২। দধিনির্মন্থনারম্ভি-সবিত্রী-স্তন্যলোলুপ।
জননী-গীতচরিত দধিমন্থন-দণ্ডধৃক্ ॥
১০৩। মাতৃস্তন্যামৃতাতৃপ্ত ক্ষীরোত্তারগতাম্বিক।
মৃষা-কোপ-প্রকম্পৌষ্ঠ দধিভাজনভঞ্জন ॥
১০৪। শিক্য-হৈয়ঙ্গব-স্তেন নবনীত-মহাশন।
হৈয়ঙ্গবীন-রসিক নবনীতাবকীর্ণক ॥
১০৫। নবনীতবিলিপ্তাঙ্গ কিঙ্কিণী-ক্বণসূচিত।
নবনীত মহাদাতমৃষাশ্রো চৌর্য্যশঙ্কিত ॥

---

(১০২) দধি নির্ম্মন্থনে নিযুক্তা জননীর স্তন্যপানে তুমি একদিন অতিশয় লুব্ধ হইয়াছ, জননী তোমার চরিতাবলী গান করিতেছিলেন—তুমি বালক সুলভ-চাপল্যে মন্থনদণ্ড ধরিয়াছ।

(১০৩) মাতা তখন স্তন্যদান করিলেও তুমি তৃপ্ত হইতে পার নাই—এমন সময় মাতা চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া দুগ্ধ উত্তারণ করিবার জন্য গমন করিলেন। তখন মিথ্যা ক্রোধে তোমার ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল। তুমি দধিপাত্রটি ভাঙ্গিয়াছ।

(১০৪) শিক্যস্থিত হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্য উৎপন্ন নবনীতাদি চুরি করিয়া ভক্ষণ করিয়াছ, যেহেতু তুমি নবনীত ভক্ষণ করিতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ কর—তুমি হৈয়ঙ্গবীন-রসিক অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে নবনীত বিকীরণ কর।

(১০৫) নবনীত দ্বারা নিজাঙ্গ লেপন করিয়াছ, তোমার সুমধুর কিঙ্কিনীর রবে মাতা যশোমতি জানিলেন তুমি কোথায় আছ। বানরাদিকেও তুমি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছ। তখন কপট অশ্রুত্যাগ করিতেছিলে, চৌর্য্যের ভয়ে শঙ্কিতও হইয়াছ।

**১০৬। মাতৃভী-ধাবনপর গোষ্ঠাঙ্গন-বিনোদন।
জননী শ্রম-বিজ্ঞাতর্দামোদর নমোঽস্তু তে ॥**

**১০৭। দামাকল্প-চলাপাঙ্গ গাঢ়োলূখল-বন্ধন।
যশোদা-বৎসলানন্ত দামবন্ধ-নিয়ন্ত্রিত ॥ ২৭ ॥**

ইতি দশমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

(১০৬) মাতৃভয়ে তুমি ধাবিত হইয়াছ, গোষ্ঠাঙ্গনে তুমি ইতস্তত গমনাগমন করিয়াছ। পুনঃ পুনঃ তোমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে প্রযত্নবতী মা যশোদার পরিশ্রম তুমি বিশেষভাবে অবগত হইয়া কৃপাপূর্বক দামবন্ধন অঙ্গীকার করিয়া 'দামোদর' নাম ধারণ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার।

(১০৭) তখন দামই তোমার ভূষণ হইয়াছিল। নয়নপ্রান্তদ্বয় চঞ্চল হইয়াছিল এবং তুমি উলূখলে গাঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছ। তুমি যশোদাকে বাৎসল্য রস প্রদান করিয়াছ অর্থাৎ যশোদানন্দন; তুমি অনন্ত হইয়াও অদ্য দামবন্ধনে আবদ্ধ বা বশীভূত হইয়াছ। তোমাকে নমস্কার করি। [সপ্তবিংশ নমস্কার]

—০—

দশমোঽধ্যায়ঃ

**১০৮। দৃষ্টার্জ্জুনতরুদ্বন্দ্ব কুবেরসুতশাপভিৎ।
অপরাধি-সমুদ্ধারদয়া-নারদ-গীতবিৎ ॥**

**১০৯। অকিঞ্চন-জনপ্রাপ্য শ্রীমদান্ধাদ্যগোচর।
আকৃষ্টোলূখলালান জয় শ্রীনারদপ্রিয় ॥**

**১১০। কৃতদেবর্ষিগীতার্থ-যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন।
ধনদাত্মজ-সৎস্তোত্রস্তুত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ॥**

**১১১। জীবদুর্জ্ঞেয়মহিমন্ সদা ভক্তৈক চিত্তভাক্।
অসাধারণ লীলোহ্য বিশ্বমঙ্গলমঙ্গল ॥**

(১০৮) তুমি অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের অভিশাপ মোচন করিয়াছ। তাহারা পূর্বজন্মে নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের পুত্র ছিল। যেহেতু অপরাধী ঐ দুইজনের সমুদ্ধারের জন্য দয়া প্রযুক্ত নারদের পূর্বকথিত বাক্যও তোমার বিদিত ছিল।

(১০৯) তুমি অকিঞ্চনগণেরই প্রাপ্য; ধনাদি মদগর্বিত জনগণের অগোচর তুমি, হে নারদপ্রিয়! তুমি তখন উলূখলের রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিলে; তোমার জয় হউক।

(১১০) দেবর্ষি নারদের বাক্য রক্ষার জন্য তুমি যমুলার্জ্জুন বৃক্ষ নিপাত করিয়াছ, তখন ঐ কুবের পুত্রদ্বয় অত্যুত্তম স্তব দ্বারা স্তুতি করিয়াছিল। হে সর্বেশ্বরেশ্বর!

(১১১) জীবগণ তোমার অতুলনীয় মহিমা বুঝিতে পারে না, তুমি সর্বদা ভক্তগণেরই চিত্ত বিনোদন করিয়া থাক। অসমোর্দ্ধ্ব লীলাবলী দ্বারা তোমার সম্বন্ধে নানাবিধ বিতর্ক হইয়া থাকে। তুমি সর্ব মঙ্গলের মঙ্গল।

১১২। স্বদাস-দাসতাপ্রীত ভক্ত-ভক্তাতিবৎসল।
গুহ্যকার্থিত-সর্ব্বাঙ্গ হৃষীক ভজনামৃত ॥

১১৩। শিবমিত্রসুত-স্তোত্র-সন্তোষামৃতবর্ষিবাক্।
স্বভক্তবীক্ষামাহাত্ম্য-বাদিন্ প্রেমবরপ্রদ ॥ ২৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(১১২) নিজ দাসের দাস্য করিতে তুমি অধিক প্রীতি লাভ কর, তুমি তোমার ভক্তের প্রতি অত্যন্ত বৎসল, গুহ্যকদ্বয় তোমার নিকটে সর্বাঙ্গ ও সর্বেন্দ্রিয়ের ভজনামৃত প্রার্থনা করিয়াছে।

(১১৩) তুমি কুবের পুত্রদ্বয়ের স্তোত্র শুনিয়া সন্তোষামৃত-বর্ষিণী বাণী উচ্চারণ করিয়াছ। স্বভক্ত দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতঃ তুমি তাহাদিগকে প্রেমবরই প্রদান করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। [অষ্টাবিংশ নমস্কার]

—০—

একাদশোঽধ্যায়ঃ

১১৪। গোপবিস্মাপনক্রীড় বাল-সংকথিতেহিত।
সম্ভ্রান্তনন্দ-সন্দৃষ্ট স্মিতাভিন্নৌষ্ঠসম্পুট ॥

১১৫। পতিতার্জ্জুনমধ্যস্থ মহোলূখল-কর্ষক।
গো-পাশালি-লসন্মধ্য নন্দমোচিতবন্ধন ॥

১১৬। স্বভক্ত-বশ্যতা-দর্শিন্ বল্লবী-স্তোভ-নর্ত্তিত।
বালকোদগীতি-নিরত বাহুক্ষেপমনোরম ॥

---

(১১৪) যমুলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের হঠাৎ পতনাদির শ্রবণদর্শনে গোপগণের বিস্ময় উৎপাদনকারী তোমার অদ্ভুত লীলা। বালকগণ কর্ত্তৃক সর্ববৃত্তান্ত কথিত হইয়াছিল—(এই কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্রভাবে আপতিত উলূখল আকর্ষণ করিতে করিতে বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছে ইত্যাদি)। তখন সসম্ভ্রমে নন্দমহারাজ দেখিলেন যে তুমি উলূখল আকর্ষণ করিতেছ। মৃদুমধুর হাসিতে ওষ্ঠ বিকশিত হইতেছিল।

(১১৫) তুমি পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যেই অবস্থান করিয়া মহাউলূখল আকর্ষণ করিতেছিলে। গো বন্ধন রজ্জু দ্বারা তোমার মধ্যদেশ শোভা পাইতেছিল। শ্রীনন্দমহারাজ স্নেহভরে তোমার সেই বন্ধন মোচন করিলেন।

(১১৬) তুমি নিজের ভক্তবাৎসল্য গুণ প্রকট করিয়াছ। গোপীগণের করতালাদি দ্বারা প্রোৎসাহ পাইলেই তুমি নৃত্য করিতে থাক। বালকগণের সহিত তুমি উচ্চ কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাক। ইতস্ততঃ বাহুক্ষেপে তুমি মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক।

১১৭। গোপ্যাজ্ঞাধৃত-পীঠাদে নবনীতার্থনা-পটো।
ব্রজমোহকর-ক্রীড়া-সুধাসিন্ধো নমোঽস্তু তে ॥
১১৮। উপানন্দাহিতপ্রীতে বৃন্দাবন-রসোৎসুক।
প্রস্থান-শকটারূঢ় গোপিকা-গীতচেষ্টিত ॥
১১৯। হৃদ্য-বৃন্দাবনবাস শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রহে।
বৃন্দাবন-প্রিয় শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বিভূষণ ॥
১২০। ব্যাঘ্রাদি-হিংস্র-সহজ-বৈরহর্ত্তঃ প্রসীদ মে।
শ্রীগোবর্দ্ধন-কালিন্দী- পুলিনালোক-হর্ষিত ॥ ৩০ ॥

---

(১১৭) গোপীগণের আজ্ঞানুসারে আসন প্রভৃতি ধারণ কর, নবনীত ভিক্ষা করিতে তুমি পটু, ব্রজবাসীগণের মনোমোহন লীলামৃতের তুমি সিন্ধু; তোমাকে নমস্কার। [ঊনত্রিংশ নমস্কার]

(১১৮) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন গমনাভিপ্রায় জানিয়া তদ্ বিষয়ে মন্ত্রণাদানে উপনন্দ তোমার সম্যক্ প্রীতিকর কার্য্যই করিয়াছেন, যেহেতু তুমি তখন বৃন্দাবন রসাস্বাদনে সমুৎসুক হইয়াছিলে। ঐ পরামর্শানুসারে বৃন্দাবনোদ্দেশ্যে তুমি শকট আরূঢ় হইয়াছিলে; গোপীকাগণ তোমার লীলাবলীর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

(১১৯) বৃন্দাবনের আবাসই তোমার প্রীতিপদ, হে বৃন্দাবনচন্দ্র! হে বৃন্দাবনপ্রিয়! হে বৃন্দাবনের অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণ!

(১২০) তুমি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদের স্বাভাবিক শত্রুতাও নাশ করিয়াছ। আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। তুমি শ্রীগোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন ও বৃন্দাবনাদির দর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছ। [ত্রিংশ নমস্কার]

১২১। ব্রজানন্দকরক্রীড় মনোজ্ঞ-কলভাষণ।
বৎসপালন-সঞ্চারিন্ ব্রজাদূর ধরাচর ॥
১২২। রামাদি-বালকারাম নানাক্রীড়া-পরিচ্ছদ।
বংশীবাদন-সংসক্ত বেণুচিত্রস্বনাকর ॥
১২৩। মুরলীবদন শ্রীমত্রিভঙ্গি-মধুরাকৃতে।
ক্ষেপণী-ক্ষেপণ প্রীত কন্দুকক্রীড়নোৎসুক ॥
১২৪। বৃষবৎসানুকরণ বৃষধ্বনিবিড়ম্বন।
জয়ানোঽন্য-রণ প্রীত সর্বজন্তুরুতানুকৃৎ ॥ ৩১ ॥

---

(১২১) তোমার ক্রীড়া ব্রজজনের আনন্দপ্রদ। তোমার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি মনোহর। তুমি এক্ষণে বৎসপালনে ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কর। ব্রজের অদূরবর্ত্তী স্থানে তুমি গোচারণ কর।

(১২২) বলরাম প্রভৃতি গোপালগণের তুমি সম্যক প্রীতিদান কর। নানাবিধ খেলার উপযোগী তোমার পরিচ্ছদ। সুমধুর বংশীবাদনে তুমি সম্যক্ অনুরক্ত হইয়াছ, তুমি মধুর বেণু হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যকর শব্দ নিষ্কাশিত কর।

(১২৩) তোমার বদনকমলে মুরলী প্রায়শঃই বিরাজ করে— পরমলাবণ্যপূর্ণ ও ত্রিভঙ্গবিশিষ্ট তোমার আকৃতি অতি মনোরম। তুমি লোষ্ট্রাদি নিঃক্ষেপে বিল্ব, আম্র, আমলকী প্রভৃতি ফল পাড়িতে প্রীতি লাভ কর। তুমি কন্দুক ক্রীড়া করিতে উৎসুকচিত্ত।

(১২৪) কম্বলাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক বৃষবৎসাদির অনুকরণ কর এবং বৃষাদিবৎ শব্দও করিতে পার। পরস্পর যুদ্ধ করিতেও তুমি প্রীতি লাভ কর। সর্বপ্রাণীর শব্দও অনুকরণ করিতে পার। তোমাকে নমস্কার। [একত্রিংশ নমস্কার]

**১২৫। জয় বৎসাসুর-ধ্বংসিন্ কপিত্থ-ব্রাত-পাতন।
বাল-প্রশংসা-সংহৃষ্ট পুষ্পবর্ষ্যমরার্চিত ॥**
**১২৬। গোবৎস-পালনৈকাগ্র বালবৃন্দাদ্ভুতাবহ।
বিকালাগারগামিন্ মাং পাহি গোধূলি-ধূসর ॥**
**১২৭। সুমনোঽলঙ্কৃতশিরো গুঞ্জা-প্রালম্বনাবৃত।
পুষ্পকুণ্ডল বর্হস্রক্ পত্রবাদ্য-বিনোদক ॥**
**১২৮। মনোজ্ঞ-পল্লবোত্তংস বনমালা-বিভূষিত।
বন-ধাতু-বিচিত্রাঙ্গ-বর্হিবর্হাবতংসক ॥ ৩২ ॥**

(১২৫) হে বৎসরূপী **অসুরনাশন**! তোমার জয় হউক। বৎসাসুরের পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুল ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কপিত্থ বৃক্ষে প্রবেশ করাতে তুমি রাশি রাশি কপিত্থ ভূমিতলে নিপাতিত করিয়াছ। অসুরকে নিহত হইতে দেখিয়া বালকগণ তোমাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করায় তুমি সম্যক্ আনন্দিত হইয়াছ। তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া তোমার অর্চনাও করিয়াছেন।

(১২৬) তুমি গোবৎস পালনে একাগ্রচিত এবং গোপবালকগণের বিস্ময়জনক। বিকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তোমার শ্রীমূর্ত্তি ধূলায় ধূসরিত হয়। হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমাকে ঐ লীলাদি স্মরণ করাইয়া অনুগৃহীত কর।

(১২৭) তখন তোমার শিরোদেশ পুষ্পরাশি দ্বারা সুশোভিত হয়, গুঞ্জা-সমূহ-রচিত প্রালম্বে অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে সরলভাবে লম্বিত মাল্যে তোমার দেহ আচ্ছাদিত; পুষ্পদ্বারা তোমার কুণ্ডল ও পত্রে তোমার চূড়া রচিত হয়। পত্র নির্মিত বাদ্যে তুমি বিনোদ লাভ কর।

(১২৮) মনোজ্ঞ পল্লবে তোমার শিরোভূষণ রচিত হয়, তুমি বনমালায় বিভূষিত থাক। বনধাতু গৈরিকাদি দ্বারা তোমার অঙ্গ বিচিত্রিত হয় এবং ময়ূরপিচ্ছে তোমার চূড়া প্রস্তুত হইয়াছে। [দ্বাত্রিংশ নমস্কার]

**১২৯। প্রাতর্ভোজন-সংযুক্ত বৎসব্রাত-পুরসরঃ।
গিরিশৃঙ্গ-মহাকায়-বকাসুর-গতেক্ষণ ॥**
**১৩০। তীক্ষ্ণতুণ্ডবক-গ্রস্ত-মূর্চ্ছাবিষ্ট-সুহৃদ্গণ।
মহাবক-মুখাক্রীড় বকতালু প্রদাহক ॥**
**১৩১। জয় দুষ্টবকোদগীর্ণ বকচঞ্চু-বিদারণ।
বলাদি-বালকাশ্লিষ্ট পুষ্পবর্ষি-সুরেড়িত ॥ ৩৩ ॥**

ইতি দশমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

(১২৯) একদিন তুমি প্রাতর্ভোজ্যান্ন সহিত বৎস-সমূহের অগ্রদেশে গমন করিতেছিলে তখন পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় উত্তুঙ্গ মহাকায় বকাসুরকে দেখিয়াছিলে।

(১৩০) খরতর-বদন বকাসুর তোমাকে গ্রাস করিল। কাজেই সখাগণ সকলেই মূর্চ্ছিত হইল। তখন তুমি সেই মহাকায় বকাসুরের মুখকেই খেলাগৃহ করিয়া বকের তালু প্রদগ্ধ করিয়াছ।

(১৩১) অতএব দুষ্টবক তোমাকে উদ্গার করিলে তুমি বকের চঞ্চু বিদীর্ণ করিয়াছ, তৎপরে বলদেবাদি বালকগণ তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া তোমার স্তব করিয়াছিল। [ত্রয়োস্ত্রিংশ নমস্কার]

—০—

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

১৩২। প্রাতর্বন্যাশনাকাঙিক্ষন্ শৃঙ্গাকারিত-বৎসপ।
অসংখ্য-বৎস-সঞ্চারিনসংখ্যার্ভক-সঙ্গত ॥
১৩৩। শিক্যচৌর্য্যাদি-বিবিধ-বালক্রীড়াতিতোষিত।
স্বপাদস্পর্শন-ক্রীড়া-পটু-বালক-হর্ষিত ॥
১৩৪। বয়স্যাশক্য-সহন-ক্ষণমাত্রাবিলোকন।
শুকগীত-মহাভাগ্য-ব্রজবালক-বেষ্টিত ॥ ৩৪ ॥
১৩৫। দুর্বুদ্ধি সুপ্ত-পীনাহিতরথোৎপ্রেক্ষকানুগ।
দুশ্চেষ্টাঘাসুরাভিজ্ঞ মুগ্ধার্ভক-রিরিক্ষিযো ॥

---

(১৩২) প্রাতঃকালে বন্য-ভোজনের জন্য অভিলাষ করিয়া শৃঙ্গবাদনে গোপগণকে আহ্বান করিয়াছ। অসংখ্য বৎস সঞ্চারণ করিয়া অসংখ্য বালকের সহিত মিলিত হইয়া

(১৩৩) শিক্য-চৌর্য্যাদি বিবিধ বাল্য ক্রীড়ায় তুমি অতি প্রীত হইয়াছ। নিজ পাদস্পর্শরূপ ক্রীড়াবিশেষে সুনিপুণ বালকগণ কর্ত্তৃক আনন্দিত হইয়াছ।

(১৩৪) বয়স্যগণ ক্ষণকালের জন্যও তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিত না, শুকদেব কর্তৃক সংস্তুত মহাভাগ্যবান ব্রজবালকগণ-কর্তৃক তুমি পরিবেষ্টিত আছ। [চতুস্ত্রিংশ নমস্কার]

(১৩৫) ইঁহাদের সুখক্রীড়া দর্শনে অক্ষম অথবা 'কৃষ্ণ যেমন আমার সোদরগণকে নিহত করিয়াছেন, আমিও তেমনই বৎস গোপালাদি সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিব। এই প্রকার দুষ্ট বুদ্ধি কোনও সুপ্ত ও স্থূল সর্পের দর্শন করিয়া ইঁহার অনুগত পরিকরগণ মনে করিলেন যে ইহা বৃন্দাবনেরই কোনও শোভা বিশেষ হইবে। তুমি কিন্তু দুষ্টচেষ্ট অঘাসুরকে বিশেষভাবেই জানিয়াছ

১৩৬। কৃত্যচিন্তা-মহালীলা সর্পস্যান্তঃপ্রবেশকৃৎ।
অঘদানব-সংহর্ত্তর্বৎস-বৎসপ-জীবন ॥
১৩৭। অমরানন্দবিস্তারিন্ নিন্দ্যাদানব মুক্তিদ।
বিস্মাপিতাগত-ব্রহ্মন্নাশ্চর্য্যাব্ধে নমোঽস্তু তে ॥ ৩৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

কাজেই অজগর সর্পকে অন্য বুদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে তাহার মুখগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক গোপালগণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

(১৩৬) তখন বালকগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অজগরটি তোমার প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিয়া তুমি তৎকালে করণীয় বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাহার উদরে প্রবেশপূর্বক নিজদেহ বৃদ্ধি-রূপ লীলা বিস্তার করিয়াছ এবং তাহাতেই অঘাসুরকে বিনাশ করিয়া বৎস ও বৎসপালকগণের জীবন দান করিয়াছ।

(১৩৭) তাহাতে দেবগণের মহানন্দ বিস্তার করিয়াছ। এইসব লীলা দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত ব্রহ্মা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন। হে আশ্চর্য্য মহারস সমুদ্র। তোমাকে নমস্কার। [পঞ্চস্ত্রিংশ নমস্কার]

—০—

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

১৩৮। পৌগণ্ডাখ্যাত-কৌমার মহাশ্চর্য্য-চরিত্র হে।
পরীক্ষিচ্ছুকদেবাতি-বিমোহন কথামৃত ॥

১৩৯। স্তুতরম্য সরস্তীরাদৃত-শাদ্বলজেমন।
সরঃ-সুপুলিনাসীন বালমণ্ডল-মণ্ডিত ॥

১৪০। সখিশ্রেণ্যন্তরাস্থাতর্ব্রজার্ভক-সহাশন।
পীতবস্ত্রোদর ন্যস্তবেণো বন্যবিভূষণ ॥

১৪১। বামকক্ষান্তরন্যস্ত-শৃঙ্গবেত্র প্রসীদ মে।
বামপাণিস্থ-দধ্যন্ন কবলাশন-সুন্দর ॥

---

(১৩৮) পৌগণ্ড বয়সেই কৌমার কালোচিত বৃত্তান্ত বিষয়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ অঘাসুরাদি মোচনরূপ তোমার লীলার কৌমার কালে সংঘটিত হইলেও বালকগণ পৌগণ্ড বয়সেই বর্ণনা করিয়াছেন। তোমার চরিত্র মহাশ্চর্য্যজনকই বটে। তোমার অপূর্ব কথামৃত পরীক্ষিৎ ও শুকদেবের অতি মনোমুগ্ধকর।

(১৩৯) অতি মনোরম সরোবর তীরকে তুমি প্রশংসা করিয়া তত্রস্থ নবতৃণযুক্ত প্রদেশে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। অতএব তুমি সরোবরের সুন্দর পুলিনে বসিয়া বালকগণের মধ্যে সুশোভিত হইয়াছ।

(১৪০) সখাগণের মধ্যে তুমি অবস্থান করিয়া সেই ব্রজবালকগণের সহিত একত্র ভোজন করিতেছ; পীতবসন ও উদর মধ্যে বেণুটি সংস্থাপন করিয়াছ; বন্য বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়াছ।

(১৪১) বামকক্ষ মধ্যে শৃঙ্গ ও বেত্র রাখিয়া বামহস্তে দধি মিশ্রিত অন্ন লইয়া তুমি ঐ দধ্যন্ন ভোজনে পরম সুন্দর মোহন রূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

১৪২। অঙ্গুলি-সন্ধিবিন্যস্ত ফল বালালিচিত্তহৃৎ।
স্বনর্ম-হাস্যমানার্ভ-স্বর্গ্যাশ্চর্য্যকরাশন ॥ ৩৬ ॥

১৪৩। অদৃশ্য তর্ণকান্বেষিন্ বল্লবার্ভকভীতিহন্
অদৃষ্ট-বৎসপব্রাত বৎস-বৎসপ-মার্গণ ॥

১৪৪। বিদিত-ব্রহ্মচরিত বৎস-বৎসপ-রূপধৃক্।
বৎসপাল- হর-ব্রহ্ম-তত্তন্মাতৃমুদিচ্ছক ॥

১৪৫। যথাব্রজার্ভকাকার যথাবৎসপচেষ্টিত।
যথাবৎসক্রিয়ারূপ যথাস্থাননিবেশন ॥

---

(১৪২) অঙ্গুলির সন্ধি মধ্যে ফলগুলি লইয়া তুমি বালক সমূহের চিত্ত হরণ করিয়াছ, তোমার নর্মোক্তি শ্রবণে বালকগণ হাস্য করিয়াছে; তোমার এই রকম ভোজন লীলাও অতীব আশ্চর্য্যজনক। [ষট্‌ত্রিংশ নমস্কার]

(১৪৩) গোপালগণ ভোজন করিতে থাকিলে বৎসগণ তৃণলোভে দূরতর প্রদেশে বিচারণ করিতে গিয়াছিল তাহাতে বালকগণ ভীত হইতেছে দেখিয়া তুমি অদৃশ্য বৎসগণের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তাহাতে গোপালগণের ভয়নাশ করিয়াছ; এদিকে আবার (ঘুরিয়া আসিয়া) বৎসপালগণকেও আর দেখিতে না পাইয়া বৎস ও গোপালগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

(১৪৪) তখন তুমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎস ও তৎপালকগণের চৌর্য্যকর্ম্মের কথা জানিতে পারিয়া তুমি স্বয়ং বৎস ও তৎগোপালগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। যেহেতু বৎসহরণকারী ব্রহ্মার ও বালকগণের মাতাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

(১৪৫) প্রত্যেকটি ব্রজবালকের আকৃতি আনুযায়ী প্রতি বালকের আচরণের অনুকারী প্রতি গোবৎসের ক্রিয়া ও রূপ ধারণ করিয়া যথাস্থানে প্রবেশ করিয়াছ। [সপ্তত্রিংশ নমস্কার]।

১৪৬। গো-গোপী-স্তন্যপাহন্ত গোগোপী প্রীতিবর্দ্ধন।
বলরামোহিতোদন্ত পিতামহবিমোহন ॥
১৪৭। শুদ্ধসত্ত্বঘন-স্বীয়-বহুরূপ-প্রদর্শক।
অত্যাশ্চর্য্যেক্ষণাসক্ত-ব্রহ্ম-ব্যুত্থানকারক ॥
১৪৮। স্বান্তর্দৃষ্ট্যতিদীনাজ বহির্দৃষ্টি-সুখপ্রদ।
গোপার্ভবেশ রুচির সপাণিকবলাব মাম্ ॥
১৪৯। ব্যালীনসৃষ্টবৎসার্ভগণ ব্রহ্মত্রপাকর।
ব্রহ্মানন্দাশ্রু-ধৌতাঙ্ঘ্র দৃষ্টতত্ত্ববিধিস্তুত ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

(১৪৬) তুমি ব্রজের গাভী সমূহের ও গোপীগণের স্তন্যদুগ্ধপায়ীর অভিমান করিয়া তাহাদের সুগভীর প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছ। ব্রজের সর্বত্র প্রবল প্রেমবৃদ্ধি দর্শন করিয়া বলরাম তাহার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আর ব্রহ্মা আসিয়া সানুচর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পূর্বের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং নিজ কর্ত্তৃক অপহৃত গোবৎসগণ ও গোপালগণকে ঠিক সেই অবস্থাতেই বর্ত্তমান দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

(১৪৭) বিশুদ্ধ সত্ত্বঘন স্বীয় বহুরূপের প্রদর্শন করাইলে ব্রহ্মা ঐ অত্যাশ্চর্য্যকর রসময় মূর্ত্তিসমূহের দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাহাকে তুমি ব্যুত্থান অর্থাৎ প্রবোধন করাইয়াছ।

(১৪৮) তখন সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনান্তর ব্রহ্মা অতিদীন হইলে তাঁহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে বৃন্দাবনাদি দর্শন করাইয়া প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছ। তুমি গোপাল-বালকগণের বশীভূত রুচির ও তোমার হস্তে দধি ও অন্ন মিশ্রিত গ্রাস রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা কর।

(১৪৯) তুমি তৎকালে সৃষ্ট বৎস-বালকগণকে আবার নিজদেহেই সমাবেশ করিয়া ব্রহ্মাকে লজ্জা দিয়াছ। ব্রহ্মা তখন প্রেমানন্দ বারি সিঞ্চনে তোমার চরণযুগল বিধৌত করিয়া দিলেন। বিধি সব তত্ত্ব অবগত হইয়া পরে তোমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। [অষ্টাত্রিংশ নমস্কার]

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

১৫০। বিধিবাক্যামৃতাব্ধীন্দু-র্গোপবালকবেশ হে।
ব্রহ্মাবতারদিব্যাঙ্গাচিন্ত্যমাহাত্ম্যরূপভৃৎ ॥
১৫১। মৃষাজ্ঞানসমাস্পর্শি-ভক্ত্যেকসুখনির্জ্জিত।
শ্রেয়ঃ-সারাত্যুদাসীন-দুর্বুদ্ধিক্লেশ-শেষক ॥
১৫২। পূর্বপূর্ববিমুক্তৌঘাশ্রিত-ভক্তি-সুমার্গ হে।
নৈর্গুণ্যাধিক-দুর্জ্ঞেয়াশ্চর্য্যানন্ত-মহাগুণ ॥

(১৫০) তুমি ব্রহ্মার বাক্যাবলীরূপে অমৃত-সমুদ্রের চন্দ্রমা; হে গোপালকবেশী কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অসংখ্য দিব্য অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। তোমার স্বরূপ কিন্তু অচিন্ত্য-মাহাত্ম্য-মণ্ডিতই।

(১৫১) "মিথ্যাজ্ঞানের প্রয়াসবিহীন শুদ্ধপ্রেম ভক্তি দ্বারাই কেবল তোমাকে সম্যকরূপে জয় করা যায়।" পরম মঙ্গলের বিনির্য্যাস স্বরূপ প্রেমভক্তি মার্গে উদাসীন কেবল-জ্ঞান-পিপাসু দুর্বুদ্ধিগণের জন্য তুমি ক্লেশরূপ ফলই বিতরণ কর।

(১৫২) পূর্বতন বিমুক্ত যোগীগণও যোগমার্গে জ্ঞান না পাইয়া পশ্চাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষ্মণাত্মক প্রেমভক্তির আশ্রয়ে তোমাকে সুখে ও অনায়াসে প্রাপ্তির পথ অনুসন্ধান করিয়াছে। যদিও 'নির্গুণ ব্রহ্ম ও স্বগুণ ভগবান' তুমিই এবং 'ব্রহ্ম স্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপ' এই উভয় স্বরূপেই তোমার দুর্জ্ঞেয়ত্ব

১৫৩। কেবলাত্মকৃপাপাঙ্গ-বীক্ষপেক্ষক-মোচক।
নিবেদিতাপরাধাতিভীত পুত্রার্থিত-ক্ষম ॥
১৫৪। রোমকূপ-ভ্রমৎকোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।
প্রসূবদাগঃসহন জগন্মাতর্জগৎপিতঃ ॥
১৫৫। নাভ্যব্জ-জনিত ব্রহ্মনারায়ণ নিরাবৃতে।
স্বগর্ভাম্বাপ্রপঞ্চেক্ষা-তদসত্যত্বদর্শক ॥

সমান, তথাপি কোনও প্রেমভক্তি পরিপ্লাবিত নির্মল অন্তঃকরণে তোমার নির্গুণ স্বরূপের মহিমাজ্ঞান কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও কিন্তু তোমার স্বগুণ স্বরূপের অতুলনীয় মহিমা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ও অনন্ত মহাগুণগণ-মণ্ডিত বলিয়া সমধিক দুর্জ্ঞেয়।

(১৫৩) কেবলমাত্র তোমার কৃপাপ্রযুক্ত কটাক্ষপাতেরই সম্যক্ প্রকারে অপেক্ষাকারীগণকেই তুমি মুক্তিপদ দান কর অর্থাৎ স্বরূপের অনুভূতি প্রদান করিয়া থাক। আমি সকল অপরাধ নিবেদন করিলাম, আমি অতিভীত, তোমার নাভিকমল হইতে জাত বলিয়া তোমারই পুত্র, অতএব আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করা তোমার কর্ত্তব্য।

(১৫৪) তোমার রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরমাণুবৎ ইতস্ততঃ গতাগতি করিতেছে, মাতা যেরূপ গর্ভস্থ বালকের পাদপ্রহারও সহ্য করেন, তদ্রূপ তুমিও আমার অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবে, যেহেতু তুমি জগতের মাতা ও জগতের পিতা।

(১৫৫) মহা প্রলয়াবসানে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু তোমারই নাভিকমল হইতে এই ব্রহ্মাকে বিনির্গত করিয়াছ বলিয়া তুমিই পিতা। তুমি সর্ব দেহিরই আত্মা এবং অখিল লোকসাক্ষী ও কারণার্ণব-জলবাসী বলিয়া তুমিই মূল নারায়ণ। তোমার স্বরূপ দেশকাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহে; (ঐ জলাদি প্রপঞ্চ যদি সত্যই হয়, তবেই তুমি পরিচ্ছিন্ন হইতে পারো, কিন্তু তাহা তোমার

১৫৬। সত্যলীলাবতারৌঘাচিন্ত্যলীলাতিবৈভব।
মিথ্যাসত্যত্বসম্পাদিন্ সদাপরমসত্য হে ॥
১৫৭। গুরুপ্রসাদসন্দৃশ্য প্রপঞ্চজনকাস্মৃতে।
বন্ধমোক্ষাদিমিথ্যাত্বকৃদ্বিচারণ-মাত্রক ॥
১৫৮। অসত্যাগি-স্বভক্তান্তর্বহিরাত্মাধিকস্ফুট।
স্বপাদমহিমজ্ঞাপি-স্বপাদাব্জ-প্রসাদ হে ॥

মায়ারই বৈভব বলিয়া তুমিই দেখাইয়াছ) যেহেতু নিজ জননী যশোদাকে তোমার জঠর মধ্যে প্রপঞ্চ দেখাইয়া জগতের অসত্যত্ব অর্থাৎ মায়া কৃতত্বই প্রতিপাদন করিয়াছ।

(১৫৬) গুণাবতার লীলাবতার প্রভৃতিতেও তোমারই মূলত্ব বিদ্যমান বলিয়া সেই সেই অবতারাদিও সত্য (যথার্থই)। তোমার লীলার মহামহিমা মনের অগোচর বলিয়া অচিন্ত্য, আবার প্রপঞ্চসমূহ মিথ্যাভূত হইলেও তোমারই সম্বন্ধে আসিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মানতা ধারণ করে, তুমিই সদাকালের পরম সত্য।

(১৫৭) এবম্ভূত হইলেও কিন্তু তুমি গুরুদেবের অনুগ্রহে সম্যক প্রকারে দৃষ্টি পথে আসিয়া থাক। তোমার বিস্মরণই ত প্রপঞ্চের নিদান। বন্ধ-মোক্ষাদি অজ্ঞান বিজৃম্ভিত এবং সত্যজ্ঞানে বিনাশ্য বলিয়া তুমি সম্বন্ধ জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া উহাদের মিথ্যাত্ব সম্পাদন করাও। অন্ধকার নাশক সূর্য্যের ন্যায় নিত্য জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের বিচার দ্বারাই তুমি বন্ধ মোক্ষের তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করাও।

(১৫৮) অসৎ-শব্দ বাচ্য মিথ্যা অবস্তু—যাহাকে অসদ্‌গণ অসত্ত্বারূপে উপলব্ধ আত্মতত্ত্ব বলিয়া থাকে সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভক্তগণের অন্তরে ও বাহিরে তুমি প্রিয় স্বরূপে বা ব্যাপক হইয়া সমধিক অভিব্যক্ত হও। তোমার চরণকমলের অনুগ্রহে তোমার পাদপদ্মের মহিমা জানায়।

১৫৯। বিধাতৃভূরিভাগ্যৈক-প্রার্থ্যদাসানুদাস্যক।
চতুর্ম্মুখ-মুহুর্গীত-ভক্তিমাহাত্ম্য পাহি মাম্ ॥ ৩৯ ॥

১৬০। ধন্যধন্যব্রজবধূধেনুতর্পিত-মোদিত।
নিত্যপূর্ণমহাভাগ্য ব্রজৌকোমিত্রতাং গত ॥

১৬১। ব্রজবাসিপ্রসঙ্গান্তর্দেবতাবহুসৌখ্যদ।
ব্রজজাতাঙ্ঘ্রিরেণুস্পৃক্-তৃণজন্মেপ্সুপদ্মজ ॥

১৬২। প্রেমভক্তার্পিতাশেষ ঘোষবাসি-মহাঋণিন্।
সদ্বেষমাত্রসংজ্ঞাত-পূতনাত্মপ্রদায়ক ॥

---

(১৫৯) তদনন্তর বিধাতা প্রচুরতর ভাগ্যবশতঃ এই কেবল তোমার দাসের অনুদাসত্বই প্রার্থনা করিয়াছেন। হে কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে রক্ষা অর্থাৎ স্ব-সেবাদানে কৃতার্থ কর। [ঊনচত্বারিংশ নমস্কার]

(১৬০) পরম ধন্যা ব্রজগোপীগণ ও ধেনুগণ কর্ত্তৃক স্বস্তন্যামৃত দানে তুমি সন্তোষিত ও আনন্দিত হইয়াছ। নিত্য পূর্ণ ও মহাভাগ্যবান্ ব্রজবাসিগণের সহিত তুমি মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছ।

(১৬১) ব্রজবাসিগণের মনোবুদ্ধি অহংকারাদির অধিষ্ঠাতারূপে সংস্থিত হইয়া চন্দ্রাদি দেবগণও প্রকারান্তরে ইহাদের সঙ্গ করতঃ পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার কীর্ত্তি, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌগন্ধ্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রস আস্বাদন করিতেছেন। ব্রজে জাত যে কোন ব্যক্তির পাদপদ্মের ধূলি স্পর্শনশীল তৃণ-জন্মও ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন।

(১৬২) প্রেমভক্তগণ তোমাকে নিখিল (প্রাণাদি) সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা তুমিই প্রেমভক্তগণে নিজের আত্মা পর্যন্ত যথাসর্বস্ব দান করিয়াছ; ব্রজবাসিগণের নিকট তুমি মহা ঋণী। যেহেতু তাঁহাদের প্রীতির বিনিময়ে কোনও বস্তু তোমার দেয় (প্রত্যর্পণযোগ্য) নাই। তুমি পূতনার স্বভাবজাত

১৬৩। বিরক্তপ্রাপ্যদানানুরক্তাপর্য্যাপ্তি-যন্ত্রিত।
পুত্রত্বাদ্যনুকারাতি-সুহৃদানৃণ্য-লজ্জিত ॥

১৬৪। অবিদন্মানি-সচ্চিত্তবাগগোচরবৈভব।
অত্যানন্দমুহুর্নামকীর্ত্তন ব্রহ্মবন্দিত ॥ ৪০ ॥

১৬৫। ব্রহ্মপ্রসাদসুমুখ ভক্তবৎসল বাক্‌প্রিয়।
স্মিতেক্ষাহর্ষিতব্রহ্মন্ ব্রহ্মানুজ্ঞাপ্রদায়ক ॥

হইলেও তাহার ব্রজবাসী ধাত্রীগণের বেশ দেখিয়া নিজকে তাহার নিকট শিশুরূপে ন্যস্ত করিয়াছ।

(১৬৩) রাগাদি-দোষ বিবর্জিত সন্ন্যাসীগণকেও তোমা ব্যতিরেকে অন্য কোনও রূপ ফল দাও না, তখন তোমাতেই একনিষ্ঠ ব্যাপার-সম্পন্ন ব্রজবাসিগণ পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীগণ হইতে সমধিক ভজনশীল বলিয়া তুমি ইহাদিগকে কোনও ফল দান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পার না। অতএব তুমি পুত্রত্বাদির অনুকরণ করিয়া তোমার পরমাত্মীয় ব্রজবাসীদের প্রত্যুপকার সাধন করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া থাক।

(১৬৪) 'পণ্ডিতন্মন্য সাধুগণের চিত্ত ও বাক্যের অগোচর তোমার বিচিত্র অনন্ত মহাবৈভব' এইভাবে স্তুতি করিতে করিতে ভগবৎ-অনুগ্রহে নিখিল অভিমান দূরীভূত হইলে পরম দৈন্যোদয়বশতঃ ব্রহ্মা অতি আনন্দে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমাকে বন্দনা করিলেন। [চত্বারিংশ নমস্কার]

(১৬৫) ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তোমার মুখ প্রফুল্ল হইল। তুমি তো ভক্তবৎসল এবং এই স্তুতিও তোমার প্রিয়। তৎপরে মৃদুহাস্য সহকারে ব্রহ্মার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছ এবং স্বধামে গমনের আজ্ঞাও দিয়াছ।

১৬৬। বৎসবৎসপমোহঘ্ন যথাপূর্বার্ভতর্ণক।
পুলিনানীতবৎসৌঘ নমস্তেঽদ্ভুতকর্ম্মণে ॥
১৬৭। মুগ্ধবালালিবাগ্‌জাতহাস ব্রজগৃহোৎসব।
বিচিত্র-বেশচরিত গোপীহৃদয়মোহন ॥

---

(১৬৬) কৃষ্ণ-মায়া-মোহিত বৎস ও বৎসপালগণের যদিও সেই প্রাণেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতিরেকে এক বৎসর কাল ক্ষণার্দ্ধবৎ অতিবাহিত করিল, বর্তমানে কিন্তু তুমি সেই মোহ দূরীভূত করাইয়াছ এবং পূর্ব্ববৎ অবস্থা ও চেষ্টাযুক্ত হইয়া গোপ বালকগণ ও বৎসগণ তথায় বর্তমান রহিয়াছে। তৎপরে তুমি বৎস-সমূহকে সরোবরের পুলিনে আনিয়াছ। হে মনোহর লীলাবিনোদিন! তোমাকে নমস্কার।

(১৬৭) তৎপরে মুগ্ধ-বালকগণের কথায় [হে গোপাল! তুমি চলিয়া গেলে পরে আমরা একগ্রাসও অন্ন ভোজন করি নাই; এক্ষণে সখাগণের মধ্যে আসিয়া ভোজন কর।] তুমি হাসিয়াছ! নিজ পরিকরগণ ও বৎসাদি-সহ হর্ষভরে বন্যবেশে ব্রজবাসীগণের নয়নানন্দ বিস্তার করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়া তুমি ব্রজগৃহে (আনন্দ) উৎসব দান করিয়াছ। ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প, পত্র ও বনধাতু দ্বারা রচিত তোমার মনোহর বেশ, বেণুরবের সঙ্গে গোপবালকগণ কর্ত্তৃক আনন্দে গীয়মান কর্ণরসায়ন তোমার চরিত শ্রবণ করাইয়া গোপীগণের আনন্দরাশি উচ্ছলিত করিয়াছ।

১৬৮। আত্মাধিক-প্রিয়তম সর্বভূত-সুহৃদ্বর।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদ-নিশ্চিত-প্রেমসাগর ॥
১৬৯। বিচিত্রলীল মাং পাহি নিলায়নবিহারবিৎ।
ক্রিয়াসেতু বিধানজ্ঞ প্লবঙ্গ-প্লবনোদ্ধত ॥ ৪১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(১৬৮) এই শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা বলিয়া সকলের প্রিয়, আত্মা হইতেও অধিকতর প্রীত্যাস্পদ অতএব সকল প্রাণীরই মহাসুহৃৎ। এইরূপে পরীক্ষিৎ ও শুকদেবের প্রশ্নোত্তরে তোমার প্রেমসমুদ্র নিশ্চিত।

(১৬৯) হে বিচিত্র লীলাবিনোদিন্! তুমি পলায়ন ক্রীড়ায় পারদর্শী। সরোবরাদিতে সেতু-বন্ধন করিয়া লঙ্কাগমনাদির অনুকরণ এবং বানরবৎ লম্ফ-ঝম্ফ প্রভৃতি বাল্য-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছ। আমাকে রক্ষা কর। [একচত্বারিংশ নমস্কার]

—০—

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

১৭০। পৌগণ্ডাগম গোপাল বৃন্দাবিপিনমঙ্গল।
বৃন্দাবনান্তঃ সঞ্চারিন্ সম্মানিত-নিজাগ্রজ ॥

১৭১। বৃন্দাবন-গুণাখ্যান-মিষ-দত্ত-মহাবর।
অতিবৃন্দাবন-প্রীত নানারতি-বিচক্ষণ ॥

১৭২। ভৃঙ্গানুকারিন্ মাং পাহি কূজনির্জিতকোকিল।
উপাত্ত-হংসগমন শিখি-নৃত্যানুকারক ॥

১৭৩। প্রতিধ্বনি-প্রমুদিত শাখাকূর্দ্দন-কোবিদ।
নামাকারিত-গোবৃন্দ রজ্জু-যজ্ঞোপবীত ভৃৎ ॥

---

(১৭০) পঞ্চবর্ষ অতিক্রম করিলে তুমি পৌগণ্ডকালে উপনীত হইয়াছ অতএব গোপজাতির সঙ্গে গোচারণ করিয়া "গোপাল" নাম ধারণ করিয়াছ; সর্বত্র গমনাগমনে বৃন্দাবনের মঙ্গল বিধান করিয়াছ।

(১৭১) বৃন্দাবনের গুণ কথনচ্ছলে "অদ্য ধরণী ধন্য হইল" ইত্যাদিভাবে স্তব করিয়া শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক প্রসাদরূপ মহাবর (এই বৃন্দাবনকে) দান করিয়াছ। স্বক্রীড়োপযোগী বহুবিধ উপায়ণ থাকায় বৃন্দাবন তোমার প্রিয়। তুমি বহুবিধ ক্রীড়ায় বিচক্ষণ।

(১৭২) কখনও বা ভৃঙ্গের অনুকরণ করিয়া মধুর সংগীত করিয়া থাক, কখনও বা অব্যক্ত মধুর নিনাদে কোকিলকেও পরাভূত করিয়া থাক; কখনও হংসবৎ গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়াছ, কখনও ময়ূর নৃত্যের অভিনয় করিয়াছ।

(১৭৩) প্রতিধ্বনি শ্রবণে কখনও মহানন্দ লাভ করিয়াছ, কখনও বা শাখায় শাখায় লম্ফ ঝম্ফ দিয়া নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছ।

১৭৪। নিযুদ্ধলীলা সংহৃষ্ট বলভদ্র শ্রমাপনুৎ।
গোপ-প্রশংসা-নিপুণ বৃক্ষচ্ছায়া-হৃতশ্রম ॥

১৭৫। পুষ্পপল্লবতল্পাঢ্য গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ।
গোপ-সংবাহিত-পদ গোপব্যজন-বীজিত ॥

১৭৬। গোপগান সুখস্বপ্ন জিতৈশ্য গ্রাম্যচেষ্টিত।
রমালালিত-পাদাব্জাঙ্কিত বৃন্দাবনস্থল ॥ ৪২ ॥

১৭৭। জয়-শ্রীদাম-সুবল-স্তোককৃষ্ণৈক-বান্ধব।
বৃষাল-বৃষভৌজস্বি দেবপ্রস্থ-বয়স্য হে ॥

১৭৮। বরুথপার্জ্জুনসখ ভদ্রসেনাংশু-বল্লভ।
তালীবন-কৃতক্রীড় বল-পাতিত-ধেনুক ॥

---

(১৭৪) বাহুযুদ্ধ ক্রীড়ায় পরমানন্দিত হইয়াছ, কখনও বা বলভদ্রের পাদসম্বাহনাদির দ্বারা তাঁহার পরিশ্রম দূর করিয়াছ। গোপগণের প্রশংসা করিতে বড় পটু। তুমি বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাক।

(১৭৫) পুষ্প-পত্রাদি রচিত শয্যায় শায়িত হইয়া কোনও গোপালের ক্রোড়দেশকেই তুমি উপাধান (বালিশ) রূপে গ্রহণ করিয়াছ।

(১৭৬) গোপালগণের মুখে গান শুনিয়া তুমি সুখে নিদ্রা যাইতে। গোপালগণ সহ এতাদৃশ লীলাবিনোদে তোমার ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হইয়াছে। লক্ষ্মী সংবাহিত চরণকমলে তুমি বৃন্দাবন-স্থলকে চিহ্নিত করিয়াছ। [দ্বিচত্বারিংশ নমস্কার]।

(১৭৭) হে শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণের মহা বান্ধব! হে বৃষাল, বৃষভ, ওজস্বি ও দেবপ্রস্থের বয়স্য!

(১৭৮) হে বরুথপ ও অর্জ্জুনের সখা! ভদ্রসেন ও অংশুর বল্লভ! তুমি তালবনে ক্রীড়া করিতে করিতে বলদেব কর্ত্তৃক ধেনুকাসুর বিনাশ করিয়াছ।

১৭৯। উত্তাল-তালরাজীভিদ্‌রাসভাসুর-নাশন।
গোপবৃন্দ-স্তবানন্দিন্ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ৪৩ ॥

১৮০। গোপীসৌভাগ্য-সম্ভাব্যং গোধুলিচ্ছুরিতালকম্।
অলকাবদ্ধ-সুমনঃ-শিখণ্ডং রুচিরেক্ষণম্ ॥

১৮১। সব্রীড় হাস-বিনয়-কটাক্ষাক্ষেপ-সুন্দরম্।
গোপীলোভন বেশং ত্বাং বন্দে গোপীরতিপ্রদম্ ॥

১৮২। জয়াম্বাকারিত স্নান পুণ্ডরীকাবতংসক।
মুক্তাহারলসৎকণ্ঠ করকঙ্কণ-সুন্দর ॥

১৮৩। মঞ্জুশিঞ্জিত মঞ্জীর স্বর্ণালঙ্কারভূষণ।
দিব্যস্রগ্-গন্ধবাসোভৃজ্জনন্যুপহৃতান্নভুক্ ॥

---

(১৭৯) উত্তুঙ্গতাল-সমূহকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া রাসভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। গোপবৃন্দের স্তবে আনন্দ লাভ করিয়াছ এবং তোমার বেণুগীত শ্রবণে শ্রুতিযুগল কৃতার্থ হয়। [ত্রিচত্বারিংশ নমস্কার]

(১৮০) গোপীদের মন-প্রাণ-চৌররূপ সৌভাগ্যদাতা বলিয়া তুমি চিন্তনীয় (গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমনকালে) গোধুলি সময়ে তোমার অলকাবলী রঞ্জিত হয়। তোমার ভঙ্গিযুক্ত কেশের পুষ্পরচিত চূড়া বদ্ধ থাকে। তোমার নয়নযুগলও পরম রুচির।

(১৮১) সলজ্জ হাস্য ও সবিনয় কটাক্ষ-নিপাতে পরম সৌন্দর্য্য প্রকট করিতেছ। গোপীগণের লোভনীয় বেশযুক্ত ও সুরতিপ্রদ—তোমায় প্রণাম।

(১৮২) তৎপরে মা যশোদা তোমাকে স্নান করাইলে, শ্বেতপদ্ম দ্বারা তোমার অবতংস (শিরোভূষণ) রচিত হইল। মুক্তাহারে কণ্ঠদেশ শোভিত হইল। করদ্বয়ে সুন্দর কঙ্কণ দৃষ্ট হইল।

(১৮৩) তোমার চরণে মনোজ্ঞ ধ্বনি পরায়ণ নূপুর, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার,

১৮৪। বিলাস-ললিত-স্মের গর্ব-লীলাবলোকন।
সুখপল্যঙ্ক-সংবিষ্ট রাধা-সংলাপ নির্বৃত ॥ ৪৪ ॥

১৮৫। যমুনাতট-সঞ্চারিন্ কালিয়-হ্রদ তীরগ।
নমস্তেঽতিসুধাদৃষ্টে বিষার্ত্ত ব্রজজীবন ॥

১৮৬। অতিবিস্মিত-গোপাল-কুলানুমিত চেষ্টিত।
জয় স্বজন-রক্ষার্থ নিগূঢ়ৈশ্বর্য্য-দর্শক ॥ ৪৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

দিব্যমাল্য বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া জননী কর্ত্তৃক উপহৃত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছ।

(১৮৪) ভবিষ্যৎ বিলাস-চিন্তায় তোমার দৃষ্টি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে ঈষৎ হাস্য ও যৌবনাবির্ভাব সূচক গর্বমিশ্রিত হইয়া লীলার সূচনা দিতেছ। সখী ও দাসী কর্ত্তৃক উপহৃত তাম্বুল, চামর-বীজন, পাদসম্বাহন নর্মগোষ্ঠী ও গীতবাদ্যাদি প্রমোদ করিয়া ও পালঙ্কে শয়ন করিয়া কোন প্রিয়তম সখার সহিত শ্রীরাধা সম্বন্ধীয় প্রেমালাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছ। [চতুশ্চত্বারিংশ নমস্কার]

(১৮৫) তুমি যমুনাতটে ইতস্ততঃ সঞ্চারণ করিতে করিতে কালীয় হ্রদের তীরে গমন করিয়াছ। তোমার নয়ন পরমামৃত বর্ষণ করে। তুমি বিষাক্ত ব্রজবাসীগণের জীবন দান করিয়াছ তোমাকে নমস্কার।

(১৮৬) গো-পালগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমার অনুমান করিয়াছিলেন। তুমি নিগূঢ়ভাবে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়াছ। তোমার জয় হউক। [পঞ্চচত্বারিংশ নমস্কার]

—০—

যোড়শোঽধ্যায়ঃ

১৮৭। তুঙ্গনীপ-সমারূঢ়ং সর্পহ্রদ-বিহারিণম্।
কালিয়-ক্রোধজনকং ক্রুদ্ধাহিকুলবেষ্টিতম্ ॥

১৮৮। মোহমগ্ন-সুহৃদ্বর্গং সাশ্রুগোকুল-বীক্ষিতম্।
মহোৎপাত-সমুদ্বিগ্ন ব্রজান্বিষ্ট-গতিং ভজে ॥

১৮৯। পদচিহ্নাপ্ত-মার্গং ত্বাং মৃতপ্রায়-স্ববান্ধবম্।
রামরক্ষিত-নন্দাদি মুমূর্ষু-ব্রজশোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥

১৯০। নমস্তে স্বীয়-দুঃখঘ্ন সর্পক্রীড়া-বিশারদ।
কালিয়াহি ফণারঙ্গ-নট কালিয়-মর্দ্দন ॥

(১৮৭-১৮৮) তুমি অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষে আরোহন করিয়া পরে ঝম্প প্রদানে সেই সর্পহ্রদে বিহার করিয়াছ। তাহাতে কালিয়ের ক্রোধজাত হইল এবং ক্রুদ্ধ সর্পগণ তোমাকে বেষ্টন করিল। তোমার এই মৃতপ্রায় অবস্থা দর্শনে সখাগণ মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিল। মহোৎপাতে সম্যক উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রজবাসীগণ তখন তোমার চরণচিহ্নের অনুসরণ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! তোমাকে ভজন করি।

(১৮৯) ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা তাঁহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বলরামের যুক্তিবলে মুমূর্ষু ব্রজবাসিগণের প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা নিরন্তর নিদারুণ অনুতাপই করিতে লাগিলেন। [ষষ্ঠচত্বারিংশ নমস্কার]

(১৯০) তখন সর্পবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পিত্রাদি স্বগণের দুঃখরাশি নাশ করিয়াছ, তুমি সর্পক্রীড়ায় পটু এবং কালিয়নাগের ফণারূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিয়া কালিয়-মর্দ্দন হইয়াছ।

১৯১। কালিয়-ফণমাণিক্য-রঞ্জিত শ্রীপদাম্বুজ।
নিজ-গন্ধর্ব-সিদ্ধাদি গীতবাদ্যাদি-নৰ্ত্তিত ॥

১৯২। পাদাম্বুজ-বিমৰ্দ্দাতিনমিতাহীন্দ্র-মস্তক।
রক্তোদ্‌গারি-বিভিন্নাঙ্গ দীন কালিয় সংস্মৃত ॥

১৯৩। নাগপত্নী-স্তুতি-প্রীত হিতার্থোচিত-দণ্ডকৃৎ।
ক্রোধপ্রসাদ-গাম্ভীর্য্য মহাপুণ্যৈকতোষ্য হে ॥

১৯৪। নিরুপাধি-কৃপাকারিন্ সর্প-স্ত্রী-প্রার্থ্যদায়ক।
সর্বার্থত্যাগি-ভক্তার্থ্য-স্বাঙিঘ্ররেণ্বা-চিতোরগ ॥

---

(১৯১) তাহার ফণাসমূহের মাণিক্য দ্বারা তোমার শ্রীচরণকমল রঞ্জিত হইয়াছিল এবং স্বকীয় গরুড়াদি পার্যদগণ, গন্ধর্বাদি, স্বর্গবাসীগণ ও সিদ্ধচারণাদি কর্তৃক গীতবাদ্যাদি চলিতে থাকিলে তুমি নৃত্য আরম্ভ করিয়াছ।

(১৯২) শ্রীচরণ কমলের বিশেষ আঘাতে নাগরাজের মস্তকগুলি অতিশয় অবনমিত করিয়াছ। বিভিন্ন অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তখন দীন (পীড়িত) কালিয়নাগ তোমার সম্যক্ স্মরণ করিয়াছিল। [সপ্তচত্বারিংশ নমস্কার]।

(১৯৩) তৎপরে নাগপত্নীগণের স্তুতি শ্রবণে তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ। জগতের হিতের জন্য তুমি অপরাধীজনকে উচিত দণ্ড দিয়া থাক। তোমার দণ্ড অসতের পাপনাশন হইলেও তুমি কিন্তু উহাকে দণ্ড না করিয়া অনুগ্রহই করিয়াছ; তুমি তাহাকে নিজ ক্রীড়োপযোগী করিয়া ব্যবহার করিয়াছ। ঐ দেহদ্বারা বেষ্টন স্বীকার করিয়াছ এবং ঐ নাগরাজ ক্রোধে ফণাসমূহ উন্নমিত করিলেও তুমি আনন্দভারে তদুপরি নৃত্য করিয়াছ। অহো! ঐ কালিয়নাগ জন্মান্তরে কি মহাপুণ্যই না করিয়াছিল যে তুমি তাহাকে এতাদৃশ কৃপাভাজন করিয়াছ!

(১৯৪) তুমি নিরুপাধি কৃপাকর, নাগপত্নীদের প্রার্থনায় পতিজীবন

১৯৫। অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমহিমন্নানাজীবস্বভাব-সৃক্।
নানাক্রীড়নক-ক্রীড়িন স্বপ্রজাগঃক্ষমোচিত ॥
১৯৬। নাগস্ত্রী-পতিভিক্ষাদ্ জয় কালিয় ভাষিত।
অগ্রাহ্য-সৃষ্টদুষ্টাগোঽযোগ্যমোহিত-নিগ্রহ ॥
১৯৭। স্বাঙ্কমুদ্রাঙ্কিতাহীন্দ্র-মূর্দ্ধন্ কালিয়শাসন।
পূর্বস্থানাপিতাহীন্দ্র সুপর্ণজ-ভয়াপহৃৎ ॥
১৯৮। নাগোপায়ন-হৃষ্টাত্মন্ কালিয়াতি-প্রসাদিত।
যমুনাহ্রদ-সংশোধিন্ হ্রদোৎসারিত-কালিয় ॥ ৪৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দিতেও সক্ষম। সর্বাভিলাষত্যাগী ভক্তগণই যে চরণরেখা প্রার্থনা করেন, সেই চরণরেখা দ্বারাই সর্পমস্তক চিহ্নিত করিয়াছ!!

(১৯৫) তোমার ঐশ্বর্য্য মহিমা অনন্ত, তুমি নানাবিধ জীব-স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছ; নানা খেলায় পারদর্শী তুমি নিজ সৃষ্ট-লোকগণের অপরাধ সহনেও সক্ষম।

(১৯৬) নাগপত্নীগণকে পতির প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছ। তখন কালীয়নাগ তোমার স্তব করিয়াছিল। 'দুরাগ্রহযুক্ত করিয়া তোমা-কর্ত্তৃকই আমার এই দুঃস্বভাব সৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই মায়ামোহিত জীবের নিগ্রহ করা তোমার উচিত নহে।'

(১৯৭) তুমি সর্পমস্তকে নিজ পদচিহ্ন স্থাপন করিয়াছ। 'হে কালিয়! তুমি আর এইস্থানে থাকিতে পারিবে না'—ইত্যাদি বলিয়া তুমি তাহাকে রমণক দ্বীপে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছ! তুমি পূর্বস্থানে নাগরাজকে স্থাপন করিয়া তাহার গরুড় হইতে যে ভয় ছিল, তাহাও স্বীয় পদচিহ্ন দ্বারা নাশ করিয়াছ।

(১৯৮) নাগ-কর্তৃক উপহৃত দিব্যবস্ত্র মণিমাল্যাদি পাইয়া তুমি সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে মহাপ্রসাদিত করিয়াছ। যমুনা হ্রদ সম্যক্ শোধন করিয়া উহা হইতে সপরিবার কালিয়কে দূরীকৃত করিয়াছ। [অষ্টচত্বারিংশ নমস্কার]

—o—

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

১৯৯। স্ববল্যশন-কালিয়-দর্পমর্দন-বাহন।
সৌভর্য্যুক্তি-স্বকাগম্য-সর্পাবাস-হ্রদোদ্ধর ॥
২০০। দিব্যস্রগ্গন্ধবস্ত্রাঢ্য দিব্যাভরণভূষিত।
মহামণি-গণাকীর্ণ ব্রজজীবনদর্শন ॥
২০১। সহাস-শ্রী বলাশ্লিষ্ট গোপালিঙ্গন-নির্বৃত।
প্রসীদ পীতদাবাগ্নে স্বজনার্ত্তি-বিনাশন ॥ ৪৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কালিয়ের রমণক দ্বীপ-ত্যাগের কারণ কথা বলিতেছেন—] (১৯৯) রমণকদ্বীপে গরুড় সর্পভক্ষণ করিতেন—তাহাতে নাগসকল আত্মরক্ষার্থ প্রতি মাসের পূর্ণিমায় একটি করিয়া নাগ বলি দিবে,—প্রতিশ্রুত হয়। এই কালীয় বিষবীর্যমদে উন্মত্ত হইয়া গরুড়কে অনাদর পূর্বক বলি ত প্রদান করিতই না, অধিকন্তু অন্য-প্রদত্ত বলিও স্বয়ং ভোজন করিত। তাহা শুনিয়া গরুড় কালিয়কে মর্দন করিয়াছিলেন; সৌভরি মুনির প্রদত্ত শাপে গরুড়ও আর কালিয়হ্রদে মৎস্য ভোজন করিতে পারিতেন না—অগত্যা গরুড়ের ভয়ে ভীত কালিয়নাগ ঐ হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকেও বিষযুক্ত করিয়াছিল; হে কৃষ্ণ অদ্য তুমি ঐ হ্রদকে বিষনির্মুক্ত করিয়াছ।

(২০০) দিব্যমালা গন্ধ বস্ত্র ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া মহামণিসমূহে ব্যাপ্ত দেহ তুমি দর্শন দানে ব্রজবাসীজনের মৃতপ্রায় জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছ।

(২০১) বলদেব হাস্য করিতে করিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিলেন; গোপগণের আলিঙ্গন লাভে তোমার পরমানন্দ হইল; তুমি দাবাগ্নি পান করিয়া নিজজনগণের আর্ত্তিবিনাশ করিয়াছ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও অর্থাৎ তোমার অদর্শনজনিত বিরহদাবাগ্নিও স্বদর্শনদানে নির্বাপিত কর। [ঊনপঞ্চাশ নমস্কার]

—o—

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

২০২। কাকপক্ষধর শ্রীমদ্বসন্তিত-নিদাঘ হে।
নয়নাচ্ছাদন-ক্রীড় রাসলীলানুকারক ॥
২০৩। মৃগাদিচেষ্টা-ক্রীড়াকৃদ্দোলা-নৌকা-বিনোদক।
নানালৌকিক-লীলাভৃন্নানা-স্থান-বিহারকৃৎ ॥
২০৪। ক্রীড়াসংপ্রাপ্তভাণ্ডীর জয় ভাণ্ডীর-মণ্ডন।
গোপরূপি-প্রলম্বজ্ঞ দ্বন্দ্বক্রীড়াপ্রবর্ত্তক ॥

---

(২০২) তুমি গুম্ফিতবেণীত্রয় ধারণ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেও বসন্তের যাবতীয় শোভা-সমৃদ্ধি আবিস্কার করিয়াছ। কখনও নয়ন আচ্ছাদন পূর্বক ক্রীড়া করিয়াছ। আবার কখনও গিরিশিলারূপ সিংহাসনে কুসুমময় ছত্র-চামরাদি ধারণপূর্বক পাত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া তুমি রাজলীলার অনুকরণ করিয়াছ।

(২০৩) কখনও পশুপক্ষী প্রভৃতির গতিভঙ্গি ইত্যাদির অনুকরণে, কখনও বা দোলা বা হিন্দোলন কখনও বা নৌকাবিলাসাদি করিয়াছ। বিবিধ লৌকিক লীলায় নদীতে গিরিতে, কুঞ্জে, কাননে বা সরোবরাদিতে বিবিধ বিহার করিয়াছ।

(২০৪) একদা ক্রীড়া করিতে করিতে ভাণ্ডীরবটে গিয়াছিলে, তথায় নিজ শোভায় বা বিলাসাদি সম্পাদনে ভাণ্ডীরবনকে ভূষিত করিয়াছ! তখন গোপরূপে প্রলম্বাসুর আসিয়াছে জানিয়া তুমি দুই দুইজনে ক্রীড়া করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলে।

২০৫। বাহ্যবাহক-কেলীমন্ জয় শ্রীদামবাহক।
বল-পাতিত-দুর্দ্ধর্ষ-প্রলম্ব বল-বৎসল ॥ ৫০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(২০৫) বাহ্য-বাহকরূপে খেলা করিতে করিতে তুমি পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছ। তোমার ইঙ্গিতক্রমে বলদেব মহাপরাক্রমশালী প্রলম্বাসুরকে নিপাত করিয়াছেন। বলদেব তোমার প্রতি স্নেহশীল! হে কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক। [পঞ্চাশৎ নমস্কার]

—o—

একোনবিংশঽধ্যায়ঃ

২০৬। জয় মুঞ্জাটবীভ্রষ্টমার্গ-পশ্বার্ত্তিনাশক।
দাবাগ্নিভীত-গোপাল-দৃঙ্‌নিমীলন-দেশক ॥
২০৭। মুঞ্জাটব্যাগ্নিশমন পীতোল্বণ-দবানল।
ভাণ্ডীরাপিত-গোগোপ যোগাধীশ নমোঽস্তু তে ॥ ৫১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

[মুঞ্জাটবী-দাহ শমনলীলা বর্ণনা করিতেছেন—] (২০৬) তুমি মুঞ্জাটবীতে পথ-ভ্রষ্ট পশুদিগের আর্ত্তি নাশ করিয়াছ। দাবাগ্নি দর্শনে ভীত গোপগণকে নয়ন নিমীলন করিতে উপদেশ দিয়াছ।

(২০৭) তুমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পান করিয়া মুঞ্জাটবীর অগ্নি নির্বাপণ করিয়াছ। সেইক্ষণেই আবার গোগণকে ও গোপগণকে ভাণ্ডীর বনে আনয়ন করিয়াছিলে। তুমি দুর্বিতর্ক্য ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই ঐ প্রচণ্ড অগ্নিকেও সুকোমল মুখকমলে পানকবৎ পান করিয়াছ। [একপঞ্চাশ নমস্কার]

—০—

বিংশঽধ্যায়ঃ

২০৮। প্রাবৃট্ শ্রীভূষিতারণ্য বৃষ্টিকাল-বিনোদকৃৎ।
গুহা-বনস্পতি-ক্রোড়সেবিন্ মূলফলাশন ॥
২০৯। পাষাণ-ন্যস্ত-দধ্যন্নভুগবর্ষাহর্ষিতব্রজ।
শাদ্বলাশন বর্ষাশ্রী-সম্মানক নমোঽস্তু তে ॥
২১০। হে শরন্নির্মলব্যোমচারুকান্তে! প্রসীদ মে।
শরচ্চন্দ্র-লসদ্বক্ত্র কৃত-গোপী-মহাস্মর ॥ ৫২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২০৮) বর্ষাকালের শোভা সমৃদ্ধিতে তোমার বনরাজি ভূষিত হইল; তুমি বৃষ্টির সময়ে বিবিধ বিলাস করিয়াছ। কখনও গুহার মধ্যে, কখনও বা বনস্পতির ক্রোড়দেশে প্রবিষ্ট হইয়া ফল-মূলাদি ভোজন করিয়াছ।

(২০৯) পাষাণের উপরে দধি ও অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিয়াছ, এই বর্ষাকালে ব্রজমণ্ডলের জীব-বৃন্দকে তুমি আনন্দ দান করিয়াছ। হরিত্তৃণ ভোজনকারী বৃষগণ এবং বর্ষার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তুমি ইহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছ।

(২১০) শরৎকালীন মেঘ নির্মুক্ত নীলাকাশের ন্যায় তোমার অঙ্গকান্তি পরম সুন্দর। শরৎকালিয় চন্দ্রের তুল্য তোমার বদন-কমল পরম সুন্দর। তুমি গোপীগণে মহাকাম সংক্রামিত করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। [দ্বিপঞ্চাশ নমস্কার।]

—০—

একোবিংশোঽধ্যায়ঃ

২১১। শরদ্বিহার-মধুর শরৎপুষ্প-বিভূষণ।
কর্ণিকারাবতংসং ত্বাং নটবেশধরং ভজে ॥
২১২। বিন্যস্ত-বদনাম্ভোজ-লোচন-প্রান্তনর্ত্তক।
বিম্বাধরার্পিতোদারবেণো জয় সুগায়ন ॥
২১৩। নমো বক্রাবলোকায় ত্রিভঙ্গ-ললিতায় তে।
বেণুমোহিত-বিশ্বায় গোপীকোদ্গীত কীর্ত্তয়ে ॥
২১৪। চক্ষুঃসাফল্য-সম্পাদি-শ্রীমদ্বক্ত্রাব্জ-বীক্ষণ।
নানামালা-লসদ্বেশ গোপালসভ-শোভন ॥

---

(২১১) তোমার শরৎকালীন বিহার মধুর হইতে সুমধুর, শারদীয় কুসুম সম্ভারে শ্রীঅঙ্গের বিভূষণ প্রস্তুত হইয়াছে। কর্ণিকার কুসুমে তোমার কর্ণভূষা হইয়াছে। হে নটবরবেশ! তোমাকে ভজন করি।

(২১২) তোমার বদনে যেন একটি কমল বিন্যস্ত রহিয়াছে। তুমি নয়ন কমলের প্রান্তদ্বয় নাচাইতেছ । তোমার বিম্বাধরে প্রাণমাতানো মোহন বেণু অর্পিত হইয়াছে; হে সুগায়ক! তোমার জয় হউক।

(২১৩) তোমার দৃষ্টি বক্র, মূর্ত্তি ত্রিভঙ্গললিত; তোমার বেণু গীতে বিশ্ব মুগ্ধ; গোপীগণ তোমার অদ্ভুত যশোকীর্ত্তি সকল উচ্চকণ্ঠে গান করেন। তোমাকে নমস্কার। [ত্রিপঞ্চাশ নমস্কার]

(২১৪) তোমার পরম মোহন বদনকমলের দর্শনে চক্ষুর সাফল্য হয়। নানাবিধ মালায় তোমার বেশ চমৎকার হইয়াছে তুমি গোপাল গোষ্ঠীর বিভূষণ হইয়াছ।

২১৫। সদাতিপুণ্যবদ্বেণু-পীয়মানাধরামৃত।
বৃন্দাবনাতিকীর্ত্তিশ্রীপদ-পদাব্জলক্ষণ ॥
২১৬। অপূর্বমুরলীগীতনাদ-নর্ত্তিত-বর্হিণ।
শাখোৎকীর্ণ-শকুন্তৌঘ সর্বপ্রাণিমনোহর ॥
২১৭। বিস্মারিত তৃণগ্রাস-মৃগীকূল বিলোভিত।
সুশীলরূপসঙ্গীত-দেবীগণ-বিমোহন ॥
২১৮। গাঢ়রোদিত গোবৃন্দ প্রেমোৎকর্ণিত-তর্ণক।
নির্ব্যাপারীকৃতাশেষ-মুনিতুল্যবিহঙ্গম ॥
২১৯। গীতস্তব্ধসরিৎপুর ছত্রায়িত-বলাহক।
পুলিন্দীপ্রেমকৃদ্ঘাসলগ্ন-পাদাব্জ কুঙ্কুম ॥

---

(২১৫) অতি পুণ্যাবন বেণু সর্বদাই তোমার অধরামৃত পান করে। তোমার চরণচিহ্ন বৃন্দাবনের মহাযশ ও শোভাসমৃদ্ধি প্রদায়ক।

(২১৬) মুরলীর অপূর্ব গীতনাদে ময়ূরগণ নৃত্য করে, পক্ষিগণ শাখাসমূহে চিত্রার্পিতবৎ অন্য ব্যাপার শূন্য হইয়া ঐ গীত শ্রবণ করে, কাজেই তুমি সকল প্রাণীর মনোহরণ করিতেছ।

(২১৭) মৃগীগণ মুখে নীত তৃণগ্রাস পর্য্যন্ত ভুলিয়া তোমার দিকে প্রণয়াবলোকনে চাহিয়া থাকে। বণিতাগণের আনন্দদায়ক তোমার সুচারু-স্বভাবের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদিতে ও গীতে দেবগণও মোহিত হইয়া স্খলিতনীবি হইয়া থাকেন।

(২১৮) গোগণ নির্ভয়ে রোদন করে, আর বৎসগণও প্রেম উৎকণ্ঠাভরে ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকে। সমস্ত পক্ষীগণ বিষয়ান্তরশূন্য হইয়া নিমীলিত নয়ন ও নীরব হইয়া মুনিধর্ম প্রাপ্ত হয়।

(২১৯) তোমার বেণুনাদে নদীর প্রবাহ স্তব্ধ হয়, তোমাকে আতপ তাপ

২২০। হরিসেবকবর্য্যত্বসম্পদ্-গোবর্দ্ধনার্চিত।
স্বপ্রেম-পরমানন্দ-চিত্রায়িত-চরাচর ॥
২২১। রাগপল্লবিতস্থাণো গীতানমিতপাদপ।
গোপাল-বিলসদ্বেশ গোপীমার-বিবর্দ্ধন ॥
২২২। অশেষজঙ্গম-স্থাণুস্বভাব-পরিবর্ত্তক।
আর্দ্রীকৃত-শিলাকাষ্ঠ নির্জীবোর্জ্জীবনাব নঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোবিংশোঽধ্যায়ঃ

হইতে রক্ষা করিবার জন্য মেঘই তোমার ছত্র হয়, কুঙ্কুমঘাসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া পুলিন্দীগণ তাহা সংগ্রহ পূর্বক স্বীয় আনন ও কুচদ্বয়ে লেপন করে।

(২২০) পানীয় সুঘাস, কন্দর, কন্দ, ফলমূলাদি হরিসেবকশ্রেষ্ঠের সম্পদ দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি তোমার অর্চনা করে। তোমার নিজ প্রেমের পরমানন্দ দ্বারা তুমি স্থাবর-জঙ্গম বস্তু মাত্রকেই চিত্রার্পিতবৎ করিয়াছ।

(২২১) তোমার প্রেমাতিশয্যে শাখাহীন বৃক্ষও পল্লবিত হয়। তোমার বেণু শব্দে বৃক্ষগণকে প্রণাম করিবার জন্য মনে হয় আনমিত করে। বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছাদ, ডোরী, গুঞ্জাহার ইত্যাদি গোপবেশে তুমি সজ্জিত আছ। তুমি গোপীগণের কামসাগর উদ্বেলিত করিয়াছ।

(২২২) নিখিল স্থাবর-জঙ্গমের স্বভাবেরও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছ। শিলাকাষ্ঠকেও আর্দ্র করিয়াছ। অতএব তুমি আমাদিগকে স্বলীলা স্মরণ করাইয়া পালন কর। [চতুঃপঞ্চাশ নমস্কার]

—o—

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

২২৩। গোপকন্যাব্রতপ্রীত প্রসীদ বরদেশ্বর।
জলক্রীড়া-সমাসক্ত-গোপীবস্ত্রাপহারক ॥
২২৪। কদম্বারূঢ় বন্দে ত্বাং চিত্রনর্মোক্তি-কোবিদ।
গোপীস্তব-বিলুব্ধাত্মন্ গোপিকা যাচিতাংশুক ॥
২২৫। স্রোতোবাসঃস্ফুরদ্গোপকন্যাকর্ষণ-লালস।
শীতার্ত্তযমুনোত্তীর্ণ-গোপীভাব-প্রসাদিত ॥
২২৬। স্কন্ধারোপিত-গোপস্ত্রী-বস্ত্র সস্মিতভাষণ।
গোপীনমস্ক্রিয়াদেষ্টর্গোপ্যেক-করবন্দিত ॥

---

(২২৩) গোপকন্যাদিগের কাত্যায়নী ব্রতে তুমি প্রীত হইয়াছ। হে (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রেমবরদাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হও। জলক্রীড়ায় সমাসক্ত গোপীদের বস্ত্র তুমি চুরি করিয়াছ।

(২২৪) হে কদম্বারূঢ়! তোমাকে বন্দনা করি। তুমি বিচিত্র নর্মোক্তি ব্যবহারে পণ্ডিত। হে নন্দপুত্র এইভাবে দুর্নীতির আশ্রয় করিও না,—ইত্যাদি গোপীগণের স্তবে তুমি অতি মুগ্ধ। গোপীগণ তোমাকে বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(২২৫) স্রোতোবাস বা উলঙ্গ সুন্দরী গোপীদের আকর্ষণে তোমার লালসা হইয়াছিল। তৎপরে শীতার্ত্তা গোপীগণ যমুনার তীরে উঠিলে তুমি তাহাদের ভাবে সন্তোষিত হইয়াছিলে।

(২২৬) তুমি নিজস্কন্ধে গোপীদের বস্ত্র রাখিয়া মৃদু-হাস্য সহকারে বাক্য বিন্যাস করিয়াছ। প্রণাম করার জন্য গোপীগণকে জানাইলে তাহারা তোমাকে একহাতে প্রণাম করিয়াছিলেন।

২২৭। গোপ্যঞ্জলি-বিশেষার্থিন্ গোপকন্যা-নমস্কৃত।
গোপীবস্ত্রদ হে গোপীকামিতাকামিতপ্রদ ॥

২২৮। গোপীচিত্তমহাচোর গোপকন্যা-ভুজঙ্গম।
দেহি স্বগোপীকা-দাস্যং গোপীভাব-বিমোহিত ॥ ৫৫ ॥

২২৯। শ্রীবৃন্দাবন-দূরস্থবিপ্রাভাবাভিকর্ষিত।
আতপত্রায়িতাশেষ-তরুদর্শন-হর্ষিত ॥

২৩০। পরোপকারনিরত-তরুজন্মাভিনন্দক।
যমুনামৃতসংতৃপ্ত গো-গোপগণসেবিত ॥ ৫৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২২৭) তাহার পরে তুমি অঞ্জলি বন্ধনে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নির্দেশ করিলে তাঁহারাও কৃতকর-পুটাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে তুমি তাঁহাদের ব্রতপূর্ত্তিরূপ অভিলষিত এবং স্বসঙ্গ দানাদি অবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়াছিলে।

(২২৮) তুমি গোপীদের চিত্তের মহাচৌর এবং তাঁহাদের ধৃষ্টনায়ক। হে গোপীভাবে বিমোহিত কৃষ্ণ! তোমার স্বীয় গোপীকাদের দাস্যদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। [পঞ্চপঞ্চাশ নমস্কার]

(২২৯) শ্রীবৃন্দাবনের দূরে অবস্থিতা যজ্ঞপত্নীদিগের ভাবে তুমি বেশ আকৃষ্ট হইয়াছ। ছত্রাকারে সুসজ্জিত বৃক্ষগণের দর্শনে তুমি আনন্দিত হইয়াছ।

(২৩০) এইসব বৃক্ষগণ পরোপকার নিরত বলিয়া ইহাদের জন্মের শ্লাঘা করিয়াছ। যমুনার জলে গো-গোপগণের সহিত তুমি তৃপ্ত হইয়াছ এবং গো-গোপগণ কর্ত্তৃক তুমি সেবিত হইয়াছ। [ষট্‌পঞ্চাশ নমস্কার]

—০—

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

২৩১। যজ্ঞপত্নীপ্রসাদার্থ-গোপক্ষুদতিবর্দ্ধন।
ক্ষুধার্ত্তগোপবাগ্‌ব্যগ্র জয় যজ্ঞান্ন-যাচক ॥

২৩২। দুষ্প্রজ্ঞ-যজ্ঞাবজ্ঞাত ভক্তবিপ্রা-দিদৃক্ষিত।
ব্রাহ্মণ্যাকর্ষকোদন্ত যজ্ঞ-পত্নীমনোহর ॥

২৩৩। ব্রাহ্মণীতাপভিচ্চিত্রবেশাবস্থানভূষণ।
জয় দ্বিজসতী-শ্লাঘিন্ যজ্ঞপত্নীষ্টদাস্যক ॥

---

(২৩১) তুমি যজ্ঞপত্নীদিগকে কৃপা করিতে ইচ্ছুক হইয়া গোপদের ক্ষুধার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছ। অতএব ক্ষুধার্ত্ত গোপালগণের বাক্যে চঞ্চল হইয়াছ। তখন তুমি যাজ্ঞিকগণের নিকট ভোজ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছ।

(২৩২) বিচারবিমূঢ় হোতাগণ তোমাকে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিল; কিন্তু অন্নপ্রার্থী বালকগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা যজ্ঞপত্নীগণ তোমার দর্শনে লালসান্বিত হইল। ঐ ব্রাহ্মণীদের আকর্ষণশীল তোমার বার্ত্তায় তাহাদের মনোহরণ হইয়াছিল।

(২৩৩) উঁহাদের স্ববিরহতাপ নাশ করিয়া তুমি বিচিত্র বেশভঙ্গী ও ভূষণ স্বীকার করিয়াছ। তুমি যজ্ঞপত্নীদের তাদৃশভাবের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছ।

২৩৪। ব্রাহ্মণীকাকুসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণীপ্রেমভক্তিদ।
পতিরুদ্ধ-সতীসদ্যোবিমুক্তিদ নমোঽস্তু তে ॥
২৩৫। যজমানীবিতীর্ণান্নতৃপ্ত বিপ্রানুতাপদ।
স্বীয়সঙ্গ-দ্বিজজ্ঞানপ্রদ ব্রহ্মণ্যদেব হে ॥ ৫৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশঽধ্যায়ঃ

---

(২৩৪) তাঁহাদের কাকুর্বাদে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছ। তুমি পতি-কর্ত্তৃক রুদ্ধা ব্রাহ্মণীগণকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করিয়াছ।

(২৩৫) ঐ যজ্ঞপত্নীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন ভোজনে তৃপ্ত হইয়াছ, অথচ বিপ্রগণকে অনুতাপ দান করিয়াছ। ঐ ব্রাহ্মণীগণের সঙ্গ প্রভাবে ব্রাহ্মণদিগকেও আত্মস্বরূপের জ্ঞান দিয়াছ। হে ব্রহ্মণ্যদেব! তোমাকে নমস্কার। [সপ্তপঞ্চাশ নমস্কার]

—০—

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

২৩৬। জয় বাসব-যাগজ্ঞ পিতৃপৃষ্টমখার্থক।
শ্রুততাতোক্ত-যজ্ঞার্থ কর্মবাদাবতারক ॥
২৩৭। নানাপন্যায়বাদৌঘ-শক্রপযাগ-নিবারক।
গোবর্দ্ধনাদ্রি-গোযজ্ঞ-প্রবর্ত্তক নমোঽস্তু তে ॥
২৩৮। প্রোক্তাদ্রি-গো-মখবিধে যজ্ঞদত্তোপহারভুক্।
গোপবিশ্বাসনার্থাদ্রিচ্ছলস্থূলান্যরূপধৃক্ ॥
২৩৯। গোবর্দ্ধন-শিরোরত্ন গোবর্দ্ধন-মহত্ত্বদ।
কৃতাভূষাশনাভীর-কারিতাদ্রি-পরিক্রম ॥ ৫৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৩৬) ইন্দ্রযাগ সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারই তুমি অবগত আছ। তোমার জয় হউক অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির প্রকটনে লীলা বিনোদ কর। পিতা নন্দ মহারাজকে তুমি ঐ যজ্ঞোদ্দেশ্য প্রশ্ন করিয়াছিলে। পিতার মুখে যজ্ঞের কারণ জানিয়া ''কর্ম বশতঃ জীব জন্মগ্রহণ করে'' ইত্যাদি কথা বলিয়া কর্মবাদের অবতরণ করিয়াছ।

(২৩৭) নানাবিধ অন্যায় পরম্পরায় উট্টঙ্কন করিয়া তুমি ইন্দ্র যজ্ঞ নিবারণ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি এবং গো সমূহের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছ।

(২৩৮) তখন গিরিরাজ ও গোপগণের পূজাবিধানও নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়া নিজেই যজ্ঞের প্রদত্ত উপহাররাশি ভোজন করিয়াছ। গোপদের বিশ্বাস উৎপাদনার্থে গিরিরাজের ছলে দৃঢ়তর অন্যরূপ প্রকাশ করিয়াছ।

(২৩৯) হে গোবর্দ্ধন শিরোরত্ন! হে গোবর্দ্ধনের মহত্বদায়ক! তদনন্তর তুমি সুসজিত গোপ-গোপীগণকে নানাবিধ উপহার সমভিব্যাহারে গিরিরাজের পরিক্রমাও করাইয়াছ। তোমাকে নমস্কার। [অষ্টপঞ্চাশ নমস্কার]

—০—

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

২৪০। জনিতেন্দ্ররুষং শক্রমদবৃষ্টি-শমোন্মুখম্।
গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্তস্ত্বাং বন্দেঽদ্ভুতবিক্রমম্ ॥
২৪১। লীলাগোবর্দ্ধনধর ব্রজরক্ষাপরায়ণ।
ভূজানন্তোপরিন্যস্ত-ক্ষানিভ-ক্ষাভৃদুত্তম ॥
২৪২। গোবর্দ্ধনচ্ছত্রদণ্ডভুজার্গল মহাবল।
সপ্তাহ-বিধৃতাদ্রীন্দ্র মেঘবাহন-গর্বভিৎ ॥

---

(২৪০) তুমি ইন্দ্রযজ্ঞলোপ করিয়া ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করাইয়াছ। ইন্দ্র মদভরে প্রচণ্ড বাতবর্ষাদি করিতে থাকিলে তুমি তাহার প্রশমনার্থে উদ্যুক্ত হইয়াছ। গোবর্দ্ধন পর্বত উত্তোলন করতঃ আশ্চর্যকর বিক্রমের প্রকাশ করিয়াছ।

(২৪১) তুমি লীলাশক্তিতে (অবলীলাক্রমে) গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছ। ব্রজের জীবসমূহের রক্ষা বিষয়ে একান্তচিত্ত হইয়াছ এবং অনন্তদেবের ফণোপরি ন্যস্ত পৃথিবীর ন্যায় একবাহুতে গিরিরাজ ধারণ করিয়াছ।

(২৪২) গোবর্দ্ধনরূপ ছত্রের পক্ষে তোমার ভুজদণ্ডই লগুড় হইয়াছিল; হে মহাবল! তুমি সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া ঐ গিরিরাজকে ধারণ করিয়া ইন্দ্র দর্পনাশ করিয়াছ।

২৪৩। সপ্তাহৈকপদস্থায়িন্ ব্রজক্ষুত্তৃড়নুদীক্ষণ।
জয় ভগেন্দ্রসংকল্প মহাবর্ষ-নিবারণ ॥
২৪৪। স্বস্থান-স্থাপিতগিরে গোপীদধ্যক্ষতার্চিত।
দেবতা-সুমনোবৃষ্টিসিক্ত বাসব-ভীষণ ॥ ৫৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৪৩) ব্রজবাসীদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি তোমার দৃষ্টিপাতেই বিদূরিত হইয়াছিল। সপ্তাহকাল একচরণে অবস্থান করিয়াছ; ইন্দ্রের সংকল্প ভঙ্গ করিয়া তুমি মহাবর্ষারও নিবারণ করিয়াছ।

(২৪৪) পুনরায় স্বস্থানে গিরিরাজকে স্থাপন করিলে গোপীগণ তোমাকে দধি তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিয়াছিলেন। দেবতাগণ কুসুম বর্ষণে তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; ইন্দ্রদেব অতিশয় ভয় পাইলেন। [একোনষষ্টিতম নমস্কার]

—০—

ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ

২৪৫। **জয়াদ্ভুতমহাচেষ্টা-বিস্মিতব্রজশঙ্কিত।**
গোপানুপৃষ্টজনক গোপোদ্‌গীতাখিলেহিত ॥
২৪৬। **নন্দোক্ত-গর্গসদ্বাক্য-গোপাশঙ্কা-নিরাসক।**
গোষ্ঠরক্ষক মাং রক্ষ গোপালানন্দ-বর্দ্ধন ॥ ৬০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৪৫) আশ্চর্যজনক মহা মহা ব্যাপার পরম্পরায় বিস্মিত ব্রজবাসীদিগের চিত্তে তোমার সম্বন্ধে নানা শঙ্কার উদয় হইল। গোপগণ তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তোমার যাবতীয় লীলাদি কীর্ত্তন করিলেন।

(২৪৬) নন্দ মহারাজের মুখে গর্গোচ্চারিত যুগাবতার প্রসঙ্গ শুনাইয়া গোপদের আশঙ্কা দূর করিয়াছ। হে গোষ্ঠরক্ষক! হে গোপালগণের আনন্দবর্দ্ধন! আমাকে রক্ষা কর। [ষষ্ঠিতম নমস্কার]

—০—

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

২৪৭। **ভীতলজ্জিতদেবেশ-কিরীটস্পৃষ্টপাদ হে।**
বাসবস্তুত সর্বজ্ঞ জিতমায়াস্তদূষণ ॥
২৪৮। **ধর্মপাল খলধ্বংসিন্ দুষ্টমানঘ্ন-চেষ্টিত।**
স্বীয়াপরাধক্ষমণ শরণাগতবৎসল ॥
২৪৯। **শক্রশিক্ষক শক্রত্ব-প্রদ হে সুরভীড়িত।**
সুরভী-প্রার্থিতেন্দ্রত্ব শ্রীগোবিন্দ নমোঽস্তু তে ॥

---

(২৪৭) ভীত ও লজ্জিত দেবেন্দ্র তোমার চরণে নিজ মস্তকের কিরীট রাখিয়া দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তোমাকে স্তব করিয়াছেন। ''হে সর্বজ্ঞ! তুমি মায়াতীত বলিয়া সর্বপ্রকার বিকারশূন্য।

(২৪৮) তুমি ধর্মপালক ও খল-ধ্বংসকারী মাদৃশ দুষ্টগণের মান নাশ করিতেই তোমার এই লীলার প্রকটন। নিজ অনুচরের অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি শরণাগতবৎসল।''

(২৪৯) এবম্বিধ স্তুতি শুনিয়া তুমি ইন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছ। পুনরায় ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার দান করিয়াছ, সুরভী তোমাকে স্তব করিয়া ইন্দ্র হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার করি।

২৫০। কামধেনুপয়ঃপূরাভিষিক্তামরপূজিত।
ঐরাবত-করানীত-বিয়দ্গঙ্গাজলাপ্লুত ॥
২৫১। গোগোপগোপীকানন্দিন্ সর্বলোক-শুভঙ্কর।
হর্ষপূরিতদেবেন্দ্র জগদানন্দবর্দ্ধন ॥ ৬১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৫০) কামধেনু সুরভীর দুগ্ধপ্রবাহে তুমি অভিষিক্ত এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছ। ঐরাবত-নীত আকাশ গঙ্গাজলে তোমার শরীর সিক্ত হইয়াছে।

(২৫১) ইহাতে গো, গোপ এবং গোপীকাগণের আনন্দ দান করিয়া সকল লোকের মঙ্গলকর হইয়াছ। তুমি ইন্দ্রকে আনন্দিত করিয়া জগতকেও আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছ। [একষষ্ঠিতম নমস্কার]

—০—

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

২৫২। প্রসীদ মে পয়োমগ্ন-নন্দান্বেষিন্ পিতৃপ্রিয়।
বরুণালয়-সংপ্রাপ্ত বরুণাভীষ্টদর্শন ॥
২৫৩। বরুণার্চিতপাদাব্জ বরুণাতিপ্রসাদিত।
বরুণাগঃক্ষমাকারিন্ নন্দবন্ধ-বিমোচন ॥
২৫৪। নন্দশ্রাবিত-মাহাত্ম্য গোপজ্ঞানাতিবৈভব।
গোপসংকল্পবিজ্ঞাতঃ করুণাকুলমানস ॥
২৫৫। স্বলোকালোকসংহৃষ্ট-গোপবর্গার্থবর্গদ।
ব্রহ্মহ্রদোদ্ধৃতাভীরাভীষ্টব্রহ্মপদপ্রদ ॥ ৬২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৫২) হে পিতৃপ্রিয়! বরুণের অনুচরগণ নন্দমহারাজকে পাতালে জলমধ্যে লইয়া গেলে তুমি তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বরুণালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলে। বরুণদেব তোমার দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন।

(২৫৩) বরুণ তোমার চরণকমলের পূজা করিলে তুমি তাঁহাকে অতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছ। বরুণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া নন্দবাবার বন্ধন মোচন করিয়াছ।

(২৫৪) নন্দবাবা গোপগণের নিকট তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা বুঝিলেন যে তোমার বৈভব গোপগণের জ্ঞানের অগোচর। তাঁহাদের সংকল্প তুমি বেশ অবগত হইয়াছ এবং করুণায় তোমার চিত্ত ব্যাকুল হইল।

(২৫৫) তখন তুমি তাহাদিগকে স্বলোক (গোলোক) প্রদর্শন করাইলে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তুমি চর্তুবর্গও দান করিয়াছ। ব্রহ্মহ্রদে গোপগণকে নিমজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহা হইতে উত্তোলন পূর্বক তাঁহাদিগকে অভীষ্ট ব্রহ্মপদই প্রদান করিয়াছ। [দ্বিষষ্ঠিতম নমস্কার]

—০—

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

**২৫৬। জয় জয় নিজপাদাম্বোজসৎপ্রেমদায়িন্
রসিকজন-মনোহৃদ্ রাসলীলা-বিনোদিন।
বিবৃতমধুরকৈশোরাতিলীলাপ্রভাব-
প্রিয়জনবশবর্ত্তিন্ ব্যক্ত-সত্যস্বভাব ॥**

**২৫৭। ত্যক্তাত্মরামতামায় তুচ্ছীকৃতনিজাগম।
ভক্তপ্রার্থ্যনিজপ্রেমধারাদানার্থরাসকৃৎ ॥**

---

(২৫৬) হে রাসবিহারিন্! তুমি নিজ চরণকমলে অত্যুত্তম উজ্জ্বল রসাশ্রিত প্রেমদান করিয়া থাক—তোমার জয় হউক। রসিকজনের মনোমোহকর রাসলীলা প্রকটন পূর্ব্বক তুমি ক্রীড়া কর। নবীন মাধুর্য্যময় কৈশোর আবিষ্কার করিয়া তাহাতে বেণুমাধুর্য্যাদি বিবিধ বিনোদের প্রভাব বিস্তার কর। তুমি প্রিয়জনের বশীভূত থাক—ইহাতে তোমার নিত্য স্বভাব—রসরাজ-মহাভাবের ব্যক্ত হইয়াছে। গোপীগণের প্রার্থিতমত তাঁহাদের সহিত রাসলীলা অভিনয়ের প্রতিশ্রুতিতে তোমার নিত্য মধুর ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(২৫৭) তুমি এক্ষণে ভগবত্তা প্রকাশে বা পরদার বিনোদে নিজ আত্মারামত্বের মায়া (দম্ভ বা সীমা) ত্যাগ করিয়াছ। অথবা নিজবশবর্ত্তিনী যোগমায়ার আশ্রয়ে তোমার আত্মারামত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিম্বা তুমি আত্মারামতা ও আবরণাত্মিকা মায়া (কাপট্য) ত্যাগ করিয়াছ, যেহেতু এই রাস প্রসঙ্গে উহাদের প্রয়োজন নাই, কেননা নিজ চরণ কমলে প্রেম সম্পদ্ বিস্তার করাই এখনকার মুখ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং আগমাদি শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়াও ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত স্ব-প্রেমমাধুর্য্য প্রদর্শনার্থে তোমার এই রাসলীলার অবতারণা।

**২৫৮। শরন্নিশা-বিহারোৎক চন্দ্রোদয়রতাশয়।
গোপী-বিমোহনোদ্গীত পরমাকর্ষ-পণ্ডিত ॥**

**২৫৯। অনাদৃতনিষেধৌঘী-কৃতগোপসতীগণ।
ত্যক্তসর্ব্বক্রিয়াপেক্ষ-গোপস্ত্রীপ্রাপ্তসঙ্গম ॥ ৬৩ ॥**

**২৬০। প্রসীদ ভর্ত্তৃসংরুদ্ধগোপী-প্রেমাগ্নি-বর্দ্ধন।
স্বকামোন্মত্তগোপস্ত্রী-দেহবন্ধ-বিমোচন ॥**

**২৬১। শুকক্রোধোক্তি-নির্ণীত-মহামহিম-সাগর।
ক্রোধাদিভজমানার্থপ্রদ-স্মরণ মাং স্মর ॥ ৬৪ ॥**

---

(২৫৮) শরৎকালীন নিশা সমূহে বিহার করিতে তোমার উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয় দর্শনে তোমার সুরতাভিলাষ উদ্দীপিত হইল, গোপীগণের আকর্ষণ বিদ্যায় তুমি কুশলী। গোপীগণকে মোহনার্থে তুমি উচ্চ সুমধুর গীত করিয়া থাক।

(২৫৯) পতি প্রভৃতি গৃহজনগণের নিষেধে অনাদর করাইয়া তাঁহাদিগকে অভিসার করাইয়া একস্থলে মণ্ডলীকৃত করিয়াছ। গোদোহন, পরিবেশন, পতিশুশ্রূষাদি সকল ক্রিয়া এবং শিশু, পতি ও গুরুজনাদির অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া যে সব গোপী আসিয়াছিলেন—তুমি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ। [ত্রিষষ্টিতম নমস্কার]

(২৬০) পতি প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে সংরুদ্ধাগোপীগণের প্রেমাগ্নি বিপুলভাবে বর্দ্ধিত করিয়া তুমি স্বকামে উন্মত্তা ঐ গোপীগণের কঠিন দেহ বন্ধন বিমোচন করিয়াছ।

(২৬১) ইঁহাদের গুণময় দেহত্যাগের প্রসঙ্গ শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিলেন—"গোপীগণের সেই সেই পতিপুত্রাদিতে বস্তুতঃ ব্রহ্মত্ব

২৬২। গোপীকানয়নাস্বাদ্য গোপীবঞ্চনবাক্‌পটো।
গোপীমিষ্টোক্তিশুশ্রূষা-স্বধর্মভয়দর্শক ॥
২৬৩। গোপীমহাধি-বিস্তারিন্ গোপীরোদন-বর্দ্ধন।
গোপ্যর্থিতাঙ্গসংসর্গ গোপীকাকুক্তি-নির্বৃত ॥
২৬৪। অবহিত্থা-পরিত্যক্ত প্রোদ্যন্মানস-বিক্রিয়।
ধূর্তাগ্রগণ্য মাং পাহি কামমুগ্ধ স্মিতানন ॥

থাকিলেও যেমন ঐ বুদ্ধির অভাবে তাঁহাদের ভজনে মোক্ষ হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েও গোপীগণের ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকায় তাঁহার স্মরণে কি প্রকারে ইঁহাদের মোক্ষ হয়''! ইহার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী যেন ক্রোধের সহিতই তোমার মহামহিমা সাগর নিরূপণ করিয়াছেন। কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহাদির সহিত স্মরণ-ভজনকারীগণকেই তুমি পুরুষার্থ দান করিয়া থাক। হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে একবার স্মরণ কর। [চতুঃষষ্ঠিতম নমস্কার।]

(২৬২) গোপীগণ তোমার অসমোর্দ্ধ রূপসৌন্দর্য্য নয়ন দ্বারা আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তুমি গোপীগণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিয়াছ। তাঁহাদের মিষ্ট বাক্য শ্রবণের লালসায় তুমি তাঁহাদিগকে পাতিব্রত্যহানি প্রভৃতির ভয় দেখাইয়াছ।

(২৬৩) এইভাবে তুমি তাঁহাদের অন্তরে মহাবেদনার সৃষ্টি করিয়াছ। তাঁহাদিগকে তুমি যথেষ্ট রোদন করাইয়াছ। গোপীগণ কর্ত্তৃক তোমার অঙ্গ-সঙ্গ প্রার্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের কাকুক্তি শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছ।

(২৬৪) গোপীদের অবহিত্থা (ভাব-গোপন) সূচক বাক্যে তুমি পরিত্যক্ত হইলে তোমার যথেষ্ট চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইল। হে ধূর্ত্ত শিরোমণি! হে কামমুগ্ধ! হে মৃদুমধুর-হাস্যশালীন! এই সকল দিব্য প্রেমরসে আমার মনোনিবেশ করাইয়া আমাকে রক্ষা করুন।

২৬৫। ব্যক্তস্বভাব-মধুর স্মরলোলিত-লোচন।
গোপীমনোহরাপাঙ্গ গোপীকা-শতযূথপ ॥
২৬৬। বৈজয়ন্তীস্রগাকল্প শরচ্চন্দ্রনিভানন।
যমুনা-পুলিনাসীন গোপীরমন পাহি মাং ॥
২৬৭। জিতমন্মথ তন্ত্রজ্ঞ গোপীমান-বিবর্দ্ধন।
গোপীকাতিপ্রসাদার্থকৃতান্তর্ধান-বিভ্রম ॥ ৬৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(২৬৫) অনন্তর গোপীদের প্রত্যুত্তরে তোমার অন্তরে আনন্দের সঞ্চার হইলে তোমার অর্ন্তনিহিত গোপন ভাবটি প্রকাশিত হইল। হে পরমমনোজ্ঞ! তখন কামোদয়ে তোমার নেত্রদ্বয় চঞ্চলায়মান হইল। তোমার কটাক্ষ বিক্ষেপ গোপীদের মন হরণ করিল। তুমি শত শত গোপীকাযূথের অধিপতি হইয়া বিরাজ করিয়াছ— তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর করিয়া অধরামৃতাদির আদান-প্রদানে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি অপ্রাকৃত দিব্য প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়াছ।

(২৬৬) তোমার কণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা— তোমার মুখ শরচ্চন্দ্র-সদৃশ নির্মল; যমুনা-পুলিনে আসীন হইয়া তুমি গোপীদের সহিত বিবিধ বিহারে প্রমত্ত হইয়াছ। এই লীলাবিনোদ অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে স্ফুরণ করাইয়া আমার প্রতিপালক হও—এই প্রার্থনা ।

(২৬৭) তুমি সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন কামশাস্ত্র পারদর্শী। প্রথমতঃ গোপীদের মান বৃদ্ধি করিয়াছ; তদন্তর সম্ভোগরসের পুষ্টি বিধানের জন্য বিপ্রলম্ভ রসের অঙ্গীকার করতঃ গোপীদিগকে নিরতিশয় প্রসাদিত করিতে অন্তর্ধান লীলা প্রকটিত করিয়াছ। [পঞ্চষষ্ঠিতম নমস্কার]

—০—

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

২৬৮। জয় গোপীগণান্বিষ্ট বৃক্ষসংপৃষ্টদর্শন।
তুলসী মালতী-মল্লী-যূথিকাপৃষ্ট-বীক্ষণ ॥
২৬৯। ক্ষিত্যুৎসব সমালোক-সম্ভাবিত-সমাগম।
এণীপৃষ্ঠাঙিঘ্র পাপৃষ্ঠলতোৎপুলক-সূচিত ॥
২৭০। উন্মত্তীকৃতগোপ্যোঘ গোপীকানুকৃতেহিত।
জয় গোপীগণাবিষ্ট স্বভাবাপিত-গোপিক ॥

---

(২৬৮) তুমি অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ তোমাকে দিকে দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—তাঁহারা বিরহে উন্মাদিনী হইয়া অশ্বত্থাদি বৃক্ষের নিকট তোমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুলসী, মালতী, মল্লিকা ও যূথিকাদি লতারাজির নিকট তোমার দর্শন-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন।

(২৬৯) তৎপরে পৃথিবীতে স্নিগ্ধ দুর্বাঙ্কুরাদির উদ্‌গম দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন যে অবশ্যই তুমি তথায় গমন করিয়া থাকিবে। হরিণীগণের দর্শনাভিনিবেশে, পৃষ্ট বৃক্ষসমূহের ফল-পুষ্পাদি ভার হেতু নম্রতায় এবং অপৃষ্ট লতারাজির কৃষ্ণ-সঙ্গ-জনিত উচ পুলকাঙ্কুরাদি দ্বারা তোমার তত্রত্য আগমন সংসূচিত হইয়াছে।

(২৭০) গোপীগণকে অপ্রাকৃত দিব্য প্রেমরসে উন্মত্তীকৃত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজ লীলানুকরণ করাইয়াছ। এইভাবে গোপীগণের অন্তরে বিচ্ছেদের প্রেমরসে পূর্ণ করিয়া তুমি তাঁহাদিগের অন্তরের মধ্যে নিজভাব সমর্পণ করিয়াছ।

২৭১। গোপীলক্ষিতপাদাব্জ-লক্ষমার্গিত-পদ্ধতে।
অন্যস্ত্রীযুক্ত-পাদাব্জচিহ্নেক্ষা-গোপিকার্ত্তিদ ॥ ৬৬ ॥
২৭২। রাধারাধিত রাধেশ রাধিকা-প্রাণবল্লভ।
রাধারমণ বন্দে ত্বাং রাধিকাপ্রেম-নির্জিত ॥
২৭৩। রাধা-সংন্যস্তসর্ব্বস্ব স্ত্রীস্ত্রৈণগতিদর্শক।
রাধানুতাপ-সংমোহকরান্তর্ধান-কৌতুক ॥
২৭৪। সখীগণাপ্তরাধোক্ত তদ্বিস্মাপন-চেষ্টিত।
রাধাসহিতগোপস্ত্রী-মুহুর্মার্গিত পাহি মাম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৭১) তাঁহারা তোমার শ্রীচরণ কমলের অসাধারণ চিহ্নসমূহের অনুসরণ করিতে করিতে তোমার গমন পথে চলিলেন। অন্য স্ত্রীর সহিত মিলিত তোমার পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। [ষট্‌ষষ্টিতম নমস্কার]

(২৭২) তুমি রাধা কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে আরাধ্য বা বশীভূত হইয়াছ, তুমি রাধার সর্ব্বেষ্টদায়ক, শ্রীমতী রাধার প্রাণবল্লভ, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীমতী রাধা প্রেমের নিতান্ত বশীভূত।

(২৭৩) তুমি শ্রীমতী রাধাতে নিজ যৌবন, মন ও প্রাণাদি যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ; লোকশিক্ষার জন্য আবার স্ত্রীদের দৌরাত্ম্য এবং কামিগণের দৈন্যাদি অবস্থা দর্শন করাইয়াছ। কাজেই শ্রীমতি রাধার অনুতাপকর ও সম্মোহকর তোমার অন্তর্ধান ও কৌতুক।

(২৭৪) সখীগণ শ্রীরাধার দর্শন পাইয়া তাঁহার মুখে তোমার সর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তোমার ঈদৃশ চেষ্টা-পরম্পরা তাঁহাদের বিস্ময়করই বটে। শ্রীমতী রাধার সহিত গোপীগণ মিলিয়া তোমার উদ্দেশ্যে মুহুর্মূহু-অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! আমাকে বিরহ সাগর হইতে উদ্ধার কর। [সপ্তষষ্টিতম নমস্কার]

—০—

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

২৭৫। পুনঃ পুলিন-সংপ্রাপ্ত গোপীগীতার্থিতোদয়।
জন্মমাত্রব্রজশ্রীদ স্বজনান্বেষণার্ত্তিদ ॥
২৭৬। দৃগব্জহন্যমান-স্ত্রীবধ-নিঃশঙ্কহৃদয়।
বিষাদি-নানাদুঃখঘ্ন স্বীয়ার্ত্তিজ্ঞান্তরাত্মদৃক্ ॥
২৭৭। বিশ্বরক্ষার্থসঞ্জাত ভক্তাভয়দ-হস্ত হে।
স্বজন-প্রার্থ্যসংস্পর্শ নানাগুণ-পদাম্বুজ ॥
২৭৮। মনোজ্ঞ মধুরালাপ দাসীগণ বিমোহন।
শ্রুতিমঙ্গল-সন্তপ্তপ্রাণার্থদ-কথামৃত ॥

(২৭৫) গোপীগণ পুনরায় পুলিনে আসিয়া সঙ্গীত দ্বারা তোমার আবির্ভাব প্রার্থনা করিলেন—তুমি জন্মমাত্র ব্রজের শোভা সমৃদ্ধিদান করিয়াছ; এক্ষণে নিজেকে অন্বেষণ করাইয়া স্বজনদিগকে আর্ত্তি দিতেছ।

(২৭৬) নয়নকমলের আঘাতে হন্যমান স্ত্রীগণের বধে তোমার হৃদয়ে কোনও শঙ্কা নাই; তুমি ত পূর্বে ব্রজবাসীগণকে বিষজল, রাক্ষস প্রভৃতি কৃত বহুবিধ দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়াছ। তুমি স্বীয় গোপীগণের আর্ত্তির কথা অবগত আছ, যেহেতু তুমি সকলের অন্তরের খবরও জান।

(২৭৭) বিশ্বের রক্ষার জন্যই তোমার এই আবির্ভাব; তোমার হস্ত এই ভক্ত গোপীগণের অভয়দানকারী; তোমার স্বজনগণ তোমার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিতেছে। তোমার চরণ কমলে প্রণতলোকের পাপহারিত্ব প্রভৃতি বহুবিধ গুণরাজি বর্ত্তমান আছে।

(২৭৮) তোমার আলাপ চিত্তাকর্ষক ও অমৃতবৎ মিষ্ট, কাজেই তুমি দাসীগণকে বিশেষভাবে মোহিত করিয়া থাক। তোমার কথামৃত শ্রবণ রসায়ন এবং তোমার বিরহতাপে জর্জ্জরিত জনগণের প্রাণদ ও সর্বাভীষ্টদায়ক।

২৭৯। মনঃক্ষোভকমাধুর্য্য মৃদুলাঙ্ঘ্রিবনাটক।
যুগায়িত-বিয়োগাণো মনোহৃদধরামৃত ॥
২৮০। সর্ব্বত্যাগার্থিতগতে মহামোহনরূপ হে।
ব্রজমঙ্গলকৃদ্-ব্যক্তে স্বজন-প্রার্থ্য-পূরক ॥
২৮১। অতিকোমল-পাদাব্জ-কণ্টকারণ্যসঞ্চর।
গোপস্ত্রী-জীবিতাকর্ষি-দুর্গভূভ্রমণাব মাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(২৭৯) তোমার সুন্দর হাস্য, প্রেমদৃষ্টি, বিহার ও রহঃকথা প্রভৃতির মাধুর্য্যে মনের ক্ষোভকর। এক্ষণে তুমি মৃদুল চরণে বনপর্য্যটন করিতেছ—তোমার নিমেষার্দ্ধ বিরহও যুগবৎ বলে মনে হয়, তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশক এবং ইতররাগ নিবর্ত্তকাদিগুণে মনোহরণ করে।

(২৮০) পতিপুত্রাদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াই গোপীগণ তোমার প্রপন্নজন ত্রাণকারী স্বভাবের প্রার্থনা করিতেছে। ঐ ত্যাগের হেতু তোমার মহামোহন সৌন্দর্য্য-পঞ্চক রতি প্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষা, গোপী-দর্শন জনিত কামভাব, প্রহসিত বদন, সপ্রেম দৃষ্টিপাত এবং শোভাস্পদ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল। তোমার প্রাকট্য ত এই ব্রজবাসীগণের সর্বদুঃখ নিরসনের জন্যই। তুমি স্বজনগণের প্রার্থনীয় হৃদ্‌রোগনাশন ঔষধ ত দান কর।

(২৮১) অতি কোমল চরণে তুমি কণ্টকময় অরণ্যে দুর্গম ভূমিতে গোপীগণের জীবনাকর্ষক হইয়া বিচরণ করিতেছ। হে কৌতুকী গোপীজনবল্লভ! গোপীগণকে দর্শনদান করাইয়া তাঁহাদের দাসী আমাকে রক্ষা কর। [অষ্টষষ্টিতম নমস্কার]

—০—

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

২৮২। অত্যুচ্চ-গোপিকাদুঃখ-রোদনোন্মথিতেন্দ্রিয়।
জয় গোপীপুনর্দৃষ্ট-স্ময়মান-মুখাম্বুজ ॥
২৮৩। শ্রীমন্মদনগোপাল পীতকৌশেয়বস্ত্রধৃক্।
প্রীত্যুৎফুল্লাক্ষ-গোপস্ত্রী-বেষ্টিত-প্রাণদায়ক ॥
২৮৪। বল্লবীস্তনসক্তাঙ্ঘ্রি গোপীনেত্রাব্জষট্‌পদ।
গোপস্ত্রীবিরহার্ত্তিঘ্ন বল্লভী-কামপূরক ॥

---

(২৮২) গোপীদের দুঃখহেতুক অত্যুচ্চ রোদনে তোমার ইন্দ্রিয়-সমূহ অতি ব্যাকুলিত হইয়াছে। অতএব তুমি পুনরায় গোপীদের নয়নগোচর হইয়া মৃদুমধুর হাস্যশোভিত মুখপদ্ম ধারণ করিয়াছ।

(২৮৩) মাল্যাদি বিবিধ ভূষণে এবং বৈদগ্ধ্য-মাধুর্য্যাদির প্রকটনে তুমি পরম শোভা সমৃদ্ধি ধারণ করিয়াছ। তুমিই সাক্ষাৎ মন্মথমদন গোপীগণকে ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া নিজের সঙ্কোচ সূচনা করিবার জন্যই বুঝি তুমি গলদেশে বা আপাদ মস্তকে পীতবস্ত্র ধারণ করিয়াছ! প্রীতিভরে বিকশিতনয়না গোপীগণ কর্তৃক তুমি বেষ্টিত হইয়াছ। তাঁহারা মূর্চ্ছাপন্ন হইলে তুমি স্বদর্শনামৃতে তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ।

(২৮৪) [প্রখরা দক্ষিণা পদ্মানামিকা] গোপীর স্তনদ্বয়ে তুমি চরণ নিহিত করিয়াছ। [প্রখরা অত্যন্ত স্বাধীনা বামা কান্তা শ্রীমতি রাধা নামিকা] গোপীর নেত্রপদ্মযুগলের তুমি মত্ত মধুকর হইয়াছ। এইরূপে দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা তুমি গোপস্ত্রীদের বিরহ-জনিত আর্ত্তির নাশ করিয়াছ। নিজ দর্শনানন্দ বিতরণে বল্লবীদিগের চিরকাল বিধৃত মনোরথ পূরণ করিয়াছ।

২৮৫। গোপীচেলাঞ্চলাসীন গোপীগণ-সভাজিত।
জয় গোপীসদোজাতাধিক-শ্রীরাজমান হে ॥ ৬৯ ॥
২৮৬। বিদগ্ধগোপীকাগাঢ়-ত্রিপ্রশ্নোত্তরদায়ক।
বিজ্ঞাতগোপ্যভিপ্রায় মহাচতুর-সিংহ হে ॥
২৮৭। স্ববাক্স্বাপ্তাকৃতজ্ঞত্বাদিদোষ-পরিহারক।
নিজাসাধারণপ্রেম-কারুণ্যস্থাপকাব মাম্ ॥
২৮৮। স্বীয়সঙ্গাপরিত্যাগিন্ স্বদানাতৃপ্তমানস।
প্রিয়োপকার-সংব্যগ্র বিরহপ্রেমবর্দ্ধন ॥ ৭০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(২৮৫) গোপীদের বস্ত্রাঞ্চলে সমাসীন হইয়া তাঁহাদিগের উপহৃত তাম্বুল সেবায়, নর্মালাপে ও কটাক্ষাদি দ্বারা তুমি সম্মানিত হইয়াছ। গোপীদের সভামধ্যে তুমি বিবিধ অসমোর্দ্ধ মাধুরী প্রকটন করিয়া শোভা পাইতেছ। তোমার জয় হউক। [একোনসপ্ততিতম নমস্কার]

(২৮৬) তুমি বিদগ্ধ গোপীগণের নিগূঢ় রহস্য-সূচক প্রশ্নোত্রয়ের উত্তর দান করিয়াছ। এই প্রশ্ন তিনটির তাৎপর্য্য এই—[গোপীগণে তোমার প্রীতি, ঔদাসীন্য অথবা দ্রোহ সম্ভাবনা আছে কি না, ইহাই স্ব-মুখে বলিতে হইবে] তুমি গোপীগণের অভিপ্রায় স্বীয় মুখেই নিজের কৃতঘ্নতা প্রকাশ জানিতে পারিয়াছ; কিন্তু তুমি উহাদের কৃত-প্রশ্নের একটিকেও স্পর্শ না করিয়া উত্তর দিয়াছ বলিয়া মহাচাতুর্য্যই প্রকাশ করিয়াছ।

(২৮৭) নিজের কথায় নিজের অকৃতজ্ঞত্বাদি দোষ পরিহার করিয়া নিজের অসাধারণ প্রেম ও কারুণ্যই স্থাপন করিয়াছ।

(২৮৮) তোমার জন্য যাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের নিজ বিষয়ক আনুগত্য বৃদ্ধির জন্য ক্ষণিক বিরহ দান

ত্রয়ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

২৮৯। গোপীবিরহ-সন্তাপহরালিঙ্গন-কোবিদ।
রাসক্রীড়ারসাকৃষ্ট জয় গোপীপ্রিয়ঙ্কর ॥

২৯০। রাসোৎসব-সমারম্ভিন্ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত।
গোপীহেমমণিশ্রেণী-মধ্যমধ্য-হরিন্মণে ॥

২৯১। স্বস্বপার্শ্বস্থিতিজ্ঞানানন্দিত স্ত্রীগণাবৃত।
দেবতাগণ-গীতাদি সুসেবিত নমোঽস্তু তে ॥

করিলেও কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ কর না। তুমি নিজকে দান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পার না। প্রেয়সীদের উপকার করিতে তুমি সর্বদায় ব্যগ্রচিত্ত এবং এইজন্যই বিরহ দ্বারা প্রেমকে বৃদ্ধি করিয়া থাক। [সপ্ততিতম নমস্কার]

(২৮৯) গোপীগণের বিরহ-সন্তাপ-নাশন আলিঙ্গনে তুমি পটু। অতঃপর রাসক্রীড়ায় নৃত্যগীত-চুম্বন-আলিঙ্গনাদিময় রসে তুমি আকৃষ্ট ও গোপীপ্রেমবশ হইয়া তাঁহাদের প্রিয়াচরণ করিয়াছ। তোমার জয় হউক।

(২৯০) তখন রাসোৎসব সম্যক্ প্রকারে আরম্ভ করিয়া তুমি গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়াছ। তুমি তাঁহাদিগকে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছ বলিয়া মনে হয় যেন—গোপীরূপ হেমমণিরাজির মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি বিরাজমান হইয়াছে!!

(২৯১) তাঁহারা তোমাকে নিজ নিজ পার্শ্বদেশেই অবস্থিত জ্ঞান করিয়া আনন্দিত মনে তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ গীতবাদ্যাদি ও পুষ্পবর্ষ্যাদি করিয়া তোমার সুন্দর সেবা করিয়াছেন। হে রাসরসবিনোদিন্! তোমাকে নমস্কার।

২৯২। গোপীকোদ্গীত-সুপ্রীত নৃত্যগীত-বিচক্ষণ।
স্বাত্মাস্য-দত্ততাম্বুল শ্রান্তগোপীধৃতাংসক ॥

২৯৩। স্বানুরূপ-ব্রজবধূ-নৃত্যগীতাদি-হর্ষিত।
বিমোহিত-শশাঙ্কাদি-স্থৈর্য্য-রাত্র্যতিদৈর্ঘ্যকৃৎ ॥

২৯৪। বিদগ্ধবল্লভীবৃন্দ-রতিচিহ্নাঙ্কিতাঙ্গ হে।
রতিশ্রান্ত-ব্রজবধূ-মুখমার্জ্জন-তৎপর ॥ ৭১ ॥

২৯৫। জলক্রীড়াতিকুশল স্বমালালিকুলাবৃত।
সহাস-গোপীকাব্রাত-সিচ্যমান নমোঽস্তু তে ॥

---

(২৯২) গোপীকাগণের উচ্চ গীত শ্রবণ করিয়া তোমার পরম প্রীতি হইয়াছিল। নৃত্য-গীতে তোমারও বেশ বিচক্ষণতা আছে। নিজমুখ হইতে তুমি (শৈব্যাকে) তাম্বুল-চর্বিত দান করিয়াছ এবং রাসে ক্লান্তা (শ্রীরাধা) তোমার স্কন্ধদেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

(২৯৩) [রূপ, গুণ, নৃত্য ও গীতাদিতে] নিজের অনুরূপ ব্রজবালাদের নৃত্যগীতাদিতে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। অদৃষ্টপূর্ব সেই রাসক্রীড়া দর্শনে বিমুগ্ধ করিয়া চন্দ্রনক্ষত্রাদিকেও তুমি স্থগিত করিয়াছ, বহুক্ষণ যাবৎ স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াভিলাষে একটি মাত্র রাত্রিকেও তুমি সুদীর্ঘ করিয়াছ।

(২৯৪) বিদগ্ধ গোপ-ললনাদের নখদন্ত-ক্ষতাদি বিবিধ সুরত-চিহ্নে তোমার অঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে। রতিশ্রান্ত ব্রজবধূদের মুখমার্জনে তৎপর হইয়া ব্যস্ততার সহিত ঘর্মবিন্দুসমূহ স্বীয় পরম সুখাত্মক করকমলে দূর করিয়াছ। [একসপ্ততিতম নমস্কার]

(২৯৫) তুমি জলকেলিতে অতি কুশলী; তোমার মাল্যরাজিস্থিত ভ্রমর সকল তোমাকে বেষ্টন করিয়াছে। গোপীকাগণ হাস্যসহকারে তোমার অঙ্গে জলসেচন করিতেছেন।

২৯৬। যমুনাজল-লীনাঙ্গ কালিন্দী-কেলিলোলিত।
যমুনাতীরসঞ্চারিন্ কৃষ্ণাকুঞ্জরতিপ্রিয় ॥
২৯৭। জয় শ্রীরাধিকাসক্ত জয় চন্দ্রাবলী-রত।
পদ্মাস্যপদ্মপানালে ললিতাপাঙ্গ-লালিত ॥
২৯৮। বিশাখার্থ-বিশেষার্থিন্ শ্যামলা-রতিনির্মল।
ভদ্রাভদ্ররসাধীন ধন্যা-প্রাণধনেশ্বর ॥
২৯৯। গোপজন্মাগত-স্বস্ত্রী-নিরন্তরবিলাসকৃৎ।
গোপীলম্পট হে গোপীস্তন-কুঙ্কুম-মণ্ডিত ॥ ৭২ ॥

---

(২৯৬) তুমি জল মধ্যে স্বীয় অঙ্গ লীন করিয়াছ। কালিন্দীতে জল বিহার করিতে করিতে তুমি চঞ্চল হইয়াছ। তৎপরে বনবিহার করিবার ইচ্ছায় তুমি যমুনাতীরে সঞ্চরণ করিয়াছ। যেহেতু যমুনাতীরে কুঞ্জ-সমূহে সুরত ক্রীড়া তোমার প্রীতিপদ!

(২৯৭) তুমি রাধায় আসক্ত অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বিপরীত বিহারাদি সম্পাদনে আনন্দে বিলাস কর। তুমি চন্দ্রাবলীতে রত (সুরতক্রীড়া) করিয়াছ, পদ্মার মুখপদ্মপানে মত্তভ্রমর তুমি ললিতার অপাঙ্গ বিক্ষেপে লালিত (পরমপ্রীত) হইয়াছ।

(২৯৮) বিশাখায় প্রেমধনের জন্য তুমি বিশেষ লালায়িত, শ্যামলায় তোমার রতি নির্মল, ভদ্রার ভদ্র (শৃঙ্গার) রসে তুমি অধীন হইয়াছ এবং ধন্যার প্রাণ ও ধনের ঈশ্বর (স্বামী) তুমি।

(২৯৯) এইভাবে তুমি গোপ বংশজাত পতি নিত্য প্রিয়াদিগের সহিত নিরন্তর বিলাস করিয়াছ। হে গোপী-লম্পট! তুমি গোপীগণের স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমে ভূষিত দেহ হইয়াছ। [দ্বিসপ্ততিতম নমস্কার]

৩০০। পরীক্ষিৎপৃষ্টরাসার্থ শুকোক্তৈশ্বর্য্যসঞ্চয়।
মুমুক্ষু-মুক্ত-ভক্তার্থ-সচ্চিদানন্দ-চেষ্টিত ॥
৩০১। গোপীমহামহিমদ গোপাসূয়াদ্যনাস্পদ।
গোপার্পিত-গৃহাপত্য-পত্নীপ্রাণ প্রসীদ মে ॥ ৭৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩০০) পরীক্ষিৎ মহারাজের সভাস্থ বিবিধ বাসনাবিশিষ্ট কর্মী, জ্ঞানী ও যোগিদের সন্দেহ-নিবারণ হেতু মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে রাসের প্রয়োজন-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশুকদেব তোমার ঐশ্বর্য্য সমূহেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তোমার সচ্চিদানন্দময়ী লীলা—মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়।

(৩০১) পরদারত্ব প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া গোপীদিগকে তুমি শ্রীশুকদেবমুখে মহা-মহিমা দান করিয়াছ। গোপগণও নিজ নিজ পার্শ্বে স্ব-স্ব স্ত্রী বিদ্যমান আছে মনে করিয়া তোমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা তোমাতেই গৃহ, পুত্র, স্ত্রী এবং প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছেন। হে রাসবিহারিন্! প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঐ রাসলীলায় প্রবেশাধিকার দান কর অথবা সেইরূপ সেবাধিকার প্রদান কর। [ত্রিসপ্ততিতম নমস্কার]

—০—

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

৩০২। জয়াম্বিকাবনপ্রাপ্ত সারস্বতজলাপ্লুত।
নিজপাদাম্বুজস্পৃষ্ট-নন্দগ্রাহি-মহোরগ ॥
৩০৩। বিদ্যাধরেন্দ্র-শাপঘ্ন জয় নন্দ-বিমুক্তিদ।
শ্রাবিতাহি-পুরাবৃত্ত সুদর্শন-বিমোচন ॥ ৭৪ ॥
৩০৪। কামপালসহক্রীড়া-সম্মানিত-নিশামুখ।
মনোহর-মহাগীত-মোহিত-স্ত্রীগণাবৃত ॥

(৩০২) তৎপরে তুমি বহুবিধ দ্রব্য-সম্ভার সহ অম্বিকা বনে সরস্বতী তীরে গমন করিয়াছ; তথায় সরস্বতীর জলে স্নান করিয়াছ। তোমার পিতা নন্দমহারাজকে মহা অজগর সর্প গ্রাস করিলে তুমি সেই সর্পকে চরণ কমলের স্পর্শ প্রদান করিয়াছ।

(৩০৩) তাহাতেই সর্প বপুধারী বিদ্যাধরেন্দ্রের শাপ-নাশ হইল এবং নন্দমহারাজেরও সর্প-কবল হইতে বিমুক্তি লাভ হইল। তুমি ব্রজবাসিগণকে সর্পের প্রাচীন কথা শুনাইয়াছ এবং সেই শাপগ্রস্ত সুদর্শনকে মুক্তি দিয়াছ। তোমার জয় হউক। [চতুঃসপ্ততিতম নমস্কার]

(৩০৪) বলদেবের সহিত হোরিকা ক্রীড়া করিয়া তুমি প্রদোষকালের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ। মনোহর মহাসঙ্গীত করিয়া তুমি গোপীগণকে মোহিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছ।

৩০৫। শংখচূড়-পরিত্রস্ত-গোপীকাক্রোশ-ধাবিত।
স্ত্রীরক্ষাস্থাপিতবল শঙ্খচূড় শিরোহর ॥
৩০৬। শঙ্খচূড়-শিরোরত্ন-প্রীণিতাগ্রজ পাহি মাম্।
অন্যোঽন্য-গোপীসাপত্ন্যানুৎপাদক নমোঽস্তু তে ॥ ৭৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(৩০৫) তৎপরে 'শঙ্খচূড়' নামক এক দৈত্যের ভয়ে সন্ত্রস্তা শ্রীরাধার (বা গোপীগণের) ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তুমি ধাবিত হইয়াছ। স্ত্রীগণের রক্ষার জন্য তুমি বলদেবকে নিযুক্ত করিয়া শঙ্খচূড়ের মস্তক ছেদন করিয়াছ।

(৩০৬) তুমি শঙ্খচূড়ের শিরোরত্নটি লইয়া অগ্রজ বলদেবকে দিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ। ইহাতে গোপীদের মধ্যে সাপত্ন্য-বিরোধ নিবারণ করিয়াছ অর্থাৎ ঐ মণিপ্রাপ্তির জন্য ঔৎসুক্যবতী গোপীদের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করিলে অন্যান্য সকলের মাৎসর্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সর্বমান্য বলদেবকে দেওয়ায় কোন ব্রজাঙ্গনারই আর অসূয়ার অবকাশ রহিল না। [পঞ্চসপ্ততিতম নমস্কার]

—o—

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

৩০৭। অহর্বিরহ-সন্তপ্ত-গোপীগীত-গুণোদয়।
জয় শোকাব্ধি-নিস্তার-প্রকারাত্যুচ্চকীর্ত্তন ॥
৩০৮। সাচীকৃতাননাম্ভোজ ব্যত্যস্ত পদপল্লব।
নর্ত্তিতভ্রূযুগাপাঙ্গ বেণুবাদ্য-বিশারদ ॥
৩০৯। বিশ্বমোহন-রূপং ত্বাং সিদ্ধস্ত্রী-কামবর্দ্ধনম্।
বন্দে চিত্রায়িতাশেষ-ব্রজারণ্য-পশুব্রজম্ ॥
৩১০। অবাহিত-প্রবাহৌঘ লতাদি-মধুবর্ষক।
স্বপার্শ্বাপিত-হংসাদে পর্জ্জন্যচ্ছত্র-সেবিত ॥

---

(৩০৭) [রাত্রিকালে গোপীদের সহিত বহুপ্রকারে মিলন হইয়া থাকে, কিন্তু] দিবাভাগে বিরহ সন্তপ্ত ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গীত দ্বারা তোমার গুণলীলাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব শোকসাগরের পার গমনেচ্ছুগণের পক্ষে তোমার নামগুণাদির উচ্চ কীর্ত্তনই প্রকৃষ্ট উপায়।

(৩০৮) বাম বাহুর উপরে বাম গণ্ড বিন্যাস করিয়া তুমি বদনপদ্মকে আনমিত (বক্রীভূত) করিয়াছ। বাম চরণের উপরে দক্ষিণচরণ অর্পণ করায় চরণ পল্লবের বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছ অর্থাৎ ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হইয়াছ। তোমার অতীব মনোহর ভ্রূযুগল ও অপাঙ্গদেশ নর্ত্তন করিতেছে।

(৩০৯) তুমি রূপে সকল জীবের অথবা সমগ্র বিশ্বের মোহনকারী সিদ্ধ স্ত্রীগণও তোমার সুমধুর বংশী ধ্বনিতে কামমোহিত হয়েন। শ্রীবৃন্দাবনের বৃষ, মৃগ ও গবাদি পশুসমূহ চিত্রার্পিতবৎ অবস্থান করে।

(৩১০) নদীসকল ভগ্নগতি বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। লতাদিও মধুধারা বর্ষণ করে। তোমার সুমধুর বাঁশরীতানে দূরস্থিত জলচর হংসাদি পক্ষী সকলকে নিকটে আনয়ন করে; মেঘ ছত্র হইয়া তোমার সেবা করে।

৩১১। ব্রহ্মাদ্যতর্ক্যসঙ্গীত কামার্পক-সমীক্ষণ।
স্বপদোদ্ধৃত-ভূতাপ বনিতাতরুভাবকৃৎ ॥
৩১২। হৃতচিত্তমৃগীপ্রাপ্ত-দিনান্ত-শ্রান্তি-কান্তিত।
যমুনাস্নানরম্যাঙ্গ সুখবায়ুপ্রপূজিত ॥
৩১৩। ব্রহ্মাদি বন্দ্যমানাঙ্ঘ্রে সুহৃদানন্দ-বর্দ্ধন।
মদচ্ছুরিত-লোলাক্ষ মুদিতানন-পঙ্কজ ॥
৩১৪। বনমালাপরীতাঙ্গ গজেন্দ্রগতিসুন্দর।
গোপিকা শ্রাবিতোৎকর্ষ হৃষ্টমাতৃক পাহি মাম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩১১) তোমার এই সুমধুর বংশীধ্বনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অচিন্ত্যনীয়। তোমার বিলাস রস-পূরিত দৃষ্টিপাতে ব্রজযুবতিগণেরও চিত্তে কাম উদ্বেলিত করে। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ প্রভৃতি শোভিত নিজ চরণ-চিহ্ন দ্বারা তুমি ব্রজমণ্ডলের ব্যাথা হরণ কর এবং ব্রজগোপীগণকে বৃক্ষ ভাব বা জাড্য দান কর।

(৩১২) হৃতচিত্তা মৃগীগণ অপরাহ্নে তোমার গোসন্ত্বালনকালে তোমার সমীপে আসিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করে। যমুনায় অবগাহন করিয়া তোমার শ্রীঅঙ্গ রমণীয় হইয়াছে। সুগন্ধি শীতল ধীর সমীরণ তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে সেবা করিতেছে।

(৩১৩) ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার চরণ বন্দনা করে এবং সহচরগণ পূতনা মোক্ষণাদি লীলা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তুমি তাহাদের মহানন্দ বর্দ্ধন কর। মদভরে তোমার সুন্দর নয়নযুগল রঞ্জিত বা বিঘূর্ণিত হইতেছে। তোমার বদন-কমল সুন্দরহাস্যযুক্ত।

(৩১৪) অনুপম বনমালায় তোমার অঙ্গ সুশোভিত; গজেন্দ্র লীলায় গমনে তুমি অতি সুন্দর । গোপিকাগণ যশোদা মাতার নিকট তোমার গুণাবলী গান করিলে মাতা আনন্দিত হইয়াছেন। তুমি আমাকে রক্ষা কর। [ষট্সপ্ততিতম নমস্কার]

—o—

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

৩১৫। অরিষ্টত্রাসিতাশেষ-ব্রজাশ্বাসক রক্ষ মাম্।
স্বভুজাস্ফোটনাহ্বান বৃষভাসুর কোপন ॥
৩১৬। উৎপাটিত বিষাণাগ্র-ঘাতিতোগ্রবৃষাসুর।
গোকুলারিষ্ট-বিধ্বংসিন্ অরিষ্টাসুরভঞ্জন ॥ ৭৭ ॥
৩১৭। নারদজ্ঞাপিতোদন্ত-কংসদুর্মন্ত্র-বর্দ্ধন।
কংস-সংপ্রার্থিতাক্রূর পুরানয়ন পাহি মাম্ ॥
৩১৮। দুষ্টোপায়-দুরোদ্যোগ-শতাকুলিত-কংসরাট।
রাজাজ্ঞানন্দিতাক্রূর জয় দানপতি-প্রিয় ॥ ৭৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(৩১৫) অরিষ্টাসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত নিখিল ব্রজবনের তুমি আশ্বাস-দায়ক। আমার ভজনারিষ্ট নাশ কর। নিজ ভুজের আস্কোটনে ও আহ্বানে ঐ বৃষভাসুরের কোপ উৎপাদন করিয়াছ।

(৩১৬) তুমি তাহার শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ উৎপাটন করতঃ তাহা দ্বারাই সেই ভয়ঙ্কর বৃষভাসুরকে আঘাত করিয়াছ। এইরূপে তুমি গোকুলের অরিষ্ট (অমঙ্গল) নাশ করিয়াছ এবং অরিষ্ট নামক অসুরকেও বধ করিয়াছ। [সপ্তসপ্ততিতম নমস্কার]

(৩১৭) [ব্রজলীলার সমাপ্তি নিশ্চয় করিয়া মাথুর লীলা আবির্ভাব করিবার জন্য কংস দ্বারা তোমাকে মথুরানয়নের যুক্তি প্রদানে বিচক্ষণ] নারদ ঐ কংসকে সকল বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে তুমি কংসের চিত্তে বসুদেবাদির হত্যারূপ কুমন্ত্রণারই বৃদ্ধি করিয়াছ। কংস তোমাকে মথুরা-পুরীতে আনয়ন করিবার জন্য অক্রূর মহারাজকে প্রার্থনা করিয়াছ।

(৩১৮) শত শত দুষ্ট উপায় ও দুষ্ট উদ্যোগাদি দ্বারা তুমি কংসকে সাতিশয় ব্যাকুলিত করিয়াছ। রাজা কংসের আজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া তুমি অক্রূরকে আনন্দ দান করিয়াছ। হে অক্রূর প্রিয়! তোমার জয় হউক। [অষ্টাসপ্ততিতম নমস্কার]

সপ্তত্রিংশঽধ্যায়ঃ

৩১৯। জয় গোকুল-সংত্রাসি-কেশী-বিক্ষেপণ প্রভো।
হয়াসুর-মহাস্যান্তঃ-প্রবেশিত-মহাভুজ ॥
৩২০। হেলাহত-মহাদৈত্য জয় কেশী-নিসূদন।
কেশবং কেশীমথনং বন্দে ত্বাং দেবতার্চিতম্ ॥ ৭৯ ॥
৩২১। জয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ-শ্রীনারদ-সমীড়িত।
অপরিচ্ছিন্ন-সন্মূর্ত্তে সর্বজীবেশ্বরেশ্বর ॥

(৩১৯) গোকুলের সন্ত্রাসকারী কেশী দৈত্যকে তুমি শত ধনু (৪০০ হাত) পরিমিত দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ। যেহেতু তুমি অমিত শক্তিধর। সেই হয়াসুরের মহাবদন মধ্যে তুমি নিজের বিশাল ভুজ প্রবেশ করাইয়াছ।

(৩২০) তৎপরে অবলীলাক্রমে সেই মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছ। হে কেশীনিসূদন! হে কেশব! হে কেশীমথন! দেবতাগণ পুষ্পবর্ষাদি করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিয়াছেন। তোমার জয় হউক। তোমাকে বন্দনা করি। [একোনাশীতিতম নমস্কার]

(৩২১) মহাভাগবতোত্তম শ্রীনারদমুনি তোমার সম্যক্ স্তুতি করিয়াছেন। "তুমি সর্বাতীত ও অনন্ত বলিয়া দিগ্‌দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্না নিত্যা মূর্ত্তি স্বীকার করিয়া থাক। প্রাপঞ্চিক ও প্রপঞ্চাতীত সকল জীবের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মাদি অধিকারী পুরুষগণকেও তুমি নিয়ামকরূপে শাসন কর।

৩২২। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃন্মায়াগুণসৃক্ সত্যবাঞ্ছিত।
ঋষিবাক্-স্মৃতদেবার্থ-কংস-সংহরণাদিক ॥
৩২৩। নারদজ্ঞাপিতাশেষকার্য্য-স্বীকারকোবিদ।
দর্শনোৎসব-সংহৃষ্ট-শ্রীনারদ-নমস্কৃত ॥ ৮০ ॥
৩২৪। হে মেষায়িত-গোপাল-পালন-স্তেয়-বিভ্রম।
গোপবেশধর-ব্যোম চৌর্য্যনীত-সুহৃদ্‌গণ ॥
৩২৫। দুষ্টব্যোমাসুরগ্রাহিন্ জয় ব্যোম-নিপাতন।
ময়পুত্রগুহারুদ্ধ-গোপবর্গ-বিমোক্ষক ॥ ৮১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

(৩২২) তোমার বহিরঙ্গা মায়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে। তুমিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আদি গুণ সমূহের সৃষ্টি কর; তুমি সত্য সংকল্প।" দেবর্ষি নারদের বাক্যে কংস বধাদি দেব কার্য্যের কথা তোমার স্মরণ হইয়াছে।

(৩২৩) তদনন্তর নারদ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত অশেষ কার্য্য স্বীকার করিয়া তুমি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছ। তোমার দর্শনোৎসবে সম্যক্ আনন্দিত নারদ তোমাকে নমস্কার করিয়াছে। [অশীতিতম নমস্কার]

(৩২৪) কয়েকজন গোপাল মেষ হইল এবং অপর কয়েকজন তাহাদের রক্ষক হইল। একদা তুমি মেষবৎ আচরিত গোপালগণের পালন ও চৌর্য্যের ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছ। তখন গোপবেশধর ব্যোমাসুর তোমার সখাগণকে চুরি করিয়াছিল।

(৩২৫) তুমি দুষ্ট ব্যোমাসুরকে ধরিয়া তাহার বধ সাধন করিয়াছ। তৎপরে ময়পুত্র সেই ব্যোম কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গোপবালকগণকে বিমুক্ত করিয়াছ। তোমার জয় হউক। [একাশিতম নমস্কার]

—o—

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

৩২৬। জয় দানপতি-ধ্যাত-মহামহিম-সঞ্চয়।
সল্লক্ষণার্থসদ্ভাগ্যাক্রূর-সম্ভাবিতেক্ষণ ॥
৩২৭। পাদাব্জধ্যায়কাক্রূর-লালসানন্দ-বর্দ্ধন।
অক্রূর-রথসংপ্রাপ্ত গোষ্ঠ-গোদোহনাগত ॥
৩২৮। জয় দানপতীক্ষাপ্ত ক্ষিতিকৌতুককৃৎপদ।
শ্বাফল্কি-লুঠনাধানপাদাম্বুজ-রজোব্রজ ॥

---

(৩২৬) অক্রূর তোমার মহিমা রাশি ধ্যান করিতেছেন—তুমি অত্যুত্তম কৃপালুতাদি-মহামহিমমণ্ডিত। অতএব ভাগ্যবান অক্রূরও তোমার দর্শন পাইতে পারেন, অথবা শুভ প্রভাতসূচক ধনাধিকারী মহা ভাগ্যবান্ অক্রূরও তোমার দর্শনের প্রত্যাশা করেন।

(৩২৭) তোমার চরণকমল ধ্যানকারী অক্রূরের লালসা ও আনন্দ তুমি ক্রমশই বৃদ্ধি করাইতেছ। অক্রূর রথ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন, তুমি তখন গোষ্ঠে গোদোহন করিতে আসিয়াছ।

(৩২৮) ব্রজভূমির অলঙ্কার স্বরূপ তোমার চরণচিহ্নসমূহ অক্রূরের নয়নপথের পথিক হইল। তখন তিনি তোমার চরণকমলের রজঃ সমূহে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

৩২৯। **জয় শ্বফল্কতনয়-নয়নানন্দ-বর্দ্ধন।**
রথাবপ্লাবিতাক্রূর জয়াক্রূরাভিবন্দিত ॥
৩৩০। **সুপ্রীত্যালিঙ্গিতাক্রূর জয় প্রণত-বৎসল।**
গান্দিনী-নন্দনাশেষ-মনোবাঞ্ছিত-পূরক ॥ ৮২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩২৯) তদনন্তর তুমি তাঁহার নয়নানন্দবর্দ্ধক হইয়াছ এবং তাঁহাকে উল্লম্ফনে রথ হইতে অবতারিত করিয়া তৎকর্ত্তৃক বন্দিতও হইয়াছ।

(৩৩০) তুমি প্রীতিভরে অক্রূরকে আলিঙ্গন করিয়াছ। হে প্রণত-বৎসল! তোমার জয় হউক। এইরূপে তুমি গান্দিনীনন্দনের অশেষ মনোবাসনা পূরণ করিয়াছ। [দ্বাশীতিতম নমস্কার]

—o—

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৩৩১। **অক্রূর-বর্ণিতাশেষকংস-দুর্বৃত্ত-কোপিত।**
দেবকীবসুদেবাদি-দুঃখ শ্রবণ-দুঃখিত ॥
৩৩২। **যাত্রামন্ত্রিত-গোপেশ মথুরাগমনোন্মুখ।**
প্রাতর্মধুপুরীযান-শ্রবণাকুল-গোকুল ॥
৩৩৩। **যশোদাহৃদয়াশঙ্কা-চিন্তাজ্বরশতপ্রদ।**
শোকাব্ধি-পাতিতাশেষব্রজ-যোষিদ্‌গণাব মাম্ ॥
৩৩৪। **শূন্যায়মান-জগতী-গোপীজীবন-তাপন।**
গোপীরোদন-বার্দ্ধারা-সংবর্দ্ধিত-নদীগণ ॥ ৮৩ ॥

---

(৩৩১) অক্রূরের মুখে কংসের নিখিল অত্যাচারের কথা শুনিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ; দেবকী ও বসুদেব প্রভৃতির দুঃখ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছ।

(৩৩২) মথুরাগমনের জন্য তুমি গোপেন্দ্র নন্দবাবাকে পরামর্শ দিয়া মথুরাগমন জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। আগামীকল্যই প্রাতঃকালে মধুপুরী গমনের বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া গোকুলবাসী জনগণকে ব্যাকুল করিয়াছ।

(৩৩৩) যশোদা মাতার হৃদয়ে শত শত আশঙ্কা ও চিন্তাজ্বর প্রদান করিয়াছ এবং নিখিল ব্রজাঙ্গনাকে দুঃখ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! আমাকে অতল বিরহ সাগর হইতে উদ্ধার কর।

(৩৩৪) জগৎকে মহাশূন্য বলিয়া প্রতীতিকারিণী গোপীগণের জীবনকে তুমি বিরহাগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়াছ!! অহো! তখন গোপীগণের নয়ন জলধারায় নদীগণকেও সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাইয়াছ!! [ত্র্যশীতিতম নমস্কার]

৩৩৫। জয়াক্রূর-রথারূঢ় গোপীরোদন কাতর।
শকটারূঢ়-নন্দাদি-গোপালগণ-বেষ্টিত ॥

৩৩৬। গোপীবিয়োগসন্তপ্ত রাধিকাবিরহাসহ।
স্বদূতপ্রেমমিষ্টোক্তি-গোপিকাশ্বাসনাকুল ॥

৩৩৭। গোপীহাহামহারাব-রোদনার্ত্তি-নিবর্ত্তিত।
মৃতপ্রায়-ব্রজবধূ-চুম্বনালিঙ্গনাসুদ ॥

৩৩৮। প্রসীদ সান্তনাভিজ্ঞ নানশপথ কারক।
কৃতাবধিদিনো জীয়া আশাপ্রাণ-প্রদায়ক ॥ ৮৪ ॥

---

(৩৩৫) অনন্তর তুমি অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া গোপীগণের বিরহ দুঃখে কাতর হইয়াছ। শকটারূঢ় নন্দাদি গোপগণ ও শ্রীদামাদি গোপালগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন।

(৩৩৬) তুমি গোপীদের বিয়োগে সন্তপ্ত হইয়াছ, শ্রীমতি রাধিকার বিরহ তোমার অসহ্যই হইয়াছিল। অতএব নিজের দূতাদি দ্বারা শীঘ্র আগমন সূচক মিষ্টি বাক্যে গোপীদের আশ্বাস দানে তুমি ব্যাকুল হইয়াছিলে।

(৩৩৭) গোপীদের হাহাকারে, রোদনে ও আর্ত্তি-ভরে তুমি রথ হইতে লম্ফ প্রদানে নীচে অবতরণ করতঃ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ, তৎপরে মৃতপ্রায় ব্রজবধূদিগকে চুম্বন আলিঙ্গনাদি করিয়া তাঁহাদের প্রাণদান করিয়াছ।

(৩৩৮) হে সান্তনাভিজ্ঞ! শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে তুমি নানাবিধ শপথ করিয়া 'পরশ্ব' আসিব বলিয়া দিনও নির্দ্ধারিত করিয়াছ। এই আশা দিয়া তুমি তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। হে মথুরাবিনোদিন তোমার জয় হউক অর্থাৎ শীঘ্রই কংসাদি অসুর সমূহকে বিনাশ করিয়া ব্রজে পুনরায় গমনপূর্ব্বক ব্রজদেবীগণকে সুস্থ কর—এই প্রার্থনা । [চতুরশীততম নমস্কার]

৩৩৯। শ্বাফল্কি-সঞ্চালিত-যানবাহং গোপাঙ্গনাসংবৃত-যানমার্গম্।
ধাত্রী-মহারোদন-দুঃখিতং ত্বাং নির্বাক্য-নন্দাদিধৃতং নমামি ॥

৩৪০। মারিত-স্ত্রীকতিপয় কতি-স্ত্রী-মূর্চ্ছনাকর।
উন্মাদিতৈক-তদ্‌যূথ রোদিতস্ত্রীসহস্রক ॥

৩৪১। মহার্ত্তস্বর-সংভগ্নকণ্ঠীকৃত-বধূশত।
প্রসীদ রথমার্গাঙ্ক-পাতিতৈকাবলাগণ ॥

---

(৩৩৯) অক্রূর তখন তোমার রথ চালাইলেন। গোপাঙ্গনাগণ রথের পথে আসিয়া গমন-পন্থা নিরোধ করিলেন। তুমি মা যশোদার মহারোদনে দুঃখিত হইয়াছিলে। তখন বাক্‌রোহিত নন্দাদিগোপগণ তোমাকে ধরিয়া রাখিলেন!! হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি।

(৩৪০) এই ব্যাপারে তুমি কত কত গোপস্ত্রীকে মারিয়াছ, কত কত স্ত্রীর মূর্চ্ছা করাইয়াছ— কোন কোন যূথকে উন্মাদিত করিয়াছ, সহস্র সহস্র গোপস্ত্রীকে রোদন করাইয়াছ।

(৩৪১) মহার্ত্তস্বরে শত শত গোপ বধূর কণ্ঠ সংরোধ হইয়াছে; আবার রথের পথমধ্যে বহু বহু অবলাকে পাতিত করিয়াছ।

৩৪২। জয়াশাতন্তুবদ্ধাসু-কতিস্ত্রী-কীর্তন-প্রদ।
মথুরাপদবী-বীক্ষাকুলিতৈকাঙ্গনাযুত ॥ ৮৫ ॥
৩৪৩। যমুনামজ্জিতাক্রূর জয়াক্রূর-রথস্থিত।
শ্বাফল্কি-জলসন্দৃষ্ট পরমাশ্চর্য্যদর্শক ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩৪২) কোনও কোনও গোপীর প্রাণকে আশা-সূত্রে বদ্ধ করিয়া নিজের লীলা কীর্ত্তন করাইয়াছ। কোনও কোনও ব্রজাঙ্গনাকে আবার মথুরার পথ-দর্শনে ব্যাকুলিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছ!! [পঞ্চাশীতিতম নমস্কার]

(৩৪৩) তুমি যমুনার জলে অক্রূরকে নিমজ্জিত করিয়াছ। অক্রূরের রথে বর্ত্তমান থাকিয়াও আবার অক্রূর কর্ত্তৃক জল মধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছ!! তুমি তাঁহাকে মহাশ্চর্য্য-ঘটনাবলি দর্শন করাইয়াছ!!!

—o—

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৩৪৪। অক্রূর-সংস্তুতানাদে পদ্মনাভাদিকারণ।
জগদ্দুর্বিজ্ঞেয়গতে ভজমানৈকগম্য হে ॥
৩৪৫। নানাযজ্ঞার্চ্চনীয়াঙ্ঘ্রে নানাখ্যারূপমার্গভাক্।
সর্বগত্যাপগাম্ভোধে সর্বদেবময়েশ্বর ॥
৩৪৬। জগদাশ্রয়-সর্বাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডালিগুহোদর।
শোকঘ্নানন্দদ শ্রীমদবতারাবলী-যশঃ ॥

---

(৩৪৪) তুমি অক্রূরের স্তবের বিষয়ীভূত হইয়াছ। তোমার কারণ নাই, তুমি অনাদি, তুমি পদ্মনাভ ব্রহ্মারও আদি কারণ, ব্রহ্মাদি সকল সৃষ্ট বস্তু তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না, অথচ তুমি ভজনকারী জনগণেরই বোধ্য হইয়াছ।

(৩৪৫) তোমার চরণ বহুবিধ অর্চ্চা পদ্ধতিতে পূজিত হয়; বিবিধ বিগ্রহে ও বিবিধ প্রস্থানে তুমি উপাসিত হও। সর্বদিগ্দেশ হইতে নদীগণের যেমন সমুদ্রই গতি, তদ্রূপ বিভিন্নমার্গে উপাসকগণেরও তুমিই একমাত্র মুখ্যাশ্রয়। তুমি সর্বদেবময় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণেরও স্বরূপাধারক) এবং নিয়ন্তা।

(৩৪৬) তোমার সর্বাঙ্গই জগতের আশ্রয়। তোমার উদর ব্রহ্মাণ্ডরাজির গুহারূপ আশ্রয়। তুমি অবতারাবলিবীজ বলিয়া তোমার প্রত্যেক অবতারই শোক নাশন, আনন্দদায়ক এবং সর্বশোভা সমৃদ্ধির নিদান।

৩৪৭। নানাকার্পণ্যবিজ্ঞাপি-মুমুক্ষ্বক্রূরযাচিত।
স্বপ্রেমভক্তি-সৎসঙ্গদায়ি-স্বৈককৃপাভর ॥
৩৪৮। গোপ্যবজ্ঞাহতাক্রূরশুষ্কস্তোত্রাভিবন্দিত।
পিতৃব্য-বিস্ময়োদন্ত-প্রচ্ছকাদ্ভুত-সাগর ॥ ৮৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

---

(৩৪৭) নানাপ্রকারে নিজ দৈন্য নিবেদনকারী মুমুক্ষু অক্রূর তোমাকে বহু প্রার্থনা করিয়াছেন। তোমারই মুখ্য কৃপাতিশয্য তোমাতে প্রেমভক্তি ও সৎসঙ্গ দান করিতে পারে।

(৩৪৮) গোপীদের অবজ্ঞাকারী অতএব অপরাধী অক্রূর শুষ্ক (ভক্তিহীন) স্তব করিয়া তোমার অভিবন্দন করিয়াছেন। পিতৃব্য অক্রূরকে তুমি তাহার বিস্ময়ের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে অদ্ভুত রসসমুদ্র! তোমার জয় হোক!! [ষড়শীতিতম নমস্কার]

—০—

একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

৩৪৯। মথুরোপবনপ্রাপ্ত-নন্দাদি-স্বজনাবৃত।
ব্রজার্ত্তিকারণাক্রূর-গৃহযানার্থনাকর ॥
৩৫০। স্বলঙ্কৃত-মহাশ্চর্য্যপুরীদর্শন-হর্ষিত।
পুরস্ত্রীবৃন্দ-নয়ন মনোহর নমোঽস্তু তে ॥
৩৫১। দধ্যাদি-মঙ্গলদ্রব্য-দ্বিজাতিকৃতপূজন।
পুরস্ত্রীকৃত-গোপস্ত্রী-পুণ্যশ্লাঘাতিনির্বৃত ॥ ৮৭ ॥
৩৫২। মথুরাজন-সংবীক্ষ্য রজকাংশুক-যাচক।
দুর্মুখাক্ষেপ-সংক্রুদ্ধ রঙ্গকার-শিরোহর ॥

---

(৩৪৯) নন্দাদি স্বজনগণ মথুরার উপবনে উপনীত হইয়া তোমাকে বেষ্টন করিলেন। ব্রজের দুঃখের কারণ অক্রূরের গৃহে গমন তাঁহার দ্বারা প্রার্থনা করাইয়াছ।

(৩৫০) অনন্তর সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও মহাশ্চর্য্য মথুরানগরীর দর্শনে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। তুমি পুরস্ত্রীগণের নয়ন, মন ও প্রাণ হরণ করিয়াছ; হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি।

(৩৫১) দধি, অক্ষত প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা দ্বিজগণ তোমার পূজা করিয়াছেন; মথুরাবাসীগণের মুখে ব্রজাঙ্গনাগণের প্রশংসা-বাণী শ্রবণে তুমি অতিশয় সুখী হইয়াছ!! [সপ্তাশীতিতম নমস্কার]

(৩৫২) মথুরাবাসী জনমণ্ডলী তোমাকে উত্তমরূপে দর্শন করিতে লাগিল। তুমি রজকের নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়াছ; তখন দুর্মুখ রজকের সাটোপ বচনে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছ।

৩৫৩। **নিজপ্রিয়াম্বরদ্বন্দ্ব-পরিধান-বিভূষিত।**
অভীষ্টবস্ত্র-সংহৃষ্ট-রামগোপালি-সংযুত ॥

৩৫৪। **প্রসীদ বায়কোন্নীতচৈলেয়াকল্পভূষিত।**
নানালক্ষণ-বেশাঢ্য হে বায়ক-বরপ্রদ ॥ ৮৮ ॥

৩৫৫। **প্রসীদ হে সুদামাখ্য-মালাকার-গৃহাগত।**
মালিকপ্রীতিপূজাপ্ত-মাল্যবদ্ভক্তিসংস্তুত ॥

৩৫৬। **সুগন্ধি-নানামালালি স্বলঙ্কৃত নমোঽস্তু তে।**
সুদামাভীপ্সিতবর-বাঞ্ছাতীত-বরপ্রদ ॥ ৮৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥

---

(৩৫৩) তৎপরে নিজের প্রিয় বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া বিভূষিত হইয়াছ এবং রামাদি গোপগণও স্ব স্ব অভিষ্ট বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, তৎপরে তুমি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ।

(৩৫৪) তদনন্তর তন্তুবায় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বস্ত্রময় কটক, কুণ্ডল ও কেয়ূরাদি দ্বারা তুমি ভূষিত হইয়াছ। তখন তুমি বিবিধ বেশ-ভূষায় সুশোভিত হইয়া সেই বায়ককে সারূপ্যাদি বর প্রদান করিয়াছ। [অষ্টাশীতিতম নমস্কার]

(৩৫৫) তৎপরে তুমি সুদামা নামক জনৈক মালাকারের গৃহে উপনীত হইয়া তাহার প্রীতিতে পূজাদি স্বীকার করিয়াছ। তৎপ্রদত্ত মাল্য দ্বারা বিভূষিত হইয়া সেই মালাকার কর্ত্তৃক প্রেমভক্তি ভরে স্তুতও হইয়াছ।

(৩৫৬) সুগন্ধি নানাবিধ মাল্যে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি সেই সুদামাকে নিজেতে অচলা প্রেমভক্তি প্রভৃতি তাহার অভিষ্ট বর এবং লক্ষ্মী, বল, আয়ু, যশ, কান্তি ইত্যাদি বাঞ্ছাতীত বরও প্রদান করিয়াছ!! [একোননবতিতম নমস্কার]

—০—

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৩৫৭। **সহাসনর্ম-সংপ্রশ্নার্থিত-কুব্জানুলেপন।**
কুব্জাদত্তাঙ্গরাগাঢ্য সৈরিন্ধ্রীচিত্তমোহন ॥

৩৫৮। **কুব্জানুলিপ্তসর্বাঙ্গ হেঽঙ্গরাগানুরঞ্জিত।**
ত্রিবক্রা-বক্রতাহর্ত্তঃ কুব্জাসৌন্দর্য্যদায়ক ॥

৩৫৯। **কুব্জাকৃষ্টাম্বরধর কুব্জাচেষ্টাতিহাসিত।**
কৃতকুব্জা-সমাশ্বাস জয় কুব্জাবরপ্রদ ॥ ৯০ ॥

৩৬০। **নানোপায়ন-তাম্বূল-গন্ধাদি-বণিগর্চিত।**
জয় চিত্রায়িতাশেষপুরস্ত্রীগণ-বীক্ষক ॥

---

(৩৫৭) সহাস্য-পরিহাসোক্তি ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তুমি কুব্জার অনুলেপন প্রার্থনা করিয়াছ। কুব্জা প্রদত্ত অঙ্গরাগে তুমি সুশোভিত হইয়া রূপ-মাধুর্য্য ও হাস্যালাপাদি দ্বারা সেই সৈরিন্ধ্রীর (কুব্জার) চিত্ত মোহিত করিয়াছ।

(৩৫৮) কুব্জা তোমার সর্বাঙ্গে অনুলেপন দিয়াছেন; পত্রভঙ্গী রচনাক্রমে গণ্ড, বক্ষ ও ভুজাদিতে অনুলিপ্ত হইয়া তুমি ত্রিবক্রার বক্রতা হরণপূর্বক তাঁহাকে ঋজু করতঃ সৌন্দর্য্যদান করিয়াছ।

(৩৫৯) তখন কুব্জা তোমার বস্ত্র আকর্ষণ করিলে তুমি সেই বস্ত্র ধরিয়াছ এবং তাঁহার ভাব চেষ্টা দেখিয়া অতিশয় হাস্য সহকারে তাঁহাকে সমাশ্বাসন করতঃ বরপ্রদান করিয়াছ। তোমার জয় হউক। [নবতিতম নমস্কার]

(৩৬০) তৎপরে বণিকগণ তোমাকে নানাবিধ উপহার, তাম্বূল ও গন্ধাদি দ্বারা অর্চন করিয়াছে।

৩৬১। জয় প্রফুল্লনয়ন লীলাহসিতলোচন।
মত্তনাগেন্দ্র-গমন নাগরীগণ-মোহন ॥
৩৬২। ধনুঃস্থানপ্রশ্নকর জয়াদ্ভুতধনুর্ধর।
লীলা-সজ্জীকৃতেষ্বাস কংসকোদণ্ড-খণ্ডন ॥
৩৬৩। ধনূরক্ষকবৃন্দঘ্ন কংসপ্রেষিত-সৈন্যহন্।
কংসাতিত্রাসজনক শকটাবাস-সঙ্গত ॥ ৯১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩৬১) তখন তোমার নয়নযুগল প্রফুল্ল হইল এবং তুমি লীলায় হাস্যযুক্ত দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছিলে। উন্মত্ত গজরাজের গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়া তুমি নাগরীগণকে মোহিত করিয়াছ।

(৩৬২) তৎপরে পুরবাসীগণকে ধনুঃস্থান (ধনুর্মখশালা) জিজ্ঞাসা করিয়া (তথায় উপস্থিত হইয়া) বিচিত্র বর্ণ এবং অনুলেপন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত বৃহত্তর ধনু উত্তোলিত করিয়াছ। অবলীলাক্রমে তুমি সেই ধনুতে জ্যা রোপন করিয়া কংসের ধনু খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছ।

(৩৬৩) তৎপর ধনু রক্ষকগণকে বিনাশ করতঃ কংসের প্রেরিত সৈন্যগণকেও নিধন করিয়াছ। এইরূপে কংসের চিত্তে ভীষণ ত্রাস জন্মাইয়া তুমি শকটাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ!! [একনবতিতম নমস্কার]

—০—

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৩৬৪। কংসকারিত-মঞ্চৌঘ রঙ্গভূ-গমনোৎসুক।
জীয়াৎ কুবলয়াপীড়-গজরুদ্ধপথো ভবান্ ॥
৩৬৫। সংক্রুদ্ধাম্বষ্ঠ-নির্দ্দিষ্ট করীন্দ্রক্রীড়িতাব মাম্।
সদ্যঃ কুবলয়াপীড়ঘাতিন্ সিংহ-পরাক্রম ॥
৩৬৬। সমুৎপাটিত-নাগেন্দ্র-মহাদন্ত-বরায়ুধম্।
বন্দে কুবলয়াপীড়-মর্দ্দনং হতহস্তিপম্ ॥ ৯২ ॥
৩৬৭। রঙ্গপ্রবেশ-সুভগ-বীরশ্রী-পরিভূষিত।
স্কন্ধন্যস্ত-মহাদন্ত মদরক্তকণাঙ্কিত ॥

---

(৩৬৪) কংসদ্বারা তুমি বহু মঞ্চ নির্মাণ করাইয়া সেই রঙ্গভূমিতে গমনোৎকণ্ঠিতকু হইয়াছ; 'কুবলয়াপীড়' নামক গজরাজ তোমার পথরোধ করিলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া সর্বচিত্তাকর্ষক গুণের আবিস্কার করিয়াছ।

(৩৬৫) তুমি ক্রুদ্ধ হতিপক কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলে (অর্থাৎ তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হস্তিরাজকে চালাইলে) ঐ কুবলয়াপীড়কে ধরিয়া তুমি অপূর্ব খেলাই করিয়াছ। তৎক্ষণাৎ ঐ গজরাজকে বিনাশ করিয়া তুমি সিংহবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছ।

(৩৬৬) তখন সেই গজরাজের মহাদন্ত উৎপাটিত করতঃ তাহাকে তুমি সর্বোত্তম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছ। কুবলয়াপীড়কে বিনাশ করিয়া তুমি ঐ হস্তিপককেও হত্যা করিয়াছ।

(৩৬৭) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশোপযোগী সুন্দর বীর-শ্রীদ্বারা তুমি বিভূষিত হইয়াছ। তোমার স্কন্ধে মহাদন্ত, হস্তিমদে ও রক্তবিন্দুতে তোমার অঙ্গ চিহ্নিত হইয়াছে।

৩৬৮। প্রসীদ স্বেদকণিকালঙ্কৃতানন-পঙ্কজ।
রঙ্গস্থ-লোকাভিপ্রায়-ভাতাশেষরসাত্মক ॥
৩৬৯। মহাবীর মহারম্য মহাস্মর মহাসুহৃৎ।
মহেশ্বর মহাস্নিগ্ধ মহাকাল মহাগুরো ॥
৩৭০। মহাতত্ত্ব মহাসেব্য সর্বলোক মনোহর।
সপ্রেমেক্ষক-মঞ্চস্থ-লোকগীত-মহাযশঃ ॥ ৯৩ ॥
৩৭১। চাণূরভাষিতং বন্দে চাণূরোত্তর-দায়কম্।
চাণূরাতিপরাক্রান্তং মল্লযুদ্ধ-বিশারদম্ ॥ ৯৪ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩৬৮) স্বেদ কণাসমূহে তোমার মুখ-কমল অলঙ্কৃত হইয়াছে; রঙ্গ-মঞ্চস্থিত বহুবিধ লোকের বাসনানুসারে তুমি অশেষ রসের মূর্ত্তিরূপে প্রতীয়মান হইয়াছ!!

(৩৬৯) মল্লদিগের নিকটে তুমি মহাবীর, পৌরগণের নিকটে পরম চমৎকারী রূপগুণলীলাদি দ্বারা পরম দর্শনীয়, স্ত্রীদের নিকট প্রিয়তা রতির প্রকটনে মহাকাম, শ্রীদামাদি গোপগণের প্রিয়বয়স্য, অসাধু রাজন্যদের মহাশাসনকর্ত্তা, নিজ পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর কিম্বা নন্দ-বসুদেবের নিকট শিশুতা প্রকটনে মহাবাৎসল্যোদ্দীপক কংসের মহাকাল; অবিদ্বান অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণের নিকট মহাগুরু।

(৩৭০) সনকাদি জ্ঞানি-ভক্তদের নিকট পরতত্ত্ব ব্রহ্ম রূপের প্রকাশনে মহাতত্ত্ব; অক্রুর উদ্ধব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দের মহাসেব্যরূপে তুমি তত্রত্য সর্ববিধ লোকের স্বরুচিপূর্ণানুসারে মহারস স্বরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই মনোহরণ করিয়াছ। রঙ্গস্থিত লোকমণ্ডলী প্রেমভরে তোমার লীলাবিলাসাদির মহাযশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। [ত্রিনবতিতম নমস্কার]

(৩৭১) তৎপরে কংসপ্রেরিত চানূর তোমাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলে তুমি 'তোমরা ভোজপতি কংসের প্রজা' ইত্যাদি বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছ। তুমি তখন চানূরের সহিত যুদ্ধে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া মল্লযুদ্ধের সুকৌশল দেখাইয়াছ। তোমাকে বন্দনা করি। [চতুর্নবতিতম নমস্কার]

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৩৭২। সহজপ্রেমমৃদুল পুরস্ত্রীগণ শোচিত।
পুরস্ত্রীনিন্দিতাশেষসভ্যলজ্জাতি-লজ্জিত ॥
৩৭৩। স্ত্রীগণোদ্গীত-মহিম-ব্রজস্ত্রীস্তুতিহর্ষিত।
পিতৃমাতৃমহার্ত্তিজ্ঞ জয় চাণূর-মর্দ্দন ॥
৩৭৪। শল-তোশলসংহর্ত্তর্বলঘাতিত-মুষ্টিক।
বিদ্রাবিতান্যমল্লৌঘ রাম-পাতিত-কূটক ॥ ৯৫ ॥

---

(৩৭২) চানূরের সহিত তুমি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহা কারুণিক পুরস্ত্রীগণ সহজ প্রীতিতে বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। পুরস্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক নিন্দিত সভ্যগণের লজ্জা দেখিয়া তুমিও অতিশয় লজ্জিত হইয়াছ।

(৩৭৩) তৎপরে ঐ স্ত্রীগণ উচ্চ কণ্ঠে তোমার মহিমা-গান করিয়াছে। ব্রজাঙ্গনাদের ভাগ্য-বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তুমি আনন্দিত হইয়াছ। পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর বা নন্দ-বসুদেবের মনে তোমার বল-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকায় তাঁহাদের যে অনুতাপ হইয়াছিল—তাহা তুমি জানিয়া চানূরকে বিনাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষের আবিষ্কার করিয়াছ।

(৩৭৪) তুমি শল ও তোষলকে সংহার করিয়াছ এবং বলদেবের হস্তে মুষ্টিককেও নিঃশেষ করিয়াছ। ইহাদের মৃত্যুদর্শন করাইয়া অন্যান্য মল্লগণকেও পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছ। আবার বলরাম দ্বারা কূটনামক মল্লকেও তুমি বিনাশ করিয়াছ। [পঞ্চনবতিতম নমস্কার]

৩৭৫। উচ্চমঞ্চস্থ-দুর্বৃত্তকংসদুর্বাক্য-কোপিত।
আত্তাসি-চর্ম্মসঞ্চারি-কংসকেশগ্রহোদ্ধত ॥
৩৭৬। ভূমিপাতিত-ভোজেন্দ্র কংসোপরি-বিকূর্দ্দিত।
কংসধ্বংসন কংসারে জয় কংস-নিসূদন ॥
৩৭৭। হৃতোর্বীভয়ভারার্ত্তে জগচ্ছল্য-বিনাশক।
পিতৃমাতৃ প্রহর্ষার্থ মৃতকংস-বিকর্ষক ॥
৩৭৮। ব্রহ্মেশাদি-সুরানন্দিন্ কালনেমি-বিমুক্তিদ।
বলঘাতিত-দুষ্টাষ্টকংস সোদর পাহি মাম্ ॥ ৯৬ ॥
৩৭৯। কংসযোষিৎ-সমাশ্বাসিন্নাদিষ্ট-মৃত-সৎক্রিয়।
পিতৃমাতৃ পদানম্র পিতৃবন্ধবিমোক্ষক ॥ ৯৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(৩৭৫) তৎপরে উচ্চমঞ্চারূঢ় দুর্বৃত্ত কংসের দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার ক্রোধ হইল। অসি ও চর্ম গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালনকারী কংসকে কেশে দৃঢ়রূপে ধরিয়া।

(৩৭৬) ভূমিতে নিপাতিত করতঃ সেই ভোজরাজের উপরে তুমি খেলা করিয়াছ। হে কংস-নাশন! হে কংসারি! হে কংস-নিসূদন! তোমার জয় হউক।

(৩৭৭) ইহাতে তুমি পৃথিবীর ভয়, ভার ও আর্ত্তি এবং জগদ্বাসিগণের শল্যবিনাশ করিয়াছ। পিতামাতার আনন্দাতিরেক সম্পাদন জন্য তুমি কংসের মৃতদেহকেও বিকর্ষণ করিয়াছ।

(৩৭৮) ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ আনন্দিত হইলেন; পূর্ব্বজন্মের কালনেমিকে (ইদানীন্তন কংসকে) তুমি বিমুক্তি দান করিয়াছ এবং বলদেব দ্বারা কংসের অন্যান্য অষ্ট ভ্রাতাকেও মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়াছ। [যন্নবতিতম নমস্কার]

(৩৭৯) কংসের স্ত্রীদিগকে সম্যক্ আশ্বাস্ দিয়া মৃতগণের সৎক্রিয়া করিতে আদেশ দিয়াছ। পিতামাতার পদে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়াছ। [সপ্তনবতিতম নমস্কার]

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

৩৮০। ঈশজ্ঞানাকৃতাশ্লেষ-জননীতাত ভাববিৎ।
স্নেহবর্দ্ধন-মিষ্টোক্তি-পিতৃমাতৃপ্রমোদকৃৎ ॥
৩৮১। প্রাপ্তালিঙ্গনমুন্মাতৃতাত-ক্রোড়াধিরোপিত।
স্নেহবাক্পিতৃমাত্রশ্রুধারা-স্নাপিতমস্তক ॥
৩৮২। পরমানন্দিত-শ্রীমদ্দেবক্যানকদুন্দুভে।
জয় প্রেমসুখাচ্ছাদি-জ্ঞান দুঃখ-নিবাকর ॥ ৯৮ ॥
৩৮৩। সদ্বাক্যানন্দিত-শ্রীমদুগ্রসেনাধিপত্যদ।
দত্তোগ্রসেনরাজ্যশ্রী রুগ্রসেননিদেশকৃৎ ॥

(৩৮০) ঈশ্বর-জ্ঞানে পিতামাতা বসুদেব দেবকী তোমাকে আলিঙ্গন করেন নাই, তুমি কিন্তু তাঁহাদের ভাব জানিয়াছ তখন স্নেহ বৃদ্ধি-কর মিষ্ট-বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রমোদ দান করিয়াছ।

(৩৮১) তোমার বাক্যে মোহিত হইয়া তৎপরে দেবকী-বসুদেব তোমাকে আলিঙ্গন করিলে তুমি আনন্দিত হইয়াছ। মাতাপিতার ক্রোড়ে আরূঢ় হইলে তাঁহারা স্নেহে বাক্-রুদ্ধ হইয়া প্রেমাশ্রু ধারায় তোমার শিরোদেশ স্নান করাইয়াছেন।

(৩৮২) এইভাবে তুমি দেবকীবসুদেবকে পরমানন্দিত করিয়াছ। প্রেম-সুখে তাঁহাদের ঈশজ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাদের দুঃখরাশি বিদূরিত করিয়াছ। তোমার জয় হউক [অষ্টানবতিতম নমস্কার]

(৩৮৩) শ্রীমান উগ্রসেনকে সদ্‌বাক্যে আনন্দ প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজত্ব সমর্পণ করিয়াছ। রাজ্য সম্পত্তি দিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়াছ।

৩৮৪। প্রসীদতাম্মে ভগবান্ ভক্তবৎসলনামধৃক্।
উগ্রসেনবশানীত-ত্রিলোকী-রত্নসঞ্চয় ॥ ৯৯ ॥

৩৮৫। আনীত-কংসসন্ত্রাস-প্রোষিত-জ্ঞাতিবান্ধব।
জয় সম্মানিতাশেষ-যাদবাবাস-দায়ক ॥

৩৮৬। সদা দয়াস্মিতালোকানন্দিতাখিলযাদব।
জয় রোগজরাগ্লানিহারি-সন্দর্শনামৃত ॥

৩৮৭। প্রসীদ সাত্বতশ্রেষ্ঠ যাদবেন্দ্র প্রসীদ মে।
বৃষ্ণিপুঙ্গব মাং পাহি দাশার্হাধিপ মাধব ॥

---

(৩৮৪) হে ভক্তবৎসল নামধর ভগবান্! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি ত্রিলোকের রত্ন সমূহ উগ্রসেনের বশবর্ত্তী করিয়াছ। [নবনবতিতম নমস্কার]

(৩৮৫) কংসের সন্ত্রাসে দূরে প্রেরিত জ্ঞাতি বান্ধবগণকে আবার মথুরায় আনয়ন করিয়া সেই নিখিল যাদবগণকে যথোচিত সম্মান-দানে পুনরায় নিজ নিজ গৃহে সংস্থাপন করিয়াছ।

(৩৮৬) তোমার অপার করুণায় ও সহাস্য দৃষ্টিপাতে যাদবগণ প্রত্যেকেই আনন্দিত হইয়াছেন। তোমার সম্যক্ নিরীক্ষণে রোগ, জ্বালা ও গ্লানি প্রভৃতি দূরে অপসারিত হয়।

(৩৮৭) হে সাত্বত-শ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে যাদবেন্দ্র! হে বৃষ্ণিবংশ-ভূষণ! আমাকে রক্ষা কর। হে দাশার্হাধিপতি হে মুধুকুল মুকুটমণি।

৩৮৮। কুকুরান্ধকবংশ্যেন্দ্র ভৈমান্বয়-বিবর্দ্ধন।
যযাতিকুল-পদ্মার্ক চন্দ্রবংশাব্ধিচন্দ্রমঃ ॥ ১০০ ॥

৩৮৯। জয় শ্রীমথুরানাথ মথুরামঙ্গল প্রভো।
মধুরামূর্ত্তমাধুর্য্য মথুরামণ্ডলেশ্বর ॥

৩৯০। নিত্য-শ্রীমথুরাবাসিন্ মথুরামাধুরীপ্রদ।
হে মাথুর-মহাভাগ্য নমস্তে মথুরাপতে ॥ ১০১ ॥

৩৯১। অদ্যশ্বোগমনব্যাজ-রক্ষিতব্রজনায়ক।
প্রসীদ মুহুরাশ্লেষ-নন্দসম্ভাষণাকুল ॥

---

(৩৮৮) হে কুকুরান্ধক-বংশ-পাবন! হে ভৈম-বংশ বর্দ্ধন-কারিন্! তুমি যযাতি-কুল-রূপ পদ্মের সূর্য্য! তুমি চন্দ্রবংশরূপ সাগরের চন্দ্রমা। তোমাকে নমস্কার ॥ [একশততম নমস্কার]

(৩৮৯) হে মথুরানাথ। তোমার জয় হউক। তুমি মথুরার মঙ্গল-নিধান প্রভু। মধুরার মূর্ত্ত-মাধুর্য্য তুমি সর্বপ্রাধান্য তুমি মথুরামণ্ডলকে সংব্যাপ্ত করিয়াছ।

(৩৯০) তুমি নিত্যই মথুরায় বাস কর, মথুরার প্রকৃষ্ট মাধুরী তোমার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে। হে মথুরা বাসিদিগের মহাভাগ্য মথুরাপতি! তোমাকে নমস্কার। [একোত্তর শততম নমস্কার]

(৩৯১) অদ্য ব্রজে যাইব, আগামী কল্য যাইব ইত্যাদি ছলবাক্যে তুমি ব্রজরাজ শ্রীনন্দমহারাজকে তথায় রাখিয়াছ। মুহুর্মুহু আলিঙ্গন দানে নন্দমহারাজের সহিত কথা বার্ত্তায় ব্যাকুল হইয়াছ।

৩৯২। নানাবাক্‌চাতুরীদীন-নন্দরোদন-বর্দ্ধন।
অত্যালিঙ্গন-গোপালকুল-দুঃখাশ্রুবাহক ॥

৩৯৩। মুহুর্ম্মুহ্যৎ-পতদ্বৃদ্ধ-নন্দ-সান্ত্বনকাতর।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদি-দানমারিত-নন্দ হে ॥

৩৯৪। হাহা-মহারবাক্রন্দি-গোপবৃন্দাত্ম-শোকদ।
জলসেকাদ্যুপানীত-নন্দপ্রাণ প্রসীদ মে ॥

৩৯৫। ত্বরাগমন-সত্যোক্তি-বিশ্বস্তীকৃত-নন্দ মাম্।
পার্শ্বে রক্ষ সুসন্দেশ-যশোদাদৈন্য-বর্দ্ধন ॥

---

(৩৯২) নানাবিধ বাক্য চাতুর্য্যে দীন শ্রীনন্দমহারাজকে তুমি অতিশয় রোদন করাইয়াছ। পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া গোপগণের দুঃখাশ্রুধারা পাতিত করিয়াছ।

(৩৯৩) মুহুর্মুহু মূর্চ্ছাপন্ন ও স্খলিতপদবৃন্দ মহারাজের সান্ত্বনাদি করিতে তুমি ব্যস্ত হইয়াছ। তুমি যে ব্রজবাসিগণের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার ও কাংস্যপাত্রাদি দান করিয়াছ, তাহাতে পক্ষান্তরে শ্রীনন্দ মহারাজকে মারিয়াই ফেলিয়াছ।

(৩৯৪) হাহাকার শব্দে উচ্চ রোদনশীল গোপগণকে তুমি স্ববিরহ দান করিয়াছ, জলসেকাদি বিবিধ উপায়ে তুমি শ্রীনন্দ মহারাজকে উজ্জীবিত করিয়াছ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও অর্থাৎ এতাদৃশ কঠিন বিরহের শীঘ্রই উপসংহার কর।

(৩৯৫) শীঘ্রই যাইতেছি এই শপথ করিয়া শ্রীনন্দমহারাজের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছ। হে কৃষ্ণচন্দ্র এই সময় আমাকে তোমাদের পার্শ্বদেশে রাখ, যাহাতে দৈন্য সমুদ্র নিমজ্জিত নন্দবাবাকে বা তোমাকে বৈকল্য বা মোহ হইতে রক্ষা করিতে পারি। দেখিতে যাইব ইত্যাদি সুখবার্ত্তা প্রেরণে যশোদা মাতার দুঃখই বৃদ্ধি করিয়াছ।

৩৯৬। মুহুর্ম্মুহুঃ পরাবর্ত্তমান-নন্দাশ্রুসংপ্লুত।
নন্দানুব্রজনব্যাজ ব্রজদীনজনাসুদ ॥

৩৯৭। গোপ্যর্থপ্রেষিত-স্বীয়ভূষা-শপথবাচিক।
নিরুধ্যমান-নেত্রাব্জ-বারিধার প্রসীদ মে ॥ ১০২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

---

(৩৯৬) মুহুর্মুহু প্রত্যাবর্ত্তনশীল নন্দবাবার অশ্রুধারায় তুমি সম্যক্ প্রকারে স্নাত হইয়াছ, নন্দমহারাজের অনুগমন করিবার ছলে তুমি ব্রজের কাতর প্রাণিদের প্রাণই দান করিয়াছ।

(৩৯৭) গোপীদের জন্য তুমি নিজের ভূষা ও শপথ বাক্য প্রভৃতি পাঠাইয়া অতি কষ্টে নিজের নেত্র-কমলের প্রেমবারি ধারা নিবারণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণচন্দ্র! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। [দ্বি-উত্তর শততম নমস্কার]

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত

—০—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-স্তবঃ

৩৯৮। শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
৩৯৯। প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥
৪০০। নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত।
সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
৪০১। গুণ্ডিচারথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্দ্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দেত্বাং গুণ্ডিচারথমণ্ডনম্ ॥
৪০২। দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস।
নিত্যনূতনমাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥ ১০৩ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-স্তব—

(৩৯৮) হে শ্রীজগন্নাথ! নীলাচল শিরোমণি! হে দারুব্রহ্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

(৩৯৯) হে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ! হে লবণ-সমুদ্রতটের অমৃত। হে গুটিকোদর নানাভোগবিলাসিন্ আমাকে পালন কর।

(৪০০) তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। তুমি সুভদ্রার লালনে-ব্যগ্র, হে রামানুজ! তোমার চরণে নমস্কার।

(৪০১) তুমি গুণ্ডিচারথ যাত্রাদি বিবিধ মহোৎসবের বর্ধন করিয়াছ। হে ভক্তবৎসল! হে গুণ্ডিচারথ ভূষণ! তোমাকে বন্দনা করি।

(৪০২) তোমার চিত্ত সতত দীনহীন মহানীচজনকেও দয়া করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ থাকে। তুমি নিত্যই নূতন নূতন মহিমা প্রদর্শন করাও, হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় অথবা শ্রীচৈতন্যই তোমার প্রিয় কিম্বা তুমি চিন্ময় এবং সকলেরই বল্লভ। তোমার চরণে প্রণত হইতেছি। [ত্রি-উত্তর শততম নমস্কার]

শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব-স্তবঃ

৪০৩। শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥
৪০৪। আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ।
জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদুভগবন্নামকীর্ত্তন ॥
৪০৫। অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ব-বৈষ্ণব-বান্ধব ॥
৪০৬। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি? ॥ ১০৪ ॥

শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব-স্তব—

(৪০৩) হে শ্রীমচ্চৈতন্যদেব! হে গৌরাঙ্গ সুন্দর! তোমাকে বন্দনা করি। হে শচীনন্দন! হে যতিচূড়ামণি! প্রভো হে! আমাকে ত্রাণ কর।

(৪০৪) তোমার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, তোমার বদনে মৃদুমধুর হাস্য, তুমি নীলাচলের বিভূষণ, জগতে তুমি অমৃত হইতেও পরমাস্বাদ বৈচিত্র্যযুক্ত ভগবন্নাম কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ।

(৪০৫) তুমি অদ্বৈত প্রকটীকৃত বলিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে কতই না শ্লাঘা করিয়াছ! বাসুদেব সার্বভৌমকে কত প্রকারে আনন্দদান করিয়াছ। রামানন্দের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছ। তুমি সর্ববৈষ্ণবেরই বান্ধব।

(৪০৬) তোমা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে প্রেমমহাসমুদ্র প্রবাহিত হয়; হে মহাপ্রভো! তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। দীনাতিদীন আমাকে কি কখনও স্মরণ করিবে না? [চতুরোত্তরশত নমস্কার]

শ্রীমূর্ত্তিপঞ্চক-স্তবঃ

৪০৭। নমো ব্রাহ্মণরূপায় নিজভক্তস্বরূপিণে।
নমঃ পিপ্পলরূপায় গোরূপায় নমোঽস্তুতে ॥
৪০৮। নানাতীর্থস্বরূপায় নমো নন্দকিশোর তে।
সর্বদা লোকরক্ষার্থ-রূপপঞ্চকধারিণে ॥ ১০৫ ॥

শ্রীমূর্ত্তিপঞ্চক-স্তব—

(৪০৭) তুমি ব্রাহ্মণ-স্বরূপ; ভক্ত-স্বরূপ পিপ্পলরূপ এবং গোরূপ, তোমাকে নমস্কার।

(৪০৮) হে নন্দকিশোর! তুমি বিবিধ তীর্থস্বরূপও হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার সর্বদা লোকরক্ষা করিবার জন্য তুমি এই পঞ্চ (ব্রাহ্মণ, ভক্ত, পিপ্পল, গো ও তীর্থ) রূপ ধারণ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। [পঞ্চোত্তরশততম নমস্কার]

শ্রীমদর্চ্চা-স্তবঃ

৪০৯। পাষাণ-ধাতু-মৃদ্দারু-সিকতা-মণি লেখজা।
সপ্তধা তে প্রতিকৃতিরচলা বা চলা প্রভো ॥
৪১০। শালগ্রামশিলা চাথ যত্র কুত্রাপ্যবস্থিতা।
যাদৃশী তাদৃশী বাপি ভক্তৈর্ভক্ত্যাভিপূজিতা ॥
৪১১। ভবতাধিষ্ঠিতা সর্বা সচ্চিদানন্দরূপিণী।
ত্বমেব কথ্যসে সদ্ভিস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ১০৬ ॥

শ্রীমদর্চ্চা-স্তব—

(৪০৯) হে প্রভো! তোমার প্রতিমা সপ্তপ্রকার—পাষাণময়ী ধাতুজা, মৃন্ময়ী, দারুময়ী, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও লেখ্যা। আবার সচলা ও অচলা বিগ্রহ।

(৪১০) এবং শালগ্রাম শিলা যে কোন স্থানেই (অশুচিস্থানেও) থাকুন না কেন যে প্রকারেই (ভগ্ন, খণ্ডিত অথবা স্ফুটিতই) হউন না কেন—ভক্তগণ প্রেমভক্তিভরে যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন—

(৪১১) ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তুমি অধিষ্ঠিত আছ, প্রত্যেকেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী-সাধুসজ্জনগণ ঐ সকলে তোমারই স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব হে সর্ব্বার্চাময়! তোমাকে নমস্কার। [ষষ্ঠোত্তরশততম নমস্কার]

শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমস্তোত্রম্

৪১২। সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযুষ সর্ববেদৈকসৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ ॥
৪১৩। সর্বভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্ত্তিত ॥
৪১৪। পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥
৪১৫। মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্‌গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে ॥
৪১৬। অসাধু সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর ॥১০৭॥

শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমস্তোত্র—

(৪১২) হে সর্ব্বশাস্ত্র সমুদ্রের অমৃত, সকল বেদের মুখ্য অতুৎকৃষ্ট ফল, তুমি সিদ্ধান্তরত্ন সমূহের সার নির্যাস এবং সকল লোকের সংগলোপদেশকর। সর্বলোকের যথার্থ দৃষ্টি প্রদানকারী।

(৪১৩) হে সর্ব ভাগবতের প্রাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত! হে প্রভো! কলিযুগরূপ অন্ধকার বিনাশে তুমি সূর্যরূপে উদিত হইয়াছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপ।

(৪১৪) তোমার পাঠে পরমানন্দ লাভ হয়। তোমার প্রতি অক্ষর প্রেম বর্ষণ করে, সর্বদা সকলেরই সেব্য তুমি। হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! তোমার চরণে আমার নমস্কার।

(৪১৫) তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, আমার সঙ্গী, আমার গুরু, আমার মহাধন, আমার নিস্তারক, আমার ভাগ্য, আমার আনন্দ, তোমাকে নমস্কার।

(৪১৬) তুমি অসাধুকেও সাধুতা দান কর, অতি নীচজনকেও উচ্চত্ব দান কর। হা! আমাকে কখনও ত্যাগ করিও না। আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠে প্রেমভরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হও। [সপ্তোত্তরশততম নমস্কার]

দৈন্যার্ত্তি বিজ্ঞাপনম্

৪১৭। শ্রীকৃষ্ণ তব কারুণ্যমহিম্নে মে নমো নমঃ।
যো মাং নীচং দুরাচারং নিত্যপাপরতং শঠম্ ॥
৪১৮। অহো তস্যা অবস্থায়াঃ সতামিব দশামিমাম্।
তস্মাৎ স্থানাদিদং স্থানং মথুরামণ্ডলং শুভম্ ॥
৪১৯। যস্মিন্ জ্ঞানকৃতং বাপি সর্বপাপং ন তিষ্ঠতি।
চতুর্ধা যত্র মুক্তিঃ স্যাত্ত্বং চ সন্নিহিতঃ সদা ॥

দৈন্যার্ত্তি-বিজ্ঞাপন—

(৪১৭-৪২৫) হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার করুণার মহিমাকে আমি ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি। অহো! যে করুণা নীচ, দুরাচার, নিত্য পাপাচার এবং শঠ আমাকেও সেই (রাজসেবকরূপী মহাজঘণ্য) অবস্থা হইতে সদাচার পরায়ণগণের এই অবস্থা দান করিয়াছে—সেই বিষয়িজন কলুষিত রাজদরবার হইতে এই সর্ব মঙ্গলনিধান মথুরামণ্ডলে প্রাপ্তি করাইয়াছে। যে মথুরায় অজ্ঞানকৃত পাপের ত কথাই নাই, জ্ঞানকৃত পাপরাশিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়—যে মথুরা চারি প্রকারে [জন্ম, উপনয়ন, মৃত্যু বা দাহ দ্বারা] মানবের মুক্তিদানে সমর্থ—যে স্থানে তুমি সর্বদাই সন্নিহিত আছ, যে ধামে নিজের অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রকটন পূর্ব্বকই যেন সর্বদা বাস করিতেছ—যে স্থান নিজ মাধুর্য্য সম্পত্তিভারে 'মধুরা' বলিয়া কথিত হয়—আর [যে করুণা] সেই রাজসেবি-দুষ্টগণের সঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রিয়তম ভক্তগণের সঙ্গ দান করিয়াছে—অধিক কি বলিব তোমার যে কারুণ্য শ্রীনীলাচলে শ্রীমৎ

**৪২০। যস্মিন্ স্বসন্মহিম্নৈবার্পিতো বসসি নিত্যদা।
নিজমাধুর্য্যসম্পত্ত্যা মধুরেতি যদুচ্যতে ॥**

**৪২১। তথা তস্মাচ্চ দুঃসঙ্গাদ্ যস্ত্বৎপ্রিয়তমস্য হি।
শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য সঙ্গং নীলাচলে তথা ॥**

**৪২২। রথোপরি তব শ্রীমন্মুখদর্শন-কৌতুকম্।
পুনর্বৃন্দাবনং হ্যেতৎ তত্তৎক্রীড়াস্পদং তব ॥**

**৪২৩। গোপিকা যস্য সৎকীর্ত্তিং ভবাংশ্চাবর্ণয়ন্ গুণান্।
দূরস্থাঃ শ্রবণাদ্যস্য লভন্তে প্রেম তে শুভাঃ ॥**

**৪২৪। চরাচরং প্রাণিজাতং যস্য ত্বৎপ্রেমসংপ্লুতম্।
নিত্যমদ্যাপি যস্মিংস্ত্ব-পূর্ব্ববৎ ক্রীড়সি স্ফুটম্ ॥**

**৪২৫। অত্রৈব ত্বৎপ্রিয়ং যশ্চ মদেকধনজীবনম্।
প্রাপয়ন্ মে পুনঃ সঙ্গং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥**

কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গও প্রাপ্তি করাইয়াছে। তথায় (নীলাচলে) রথোপরি তোমার পরম সুন্দর মুখদর্শন-কৌতুকদান করিয়াছে—যাহা আবার এই বৃন্দাবন এবং অত্রত্য ক্রীড়াস্থলীসমূহের সান্নিধ্যে আনিয়াছ—যে ব্রজমণ্ডলের সৎকীর্ত্তি-গাথা গোপিকাগণ গান করিয়াছেন—তুমিও যাহার মহামহিমা মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছ যাহার শ্রবণে দূরবর্ত্তিজনগণও কল্যাণময় হইয়া তোমার প্রেমধনে ধনী হয়, যাহার স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণি জাত তোমার প্রেমধারায় আপ্লুত হইতেছে—যে স্থলে অদ্যাপি নিত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বা নবনবায়মানরূপে পরিস্ফুট ক্রীড়া করিতেছে—[তোমার যে কারুণ্য] আবার তোমারই প্রিয়জন আমার একমাত্র প্রাণ ভাগবতবর শ্রীরূপের পুনঃ সঙ্গ দান করিয়াছে—সেই কারুণ্য-মহিমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নিত্য প্রণাম করিতেছি।

**৪২৬। অধুনা যো মম মুখান্নিঃসারয়তি নাম তে।
কদাচিচ্চরণাম্ভোজং হৃদি মে স্মারয়ত্যপি ॥**

**৪২৭। মৎকায়েনাধমেনাপি নমস্তে কারয়েদয়ম্।
সর্বাপদ্ভ্যোঽপি মাং রক্ষেদ্দদ্যাত্তে ভক্তিসম্পদম্ ॥**

**৪২৮। দাতুং শক্নোতি মেঽজস্রং প্রেমস্মরণ-কীর্ত্তনম্।
তব প্রেমকটাক্ষঞ্চ ময়ি প্রাপয়িতুং ক্ষমঃ ॥**

**৪২৯। গোগোপ-গোপিকাসক্তং ত্বাং চ দর্শয়িতুং প্রভুঃ।
এবং যো মম হীনস্য সর্বাশালম্বনং পরম্ ॥**

**৪৩০। মহাকারুণ্যমহিমা পুরাণো নিত্যনূতনঃ।
ত্বদীয়ঃ সচ্চিদানন্দস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥**

(৪২৬-৪৩০) যে কারুণ্য-মহিমা এক্ষণে আমার মুখ হইতে তোমার নাম নিঃসরণ করাইতেছেন, যিনি কখনও কখনও তোমার চরণকমলও আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করান—যিনি আমার এই অধম দেহ দ্বারাও তোমাকে এই নমস্কার করাইতেছেন—যিনি সকল আপদ হইতে আমাকে রক্ষা করেন এবং তোমার ভক্তি সম্পত্তি দান করেন—যিনি অজস্রভাবে তোমার প্রেম স্মরণ কীর্ত্তনও দিতে পারেন—যিনি আমাকে তোমার প্রেম কটাক্ষও প্রাপ্তি করাইতে পারেন—যিনি গো-গোপগোপীজন সমাযুক্ত তোমাকেও দর্শন করাইতে সক্ষম—এই প্রকারে যিনি এই হীন আমার সকল আশারই পরম অবলম্বন—বহু পূর্ব্বে যাঁহার প্রাপ্তি হইলেও নিত্যই নূতনবৎ প্রতিভাত হয়েন—তোমার সেই সচ্চিদানন্দ মহাকারুণ্য-মহিমাকেই নিত্য ভূয়োভূয়ঃ দণ্ডবৎ করিতেছি।

—০—

ফলশ্রুতিঃ

৪৩১। **এতল্লীলাস্তবং নাম স্তোত্রং শ্রীকৃষ্ণ! তারকম্।**
প্রণামাষ্টোত্তরশতে যোঽর্থাবগমপূর্ব্বকম্ ॥

৪৩২। **কীর্ত্তয়েৎ সোঽচিরাদ্ভক্তো লভতাং কৃপয়া তব।**
রূপে নামনি লীলায়ামাক্রীড়েঽপি পরাং রতিম্ ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবো নাম স্তোত্রং সমাপ্তম্।

ফলশ্রুতি—

এক্ষণে গ্রন্থফল বলিতেছেন—(৪৩১-৪৩২) হে শ্রীকৃষ্ণ! যিনি অর্থবোধপূর্বক এই তারক (কর্ণধার-স্বরূপ) লীলাস্তব নামক স্তোত্রটি একশত আট প্রণাম করিয়া কীর্ত্তন করিবেন, সেই ভক্ত অচিরাৎ তোমার কৃপাবলে তোমার রূপে (বিগ্রহে), নামে, লীলায় ও বিহার স্থলে (বৃন্দাবনে) পরমারতি লাভ করুন—এই প্রার্থনা।

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব সমাপ্ত

শ্রীল শুকদেবকৃত-শ্রীহৃষীকেশ স্তবঃ

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভবস্থান-নিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥
ভূয়ো নমঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতামসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে, ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥
নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্।
নিরস্ত সাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥
যৎ কীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥
বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ, সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমা-স্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥
তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥
কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা, আভীর শুহ্মা যবনা খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥
স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বর—স্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ।
গতব্যলীকৈরজ-শঙ্করাদিভি-র্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥
শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি,-র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং, প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥
যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যান-সমাধিধৌতয়া ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥
প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥
ভূতৈর্ম্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভুর্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পুরুষঃ।
ভুঙক্তেগুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ সোঽলঙ্কৃষীষ্টাখিলবিদ্‌বচাংসি মে ॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥

—(শ্রীমদ্ভাগবত—২।৪।১২-২৪)